NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর তৃণমূল বলবে আর ভোটে লড়ব না: শুভেন্দু

ভোটার তালিকায় গাফিলতি, চাপ বাড়াল কমিশন ৩

কলকাতা ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ৬ ফাল্গুন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ২৪৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.02.2026, Vol.19, Issue No. 249, 8 Pages, Price 3.00

রাজ্যসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যসভা নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক সমীকরণে নড়াচড়া শুরু হল বাংলায়। বুধবার ১০টি রাজ্যের মোট ৩৭টি আসনে রাজ্যসভার ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী ১৬ মার্চ হবে ভোটগ্রহণ। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি আসনও রয়েছে।

এই নির্বাচনের ফলেই সংসদীয় পরিসরে বড় ধাক্কার মুখে পড়তে চলেছে রাজ্য সিপিএম। বর্তমানে রাজ্যসভায় এরাজ্য থেকে তাদের একমাত্র প্রতিনিধির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। নতুন সমীকরণে সেই আসন ধরে রাখার মতো সংখ্যাবল নেই বামেদের। ফলে বিধানসভা ও লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও শূন্য হতে চলেছে সিপিএম।

অন্যদিকে, বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে পাঁচটি আসনের মধ্যে চারটিতেই জয় প্রায় নিশ্চিত তৃণমূল কংগ্রেসের। বাকি একটি আসন বিজেপির ঝুলিতে যেতে পারে বলেই রাজনৈতিক মহলের অনুমান। আগামী এপ্রিলে রাজ্যসভার ৩৭ জন সদস্যের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম এনসিপি (এসপি) সভাপতি শরদ পাওয়ার, উদ্ধবপন্থী শিবসেনার প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদি, আরপিআই প্রধান রামদাস আটওয়ালে এবং রাষ্ট্রীয় লোকমঞ্চের উপেন্দ্র কুশওয়াহা।

রাজ্যভিত্তিক হিসাবে দেখা গেলে, এই দফায় যাঁদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক সাতজন মহারাষ্ট্র থেকে নির্বাচিত। তামিলনাড়ু থেকে ছ'জন, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে পাঁচজন করে সদস্য রয়েছেন। ওড়িশা থেকে চারজন, অসম থেকে তিনজন, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা ও হরিয়ানা থেকে দু'জন করে এবং হিমাচলপ্রদেশ থেকে একজন সদস্যের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। ফলে একাধিক রাজ্যে নতুন সমীকরণ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এই রাজ্যসভা নির্বাচনের মাধ্যমে।

বুধবার মায়াপুর ইসকনে উপস্থিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

তথ্য আপলোডে বিভ্রাট নামের, দিল্লিতে রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর শুনানির কাজ শেষ। শেষ পর্যায়ে তথ্য যাচাইয়ের কাজ চলছে। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-পর্বের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া পশ্চিম বিধানসভায় পর্যবেক্ষকেরা তথ্য যাচাই করতে গিয়ে দেখলেন, এক ভোটারের নাম রয়েছে শেখ রাজেশ আলি। তাঁর বাবার নাম ভুবনচন্দ্র বেরা। ফর্মে দেখা গিয়েছে, বিজয়কৃষ্ণ বেরা নামে এক ভোটারের বাবার নামের জায়গায় লেখা রয়েছে ভুবনচন্দ্র বেরা। সেই তথ্য কী করে 'ভুল' ভাবে আপলোড হয়েছে, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে কমিশন। কিসের ভিত্তিতে ওই সম্পর্কের তথ্য আপলোড করেছেন এইআরও, এই প্রশ্নই তুললেন তাঁরা। পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য, কোনও তথ্য ছাড়াই সেই লিঙ্ক কী ভাবে করা হল! এই ঘটনায় দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন পর্যবেক্ষকেরা।

দু'ধরনের ভোটারকে এসআইআরের শুনানিতে নথি যাচাইয়ের জন্য ডেকেছিল কমিশন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে যাঁরা নিজেদের কোনও যোগ দেখাতে পারেননি (নো ম্যাপিং তালিকা) তাঁদের শুনানিকেন্দ্রে শরীরে হাজিরা দিয়ে উপযুক্ত নথি দেখাতে হয়েছে। এ ছাড়া, ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে যোগ থাকা সত্ত্বেও নামের ত্রুটি, তথ্যগত অসঙ্গতির কারণে অনেককে শুনানিতে ডাকা হয়। শুনানিকেন্দ্রে তাঁদের তথ্য যাচাইয়ের জন্য উপস্থিত ছিলেন ইআরও, এইআরও (সহকারী ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার) এবং বুথ স্তরের আধিকারিকেরা (বিএলও)।

রাজ্যের এসআইআর শুনানিতে প্রায় দেড় কোটি নোটিস জারি করে কমিশন। তার মধ্যে আনম্যাপড ভোটার রয়েছেন প্রায় ৩২ লক্ষ। ১ কোটি ২০ লক্ষ ভোটারকে তথ্যগত অসঙ্গতি (লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি)-র কারণে শুনানিতে ডাকে কমিশন। সেই শুনানির কাজ শেষ হয়েছে।

সুপ্রিম রায় অমান্য! চ্যাট 'ফাঁস' করে কমিশনকে অভিষেক-তির

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে মাইক্রো অবজার্ভার দিয়েই ভোটারদের নাম বাদ দেওয়াচ্ছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের অন্দরের হোয়াট্সঅ্যাপ চ্যাটের স্ক্রিনশট প্রকাশ্যে এনে অভিযোগ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির 'জমিদারদের' ইশারায় কাজ করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ও আপসহীন আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। অভিষেকের আনা এই অভিযোগকে হাতিয়ার করে বুধবার দুপুরে তৃণমূলের পাঁচ জনের প্রতিনিধিদল অভিযোগ জানাতে কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে যাচ্ছে। এদিকে, কীভাবে সেই সব চ্যাট প্রকাশ্যে এল, তা নিয়েই উদ্বিগ্ন কমিশন।

অভিষেকের অভিযোগ প্রসঙ্গে কমিশনের দাবি, হোয়াটসঅ্যাপে

কোনও ইন্সট্রাকশন দেওয়া হয়নি। কিছু প্রশ্নের উত্তর আছে। নির্বাচন কমিশনের দাবি, এসআইআর নিয়ে যে নিয়ম আছে, সেই নিয়ম নিয়ে জিজ্ঞাস্য থাকায় হোয়াটসঅ্যাপে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে কারা এই তথ্য শেয়ার করছে, সে দিকে নজর রাখছে কমিশন।

বুধবার এক্স হ্যান্ডলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তোলেন তিনি। সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, নির্বাচন কমিশন কি মনে করে যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ প্রকাশ্যে অমান্য করা যেতে পারে? তাঁর অভিযোগ, মাইক্রো অবজার্ভারদের নির্দেশ দিয়ে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সেই অভিযোগের সপক্ষে নির্বাচন কমিশনের তরফে হোয়াট্সঅ্যাপে মাইক্রো অবজার্ভারদের যে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, সেই নির্দেশের চ্যাটও 'ফাঁস' করে দিয়েছেন অভিষেক।

অভিষেকের অভিযোগ, আইনগত এবং জবাবদিহিমূলক পদ্ধতির পরিবর্তে হোয়াট্সঅ্যাপের মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। একটি হোয়াট্সঅ্যাপ গ্রুপে বিশেষ রোল অবজারভার সি. মুরুগন মাইক্রো অবজার্ভারদের জন্ম শংসাপত্রের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সরাসরি নির্দেশ দিচ্ছেন। তাঁর আরও অভিযোগ, এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া নামের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।

গোবিন্দভোগ-সহ তিন চালে রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোবিন্দভোগ-সহ রাজ্যের তিন ধরনের চালকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। স্বীকৃতি পেয়েছে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে রাজ্য সরকারের বিশেষ প্রকল্প 'মাটির সৃষ্টি'ও। বুধবার সমাজমাধ্যমে এই খবর জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি পেয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত। গ্রামবাংলার মানুষ, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের এই স্বীকৃতি উৎসর্গ করেছেন তিনি।

সুগন্ধি চালের বাজারে গোবিন্দভোগের জনপ্রিয়তা বিপুল। বর্ধমান, হুগলি, নদিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূমের মতো জেলাগুলিতে এই চালের চাষ হয়। তবে তুলাইপাঞ্জি উত্তরবঙ্গের চাল। মূলত উত্তর দিনাজপুর এবং সংলগ্ন এলাকায় এই

চালের চাষ হয়। কনকচূড় ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। তবে পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও প্রান্তেই এই সমস্ত চাল কিনতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রসংঘে পশ্চিমবঙ্গের বাজারে বিখ্যাত এই তিন সুগন্ধি চালকে স্বীকৃতি দিল।

মমতা জানিয়েছেন, রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংগঠন (এফএও) পশ্চিমবঙ্গের সুগন্ধি গোবিন্দভোগ, তুলাইপাঞ্জি এবং কনকচূড় চালকে খাদ্য-সংস্কৃতির 'হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে রাজ্য সরকারের আন্তর্বিভাগীয় প্রকল্প 'মাটির সৃষ্টি'। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমের জেলাগুলির অনাবাদি জমিতে ফসল ফলানোর কৌশল আয়ত্ত করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের ভূমি, সেচ এবং পঞ্চায়েত দপ্তরের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পকে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রসংঘ রাজ্যকে যে শংসাপত্রটি দিয়েছে, তা-ও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি-সমস্যা দূর করতে ২০২০ সালে 'মাটির সৃষ্টি' প্রকল্প চালু করেছিল রাজ্য সরকার। মমতা লিখেছেন, 'এটা খুব মর্যাদাপূর্ণ একটা সম্মান। রাষ্ট্রসংঘের এফএও-র ডিরেক্টর জেনারেল আমাদের যে শংসাপত্রগুলি পাঠিয়েছেন, সেগুলি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি। এই স্বীকৃতি আমরা আমাদের গ্রামবাংলার মানুষ এবং বাংলাদের কৃষকদের উৎসর্গ করছি।'

মহাপ্রভুর পুণ্যভূমিতে আসতে পেরে ধন্য 'সাধারণ ভক্ত' শাহ

নদিয়া: বছরের শুরুতেই ফের বঙ্গ সফরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে মায়াপুর ইসকনের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ইসকনের তরফে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়। এরপর সেখান থেকে চন্দ্রোদয় মন্দিরে যান। চন্দ্রোদয় মন্দিরে প্রভুপাদ, নৃসিংহ দেব, রাধা মাধব এবং পঞ্চতত্ত্ব সমগ্র বিগ্রহের উদ্দেশ্যে পুষ্পার্ঘনিবেদন করেন। এরপর সেখান থেকে সোজা চলে আসেন শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহারাজের ১৫২ তম জন্মতিথি উদযাপন অনুষ্ঠানে। সেখানে ধর্মীয় ভাষণ দেন তিনি। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে উঠে উপস্থিত ভক্ত ও দর্শকদের উদ্দেশে 'হরে কৃষ্ণ' ধ্বনি দিয়ে নিজের বক্তব্য শুরু করেন। তাঁর এই সম্ভাষণে কার্যত মায়াপুরের ইসকন মন্দির চত্বরে ভক্তিগীতি ও করতালির জোয়ার বয়ে যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ এবং ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতীর আধ্যাত্মিক অবদান নিয়ে আলোকপাত করেন তিনি।

> **অনেকবার মায়াপুরে আসার সুযোগ এলেও কোনও না কোনও কারণে শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। আজ মহাপ্রভুর এই পুণ্যভূমিতে পা রাখতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতজ্ঞ মনে করছি।**
>
> কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

শাহ আরও বলেন, 'ভক্তি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন চৈতন্যদেব। আর সেই আন্দোলন গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।' এমন পুণ্যভূমিতে এসে চেতনা জাগ্রত করার সুযোগ পাওয়ার জন্য তিনি যে ধন্য তাও এদিন তুলে ধরেন শাহ। তাঁর কথায়, 'আজ মহাপ্রভুর এই পুণ্যভূমিতে পা রাখতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতজ্ঞ মনে করছি।'

একই সঙ্গে ইসকনের ভূয়সী প্রশংসা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে এদিন রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে গিয়ে নিজেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবেই তুলে ধরেন তিনি। মন্দিরের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবেগপ্রবণ কণ্ঠে শাহ বলেন, 'আজ আমি এখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নয়, বরং মহাপ্রভুর একজন সাধারণ ভক্ত হিসেবে উপস্থিত হয়েছি।'

দীর্ঘদিন ধরেই মায়াপুরে আসার পরিকল্পনা থাকলেও তা বারবার পিছিয়ে গিয়েছিল বলে জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এদিন সেই আক্ষেপ মিটেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'অনেকবার মায়াপুরে আসার সুযোগ এলেও কোনও না কোনও কারণে শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। আজ মহাপ্রভুর এই পুণ্যভূমিতে পা রাখতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতজ্ঞ মনে করছি।'

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহারাজের ১২৫তম জন্ম উৎসব উপলক্ষে এদিন মায়াপুরে বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেন অমিত শাহ। সেখানে পৌঁছেই প্রথমে মন্দিরে পুজো দেন। এরপর সরাসরি মঞ্চে বক্তব্য রাখেন শাহ। ভক্তদের সামনে প্রধানমন্ত্রীর বার্তাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ''মায়াপুরে আসার আগে সকালেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। মায়াপুর আসার কথা আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম। উনি মন থেকে মায়াপুরের সকল ভক্তদের 'হরে কৃষ্ণ' অভিবাদন জানিয়েছেন।''

মোদীর সঙ্গে বাণিজ্য বৈঠকে দুই রাষ্ট্রপ্রধান

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি: দিল্লিতে কৃত্রিম মেধা (এআই) সম্মেলনের ফাঁকেই স্পেনের প্রেসিডেন্ট পেড্রো সানচেজ এবং ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেট্টেরি অর্পোর সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৈঠকের বড় অংশ জুড়ে যে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কথা হয়েছে, তা একপ্রকার স্পষ্ট। বৈঠকের পরেই প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারতের সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্কে সুবর্ণ যুগের সূচনা করবে এই চুক্তি। উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁর সঙ্গেও বৈঠক করেন মোদী।

স্পেনের প্রেসিডেন্ট সানচেজের সঙ্গে বৈঠককে ফলপ্রসূ বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি জানিয়েছেন, দুই দেশের বন্ধুত্ব আরও সুদৃঢ় করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা এবং প্রযুক্তি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট করে মোদী লেখেন, 'আমরা দুই দেশ ২০২৬ সালকে ভারত-স্পেন সংস্কৃতি, পর্যটন এবং কৃত্রিম মেধার বছর হিসাবে চিহ্নিত করেছি। এর ফলে দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগ আরও বাড়বে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরাও ভারতে আসছেন দেখে খুব আনন্দিত। এর ফলেও দুই দেশের মানুষের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি পাবে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও লেখেন, 'এই ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্পেনের সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক অংশীদারি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আমাদের দেশের মানুষের সামনে নতুন সুযোগ তুলে ধরবে।' গত ২৭ জানুয়ারি ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি (ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট বা এফটিএ) সংক্রান্ত আলোচনা চূড়ান্ত হয়েছে। এই খবর জানান প্রধানমন্ত্রী নিজেই। তিনি আরও জানান, গোটা বিশ্ব এই চুক্তিকে 'সব চুক্তির জননী' বলে অভিহিত করছে।

মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পরে এক্সে সেই বিষয়ে জানিয়েছেন সানচেজও। তিনি লেখেন, 'এআই-এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে এই সম্মেলন আয়োজন করার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছি।'

অন্য দিকে, মোদী জানিয়েছেন, ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের চুক্তিকে সমর্থন করার জন্য তিনি ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেট্টেরিকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। তিনি এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, 'ভারত এবং ফিনল্যান্ড দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য দ্বিগুণ করতে উদ্যোগী। এর ফলে আর্থিক যোগ আরও শক্তিশালী হবে।'

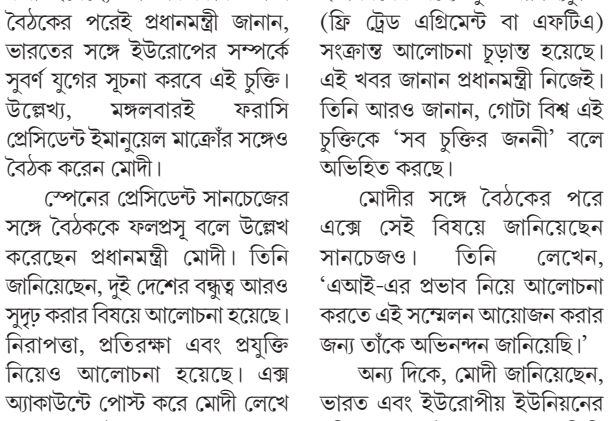

(উপরে) বুধবার স্পেনের প্রেসিডেন্ট পেড্রো সানচেজের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। (নীচে) ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেট্টেরি অর্পোর সঙ্গে মোদী।

সুপ্রিমে পিছোল আইপ্যাক শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি: ফের সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল আইপ্যাক মামলার শুনানি। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র এবং বিচারপতি সঞ্জীব মেহতার এজলাসে এই মামলার শুনানি ছিল। শুনানির শুরুতেই এদিন রাজ্যের তরফে অভিযোগ করা হয় যে, কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে অস্ত্র হিসাবে কেন্দ্র ব্যবহার করছে। যদিও পালটা কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকদের ভয় দেখানো হচ্ছে বলে সওয়াল করেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসজি রাজু। এদিকে শীর্ষ আদালত সূত্রে খবর, এদিন কিছুক্ষণ সওয়াল জবাবের পর রিজয়েন্ডার দাখিল করার জন্য সময় চেয়ে নেন ইডি এবং সলিসিটর জেনারেল। কেন্দ্রের সেই আর্জি মেনেই দোলের পর অর্থাৎ ১৮ মার্চ শুনানির দিন ধার্য করে সুপ্রিম কোর্ট।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত ৮ জানুয়ারি কলকাতায় আইপ্যাক এবং তার ডিরেক্টর প্রতীক জৈনের দপ্তরে তল্লাশি চালায় ইডি। তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তৃণমূলের শীর্ষ নেতা এবং পুলিশের আধিকারিকদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং ইডি আধিকারিকদের কাজে বাধা দেন। ইডির দাবি, মুখ্যমন্ত্রী নিজে তল্লাশি স্থল থেকে নথিপত্র এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস সরিয়ে নিয়ে গেছেন, যা তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ছিল। এদিকে আবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওইসব তাঁর দলের নথিপত্র। তাতে নির্বাচনী রণকৌশলের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র রয়েছে। সেসব ছিনতাইয়ের ষড়যন্ত্র করেছে ইডি, এই অভিযোগ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, দলের স্বার্থে তিনি সেসব ফাইল সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। আর তাঁর এই পদক্ষেপেই ইডির সঙ্গে সংঘাত তৈরি হয়। কেন্দ্রীয় সংস্থার কাজে রাজ্য পুলিশের হস্তক্ষেপ এবং ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে পাল্টা এফআইআর দায়ের করার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুতর বলে চিহ্নিত করেছিল শীর্ষ আদালত। তবে এর আগেও দু'বার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি পিছিয়ে যায়। আইপ্যাক-কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টে বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের হয়। এদিন ইডির দায়ের করা নথি চুরির মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র এবং বিচারপতি সঞ্জীব মেহতার এজলাসে। মামলার শুনানিতে ইডির তরফে একটি হলফনামা জমা দেওয়া হয়। যেখানে দাবি করা হয়েছে, ইডি যেদিন আইপ্যাকের দপ্তর এবং সংস্থার কর্তার বাড়িতে তল্লাশি চালায়, সেদিনই জোর করে ভিতরে ঢুকে নথি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এমনকী কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে ইডির পেশ করা হলফনামায়। যদিও ইডির তদন্তে কোনওরকম বাধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দেননি তা জানিয়ে আগেই রাজ্যের তরফে হলফনামা জমা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে এই মামলা খারিজের আবেদনও জানানো হয়। সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের জমা দেওয়া হলফনামায় বলা হয়, এই মামলা দায়ের করার অধিকারই নেই ইডির। তল্লাশির পদ্ধতি ভুল ছিল বলে দাবি করা হয়। আগামী ১৮ মার্চ এই মামলার শুনানি হবে। সেদিন শুরুতেই এই মামলা কতটা যুক্তিপূর্ণ তা আদালত শুনবে বলে জানান আইনজীবী। এদিকে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, রিজয়েন্ডার দাখিলের জন্য কেন্দ্রের তরফে সময় চাওয়া হয়েছিল। তা আদালত মঞ্জুর করেছে। আগামী ১৮ মার্চ এই মামলার শুনানি হবে। সেদিন শুরুতেই এই মামলা কতটা যুক্তিপূর্ণ তা আদালত শুনবে বলে জানিয়েছেন আইনজীবী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৫৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Shekh Saleha Bibi (old name) W/o. Sk Nijamuddin, R/o. Korola, Debanandapur, Polba, Hooghly-712123, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Shekh Saleha Bibi নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Saleha Bibi (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Saleha Bibi & Shekh Saleha Bibi W/o. Sk Nijamuddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬১০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Chittaranjan Addya S/o. Mukta Ram Addya R/o. Jagannathbati, Polba, Hooghly-712102, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, ২০০২ সালে ৫৬/৭ ব্যানার্জ্জী পাড়া লেন, সদর, হাওড়ায় বসবাসকালে আমার পুরাতন ভোটার কার্ডে (Epic No. WB/24/162/054808 issued on 02/02/1995) আমার সঠিক নাম Chittaranjan Addya S/o. Mukta Ram Addya-এর পরিবর্তে Addi Chittaranjan S/o. Muktaram লিপিবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে উপরোক্ত ঠিকানায় বসবাস কালে আমার নতুন ভোটার কার্ডে (Epic No. WOD3010030) আমার সঠিক নাম Chittaranjan Addya S/o. Mukta Ram Addya-এর পরিবর্তে Rabin Patra S/o. Jatindra Patra লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Chittaranjan Addya S/o. Mukta Ram Addya & Addi Chittaranjan S/o. Muktaram & Rabin Patra S/o. Jatindra Patra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬২৫৯ নং এফিডেভিড বলে আমি Nima Bhagat D/o. Dhanu Bhagat, R/o. Rajhat Uttarpara, Rajhat, Polba, Hooghly-712123, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, ২০০৩ সালের ভোটার লিস্টে (AC No. 69, অংশ নাম্বার ১৫১, ক্রমিক নাম্বার ১৪৯, Bishunpur, Gumla, Jharkhand) আমার পিতার সঠিক নাম Dhanu Bhagat S/o. Birsai Bhagat-এর পরিবর্তে Dhanu Oraon S/o. Birsai Oraon লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Dhanu Bhagat S/o. Birsai Bhagat & Dhanu Oraon S/o. Birsai Oraon একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ১৬/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৩১১৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Jakir Hosen ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sekh Golabuddin ও Sk G Hosen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৯/২০১০, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৯৭ নং এফিডেভিড বলে আমি Ujjal Mal S/o. Ram Mal R/o. Goyaljore, Polba, Hooghly, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ভোটার কার্ডে (Epic No. WB/27/190/252062) আমার সঠিক নাম Ujjal Mal S/o. Ram Mal-এর পরিবর্তে Khokan Mal S/o. Ram Mal লিপিবদ্ধ আছে। আমি Ujjal Mal S/o. Ram Mal & Khokan Mal S/o. Ram Mal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে ফেব্রুয়ারি ৬ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার। শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহু র দশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি মহাদশা, মৃতে ত্রীপাদ পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্ম তিথি ও পুজো। ইসলাম রমজান মাস শুরু। দেশনায়ক গোপাল কৃষ্ণ গোখলে প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১৮/০২/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬০০ নং এফিডেভিট বলে Mukti Ojha Kumar (old name) W/o. Srabon Kumar, D/o. Dhirendra Mohan Ojha, R/o. Keota Garbagan, Sahaganj, Hooghly-712104, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Mukti Ojha Kumar নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mukti Ojha (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Mukti Ojha & Mukti Ojha Kumar W/o. Srabon Kumar, D/o. Dhirendra Mohan Ojha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৯/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯৩১৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Soumya Maji ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sakti Pada Maji ও S Maji সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৭/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৩৬৯১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Samir Ali S/o. Abdul Gani Sekh ও Sk. Samir Ali S/o. Sk. A. Gani সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৩৬৮৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhankar Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Krishna Chandra Das ও Lt. K. C. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৮/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬২৮৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sultana Begam (old name) D/o. Sk Ali Hossain, R/o. Namajgram, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sultana Begam নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rakina Khatun (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Rakina Khatun & Rakina Khatoon & Sultana Begam, D/o. Sk Ali Hossain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Md Imran.

নাম-পদবী

গত ০৫/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫১২৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Pulakesh Pandey ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mohanlal Pandey ও Lt. M. L. Pandey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি, Badruddin Sk, পিতা- Lt. Rustam Mandal, ঠিকানা গ্রাম- রতনপুর, পোঃ- মেঘা শিহাড়া, থানা- সাগরদিঘী, জেলা- মুর্শিদাবাদ। বহরমপুর নোটারী পাবলিকের এফিডেভিট দ্বারা Badaruddin Sk নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট নং- ২৭৩৬, তারিখ- 18/02/26, Badruddin Sk ও Badaruddin Sk একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬১৪৪ নং এফিডেভিড বলে আমি Suklal Hansda S/o. Late Mongal Hansda, R/o. Bhaturia, Barunanpara, Polba, Hooghly-712148, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (১২৯ নৈহাটী বিধানসভা, অংশ নাম্বার ৫৪, ক্রমিক নাম্বার ৫৯৯, Epic No. WB/19/129/150677) আমার সঠিক নাম Suklal Hansda-এর পরিবর্তে Lal Hansda লিপিবদ্ধ আছে। আমি Suklal Hansda & Lal Hansda S/o. Late Mongal Hansda সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৭৮৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Jahangir Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Seikh Sahey Nur ও Sk Saheynur Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৭/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৩৭৩২ নং এফিডেভিট বলে আমি Pradyot Kumar Hazra (old name) S/o. Late Madhusudan Hazra, R/o. Manimala Apartment, 18/11, School Lane, Bhadrakali High School, Bhadrakali, Uttarpara, Hooghly-712232, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Pradyot Kumar Hazra নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Pradyot Hazra (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Pradyot Hazra & Pradyot Kumar Hazra S/o. Late Madhusudan Hazra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬২৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Rama Das (old name) W/o. Subrata Das, R/o. 14/21, Vivekananda Road, Babuganj, Shibtala, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Rama Das নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rama Chakraborti (Das) (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Rama Chakraborti (Das) & Rama Das, W/o. Subrata Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Swarnendu Das.

নাম-পদবী

গত ০৩/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৪৩৬২ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Aminuddin S/o. Md Sadeque, R/o. Belpara, Dakshindihi, Jangipara, Hooghly-712706, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার মাধ্যমিক (W.B.B.S.E.) এডমিট কার্ড, মার্কসিট, ও সার্টিফিকেটে আমার পিতার সঠিক নাম Md Sadeque -এর পরিবর্তে Md Abu Sadeque লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পিতা Md Sadeque & Md Abu Sadeque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি, রুবি দত্ত, স্বামী- সুজিত কুমার দত্ত, এফিডেভিট নং 345 Dt. 09/01/26, sworn before Ld. J.M. 1st Class, Barrackpore, জানাচ্ছি যে, গোপাল দে আমার পিতার সঠিক নাম এবং গোপাল দে ও মনীন্দ্র লালা একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নোটীশ

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী শম্ভ বিশ্বাস, পিতা- মৃত জগবন্ধু বিশ্বাস, হাল সাব বাদকুল্লা বজপুকুর পাড়া, পোষ্ট- বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, এ.ডি.এস.আর হাঁসখালী অফিসে বিগত ইং ০৯/০৩/২০১১ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত ২০ ও ২১ নং আমমোক্তার দলিল মূলে গৌর কিশোর সরকার, পিতা- মৃত গোষ্ঠ বিহারী সরকার, সাং উত্তর সুরভীস্থান, পোঃ- বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়াকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী বর্ণিত তপশীল জেলা- নদীয়া। (সাবেক থানা- হাঁসখালী), হাল থানা- তাহেরপুর থানার অন্তর্গত ৪৪ নং বাদকুল্লা মৌজাস্থিত এল.আর ১২৮১/১ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর ২৯১১ ও আর.এস. ৯২৯ নং দাগে ০.০৪০০ একর সম্পত্তি যাহা আমমোক্তারকৃত হইতেছে এই বিষয়ে যদি কাহারো কোনপ্রকার অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগমী ১ মাসের মধ্যে হাঁসখালী B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

নিরুপম বিশ্বাস
এ্যাডভোকেট
কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট কোর্ট।

নাম-পদবী

আমি Obaidur Rahaman, পিতা- Afsar Ali গত ইং 13/02/2026 বহরমপুর নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে আমি Obaidur Rahaman এবং Md. Obaidur Rahaman, পিতা Afsar Ali এবং Md. Afsar Ali এক অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

নাম পরিবর্তন

আমি, **মধুমিতা দে, মধুমিতা রায়** এবং **মধুমিতা দে (রায়)** পিতা - সমীর কুমার দে ও মাতা - রেখা দে এবং স্বামী - রাসবিহারী রায়, ঠিকানা - ২৩৮, বাগান পাড়া, পূর্ব পুটিয়ারী, কলিকাতা-৭০০ ০৯৩, পঃ বঃ। গত ১৬.০২.২০২৬ তারিখে সিএমএম কোর্ট কলিকাতার এফিডেফিট নং. ৩১৮৪ দ্বারা আমি **মধুমিতা রায় দে** নামে পরিচিত হলাম। **মধুমিতা রায় দে, মধুমিতা দে (রায়), মধুমিতা রায়** ও **মধুমিতা দে** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT

I, CHANDANI PANDEY W/O Sri Rohit Pandey and D/O Devi Shankar Dubey residing at P-40, Senhati Colony, P.S. - Behala, Kolkata - 700034 do hereby declare vide affidavit no. 22415 before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore dated 16.02.2026 that I am the daughter of Sri Devi Shankar Dubey but by mistake, my name has been recorded in my earlier documents as Chandravati Dubey. In my Aadhar card, my correct name CHANDANI PANDEY is written. After my marriage with Rohit Pandey, my surname has been changed from Dubey to Pandey. Chandravati Dubey and Chandani Pandey is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Gour Chandra Das, resident of Madhyapara, Ghoshpara, Nischinda, Howrah - 711227, vide affidavit no. 5317 dated 16.02.2026 before 1st Class Judicial Magistate, Kolkata state that my name erronously recorded in Discharge paper of my spouse and birth certificate (DOB - 30/09/1987) of my son as Gour Das, henceforth declare that Gour Das and Gour Chandra Das is same person.

NOTICE OF DISSOLUTION

Notice is hereby given to all that **Prasanta Memorial Radha Govinda Ji Mandir**, Barasat, Nandipara, a public charitable trust registered under Indian trust Act 1882, before the A.R.A-II, Kolkata on 31st January, 2025, vide deed no. 195 of 2025 under Book No. IV. Its registered office has not yet created safe & except settler's address due to not having a Bank A/c and created its Pan Card as well and for which no liabilities, commensurate, by this trust, settler **Sourav Kumar Chakraborty** more over any person having any claim against the trust Dissolution/closer, must submit in writing to the settler within 7 days of publication otherwise it will be treated as Dissolute/ closed.

Sourav Kumar Chakraborty
Settler of Trust

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী মানিক পাল** পিতা ৺অনিল কুমার পাল, সাকিম ভান্ডারহাটী, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০১, **২)শ্রীমতী পিয়ালী দাস** স্বামী শ্রী তুষার কান্তি দাস, পিতা ৺অনিল কুমার পাল, সাকিম বড়নীলপুর, শ্রীপল্লী, বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১০৩, **৩)শ্রীমতী মিতালী পাল** স্বামী শ্রী গোবিন্দ পাল, পিতা ৺বিশ্বনাথ পাল, সাকিম বাবুরভেড়ী, দেওয়ানভেড়ী, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১০/০৭/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02702/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী তরুন কুমার পাল**, পিতা ৺বিশ্বনাথ পাল, সাকিম নওপাড়া, নালিকুল, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে আমার মক্কেল সম্পত্তির অপর শরিক **শ্রী বৈদ্যনাথ পাল** পিতা ৺গোবিন্দ চরন পাল ওরফে গোবন্দ চন্দ্র পাল মহাশয়ের সহিত যৌথ ভাবে <u>তপশীল</u>- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা মালিয়া, ১২৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৩৫ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৪৮৬/২৮৫৫ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৭ শতক তন্মধ্যে ৬.৩৭ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ১৫/১২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-04721/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী চন্দ্রীমা নাড়ু** স্বামী শ্রী শিবরাম নাড়ু, সাকিম মুশাপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী চন্দ্রীমা নাড়ু** স্বামী শ্রী শিবরাম নাড়ু, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**,
চন্দননগর আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমার **মক্কেল প্রিয়ব্রত সরকার** (পিতা–ক্ষীরদ বিহারী সরকার) বিগত ৪/০১/২০১১ তারিখে বারাসাত জেলা নিবন্ধন অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১১ নং আমমোক্তারনামা দলিল মোতাবেক **মনোজ কুমার সিং**-মালিকগনের পক্ষে নিযুক্তি আমমোক্তার **শ্রী বাবলু বিশ্বাস**, মহাশয়ের নিকট হইতে ০.০১২০ শতক জমি খরিদ করেন, যাহার মৌজা–বালিদা, জে.এল–৩৭, এল.আর–২৩৪৫ খতিয়ানভুক্ত, এল আর দাগ–৪১ ক্রয় করেছেন। যদি কারোর আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে বি. এল.এন্ড এল.আর অফিস, বারাসতে যোগাযোগ করুন।

কেকা দাস, অ্যাডভোকেট,
District Judges' Court, Barasat.
মোবাইল : ৬২৯০৪৬৮৪৪৮

বিজ্ঞপ্তি

বহরমপুর জেলা জজ আদালত
<u>মোঃ নং ২৯/২০২৫ গার্জেনশীপ</u>
দরখাস্তকারীঃ সিরাজুল ইসলাম সেখ
-বনাম-
প্রতিপক্ষঃ- আব্দুল ওহাব সেখ,

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী সিরাজুল ইসলাম সেখ, পিতা-আব্দুল ওহাব সেখ, সাং-মাদারতলা, পোঃ ও থানা- হরিহরপাড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ তাহার নাবালক পুত্র রাহুল ইসলামের নিম্ন বর্নিত সম্পত্তি বিষয়ে অভিভাবক নিযুক্ত হইবার জন্য U/s 7 & 8 of Guardian and Wards act, 1890 বিধান মতে একটি মোকার্দ্দমা করিয়াছেন। এ বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি বা বক্তব্য থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিজে স্বয়ং অথবা কোনো আইনজীবী মারফৎ উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা একতরফা শুনানী হইবে।

<u>তপশীল</u>

জেলা- মুর্শিদাবাদ, থানা ও মৌজা- হরিহরপাড়া, খতিয়ান নং-৩৯৮৯, দাগ নং-১৬৭/২১০, রকম-আমন, পরিমান- ৬.৬৬৫ শতক।

অদ্য সন ২০২৬ সালের ১০/২ তারিখে আদালতের স্বাক্ষর ও শীলমোহর যুক্ত অত্র নোটিশ প্রদান করা হইল।

অনুমত্যানুসারে
সুধীল সর্দার
সেরেস্তাদার
বহরমপুর জেলা জজ আদালত

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **১)শ্রী গোপাল চন্দ্র অধিকারী**, পিতা - ৺বিজয় চন্দ্র অধিকারী, **২)শ্রী তারক অধিকারী, ৩)শ্রী শম্ভু অধিকারী, ৪)শ্রী ভোলানাথ অধিকারী, ৫)শ্রী কালীচরণ অধিকারী, ৬)শ্রী সুকুমার অধিকারী, ৭)শ্রী নিমাই অধিকারী**, সকলের সাকিম মহেশপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী, **৮)শ্রীমতী আরতি অধিকারী** স্বামী নিতাই চন্দ্র অধিকারী, সাকিম ১১৪/সি, ঠাকুরবাটী স্ট্রীট, মাহেশ, শ্রীরামপুর, হুগলী, **৯)শ্রীমতী ভারতী নাগা (অধিকারী)** স্বামী নিতাই অধিকারী, সাকিম ন-পাড়া, চন্দননগর, হুগলী, **১০)শ্রীমতী সন্ধ্যা অধিকারী** স্বামী সাধন অধিকারী, সাকিম চারমন্দিরতলা, চন্দননগর, হুগলী, ২-১০ সকলের পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র অধিকারী, **১১)শ্রী জগবন্ধু অধিকারী**, পিতা ৺বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী, সাকিম মহেশপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৮/১২/২০১১ তারিখে ডি.এস.আর.-I হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00220/2011 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং **১২)শ্রী বেচু রায়, ১৩)শ্রী কালিপদ রায়, ১৪)শ্রী গণেশ রায়, ১৫)শ্রী সুকুমার রায়, ১৬)শ্রী সমীর রায়,** সকলের পিতা তারাপদ রায়, সকলের সাকিম মহেশপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী মহাশয়গণ বিগত ইং ০৬/০৩/২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00069/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী স্বপন মন্ডল**, পিতা ৺মনোরঞ্জন মন্ডল, সাকিম মহেশপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি, **<u>তফশীল</u>**- জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা মহেশপুর, জে. এল. নং ৭৬, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৭৫১ নং দাগে, হাল এল.আর. ৯৪ ও ১৬৪ নং খতিয়ান হইতে ১ কাঠা ২ ছটাক ২৪ বর্গফুট সম্পত্তি ও সাবেক তথা হাল এল.আর. ৭৫৪ নং দাগে, হাল এল.আর. ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯০৯ ও ৯১০ নং খতিয়ান হইতে ৫ ছটাক ২১ বর্গফুট সম্পত্তি, একুনে দুইটি দাগে, ৭টি খতিয়ান হইতে মোট ০১ কাঠা ০৮ ছটাক কলাবাগান সম্পত্তি বিগত ইং ০৯/০২/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-05041/2016 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রীমতী উমা পাল**, স্বামী তিনকড়ি পাল, সাকিম লেলিন নগর, চুঁচুড়া স্টেশন রোড, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী উমা পাল**, স্বামী তিনকড়ি পাল, তাহার উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি - **শ্রী স্বপন মন্ডল (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **তারান্নুম আরা**, স্বামী মহঃ মইনুদ্দিন আনসারী, হাল সাকিম চক্ বাঁশবেড়িয়া বড়পাড়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয় বিগত ইং ১২/০৪/২০১৮ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV–00186/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **মহম্মদ মইনুদ্দিন আনসারী**, পিতা মহম্মদ ইদ্রিস, সাকিম চক্ বাঁশবেড়িয়া বড়পাড়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল, **<u>তপশীল</u>**– জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা খামারপাড়া, জে.এল. নং ২২, হাল এল. আর ২৭৮৬ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ১৮৫১ নং তথা হাল.এল.আর. ২৪৭৭ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় কমবেশী ০.০৩১ একর বা ০১ কাঠা ১৪ ছটাক সম্পত্তি বিগত ইং ১৭/১২/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-13194/2019 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী তপন সাহা**, পিতা শ্রী জীতেন সাহা, সাকিম সূর্য্যনগর বি গ্রুপ, নাসরা, রানাঘাট, নদীয়া-৭৪১২০২, মহাশয়কে বিক্রয় করেন।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত খরিদা সম্পত্তি **শ্রী তপন সাহা** মহাশয় তাহার নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই বিগত ইং ১৬/০৭/২০২০ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-04109/2020 নং শুভ দানপত্র দলিল মূলে **১)নাবালক শ্রীমান সৌরভ সাহা** পিতা শ্রী তপন সাহা-এর পক্ষে স্বাভাবিক গার্জেন মাতা ও স্বয়ং **২)শ্রীমতী রুবি সাহা** স্বামী শ্রী তপন সাহা, উভয়ের সাকিম বাঁশবেড়িয়া দক্ষিণপাড়া মেন রোড, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়/মহাশয়াকে তাহার খরিদা ০১ কাঠা ১৪ ছটাক সম্পত্তির মধ্যে কমবেশী ১৪ ছটাক সম্পত্তি দানপত্র করিয়া দেন। আরও প্রকাশ থাকে যে, **শ্রীমতী রুবি সাহা** স্বামী শ্রী তপন সাহা, তাহার উক্ত শুভ দানপত্র দলিল মূলে প্রাপ্ত ০.০০৭ একর বা ০৭ ছটাক সম্পত্তি তাহার নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই বিগত ইং ২৯/০৭/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-09983/2025 নং শুভ দানপত্র দলিল মূলে তাহার পুত্র **শ্রী তাপস সাহা** পিতা শ্রী তপন সাহা, সাকিম খামারপাড়া শিবতলা লেন, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়কে দানপত্র করিয়া দেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান গ্রহীতা **শ্রী তাপস সাহা** পিতা শ্রী তপন সাহা, তাহার উক্ত শুভ দানপত্র দলিল মূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী**

পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের পদোন্নতি সংক্রান্ত নিয়মের বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্তের শিলমোহর পড়ার এক দিনের মধ্যেই তা কার্যকর করার বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য সরকার। বুধবার কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক দপ্তরের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস (এগজিকিউটিভ) আধিকারিকদের পদোন্নতি সংক্রান্ত নিয়মে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন আনা হয়েছে। নির্দিষ্ট শর্তপূরণ সাপেক্ষে এখন থেকে ডব্লিউবিসিএস (এগজিকিউটিভ) আধিকারিকদের সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট বা সাব-ডিভিশনাল অফিসার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন বিধান কার্যকর হবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সংবিধানের ৩০৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্যপাল এই সংশোধনী অনুমোদন করেছেন। ২০২১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জারি হওয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (এগজিকিউটিভ) অফিসার্স (পে) রুলস, ২০২১-এ এই পরিবর্তন আনা হয়েছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ডব্লিউবিসিএস (এগজিকিউটিভ) আধিকারিক টানা পাঁচ বছর সন্তোষজনক ভাবে দায়িত্ব পালন করলে তাঁকে এসডিএম বা এসডিও পদে পোস্টিংয়ের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। এই পাঁচ বছরের মধ্যে প্রবেশন পর্ব এবং ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার বা সমমানের পদে কর্মরত থাকার সময়কালও গণ্য হবে। তবে বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, এই পদোন্নতি সম্পূর্ণ

ভাবে রাজ্য সরকারের প্রয়োজন এবং সংশ্লিষ্ট শূন্যপদের উপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ, পাঁচ বছর পূর্ণ হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসডিএম বা এসডিও পদে নিয়োগ মিলবে না, প্রয়োজন অনুসারে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। রাজ্যপালের আদেশক্রমে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব। প্রশাসনিক মহলে মনে করা হচ্ছে, এই সংশোধনের ফলে তরুণ ও যোগ্য ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের উচ্চতর দায়িত্বপূর্ণ পদে উন্নীত করার পথ আরও সহজ হতে পারে।

'আমার বিধাননগর' দলের নেতৃত্বে দেবাশিস সেন, আইএএস (অবসরপ্রাপ্ত) যাঁরা বিধাননগরের মধ্যমেয়াদী ভবিষ্যৎ - ভিশন ২০৩০'র জন্য একটি শ্বেতপত্র বিধাননগর পুর কর্পোরেশনের (বিএমসি) মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী এবং বিএমসির কমিশনার সুজয় সরকার, আইএএস-এর কাছে জমা দিয়েছেন। শ্বেতপত্রে বিধাননগরের ভবিষ্যতের ওপর আয়োজিত একটি সেমিনারে বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং সুপারিশের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

সিইও দপ্তরে শাসক দলের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার সিইও দপ্তরে গিয়ে শাসক দলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল সিইও মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠক করে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ জমা দেয়। প্রতিনিধিদের দাবি, সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে গোপন বার্তার মাধ্যমে কমিশনের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা স্বচ্ছতা ও আইনি প্রক্রিয়াকে খর্ব করছে। তাঁদের আরও অভিযোগ, বিশেষ রোল অবজার্ভার সি. মুরুগন একটি হোয়াটসঅ্যাপ গোষ্ঠীতে জন্মসনদ অগ্রাহ্য করার নির্দেশ দিয়েছেন, যা আইনসম্মত নথির মর্যাদাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলছে। পাশাপাশি প্রতিনিধি দলের বক্তব্য, মাইক্রো অবজার্ভারদের সহায়ক ভূমিকার সীমা লঙঘন করে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যাতে ভোটারদের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক অভিযোগ হিসেবে তাঁরা জানায়, রোল অবজার্ভারদের লগইন তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। দ্রুত হস্তক্ষেপ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও তোলা হয়েছে।

চাকরি নেই, পরিষেবা বিপর্যস্ত, মানুষ দিশাহারা, তোপ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে প্রশাসনিক কার্যকলাপ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে তীব্র সংশয় প্রকাশ করলেন বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, সরকারি যন্ত্রের একটি অংশ নিরপেক্ষতার সীমা অতিক্রম করে বিরোধীদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। তদন্ত প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন।

ভোট বর্জনের প্রবণতার বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, ভোট না দিলে প্রতিবাদ হয় না। পরিবর্তন চাইলে ভোটকেন্দ্রে যেতে হবে। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর আহ্বান, পাড়া-পড়শির বাড়িতে গিয়ে বোঝান, গণতন্ত্রে ব্যালটই শক্তি। শাসকদলের কাজের ধরন প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, চেহারা বদলালেই চরিত্র বদলায় না। বিভিন্ন জেলায় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ঘিরে যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, তা জনমনে অনাস্থা বাড়াচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও পরিষেবা ব্যবস্থা নিয়েও সরব হন সুকান্ত। তাঁর কথায়, চাকরি নেই, পরিষেবা বিপর্যস্ত, মানুষ দিশাহারা। যুবসমাজের উদ্দেশে ঘোষিত কর্মসূচিগুলির আর্থিক ভিত্তি নিয়েও প্রশ্ন তুলে বলেন, প্রকল্পের কথা শোনা যায়, কিন্তু অর্থের উৎস স্পষ্ট নয়। সবশেষে রাজ্যের অর্থনীতি নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়ে তাঁর মন্তব্য, এই ধারা চলতে থাকলে উন্নয়ন থমকে যাবে। রাজনৈতিক মহলে তাঁর এই আক্রমণকে আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি বলেই মনে করা হচ্ছে।

শালিমারে লাইনচ্যুত লোকাল, থমকাল ট্রেন চলাচল

নিজস্ব পরতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার শালিমার রেল স্টেশন-এ বড়সড় রেল বিপত্তি। স্টেশনে প্রবেশের মুহূর্তে একটি খালি লোকাল ট্রেনের বগি হঠাৎ রেলপথ ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের মুখে। মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়ায় চত্বরে, যদিও ট্রেনটিতে যাত্রী না থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক ওমপ্রকাশ চরণ জানান, ট্রেনটি পরিষেবা শুরুর আগেই ইয়ার্ড থেকে আনা হচ্ছিল। কোনও যাত্রী ছিলেন না। উদ্ধারকাজ দ্রুত শুরু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কারিগরি ত্রুটি নাকি অন্য কোনও কারণ; সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রেল সূত্রে খবর, লাইন থেকে সরে যাওয়ার পর বগিটি প্ল্যাটফর্মের গায়ে আঘাত করে। ধারের কংক্রিটের অংশে ফাটল ধরেছে। আপাতত তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ওঠানামা বন্ধ রাখা হয়েছে। ঘটনাস্থলে রেলের প্রকৌশলীরা উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছেন। দ্রুত স্বাভাবিক পরিষেবা ফেরানোর চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৬ ফাল্গুন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার

ভিনরাজ্যে কলকাতা পুলিশের অভিযান, অস্ত্র তৈরির কারখানার হদিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে কলকাতা পুলিশের অভিযানে মিলল সাফল্য। এই অভিযান চালানো হয় ভাগলপুরে আর সেখানেই মেলে গোপন অস্ত্র কারখানার হদিশ। শুধু তাই নয়, সেখান থেকে বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা প্রমাণ করে যে অস্ত্র পাচারের চক্র কতটা গভীরভাবে সংগঠিত।

লালবাজার সূত্রে খবর, এই অভিযানটি ছিল কলকাতা পুলিশের এসটিএফ, বিহার এসটিএফ এবং স্থানীয় মধুসূদনপুর থানার একটি যৌথ উদ্যোগ। গোপন সূত্রে পাওয়া নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ একটি বাড়িতে হানা দেয়। প্রথমে বাড়ির নিচতলায় একটি সাধারণ স্পিনিং মিল দেখা গেলেও তার আড়ালে চলছিল বড়সড় অস্ত্র তৈরির কারখানা। এই কারখানায় তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ উদ্ধার করে ২০টি সেমি ফিনিস ৭.৬৫ এমএম

পিস্তল, ৮টি পিস্তল ব্যারেল, লেদ মেশিন, ড্রিল মেশিন এবং আরও বহু অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম। এরপরই বাড়ির মালিক মহম্মদ নাসির আনসারি-সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হলেন মহম্মদ মোনাজির, সাদ্দাম, মহম্মদ আসলাম ওরফে টিংকু, মহম্মদ সামশের আলম ওরফে ছটু এবং মহম্মদ শেহনেওয়াজ। জানা গেছে, তারা সবাই ওই কারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিল। পাশাপাশি লালবাজার সূত্রে এও জানানো হয়েছে, এর আগে গড়িয়াহাট এলাকায় একটি অটো থেকে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল, যা গয়া থেকে কলকাতায় পাচার হচ্ছিল। সেই ঘটনার সূত্র ধরেই তদন্তকারীরা আরও তথ্য হাতে পান এবং ভাগলপুরে এই অভিযান চালান।

এই ঘটনাগুলো স্পষ্ট করে দেয় যে ভোটের আগে অস্ত্র পাচারের চেষ্টা বাড়ছে এবং এর পিছনে বড় কোনও চক্র সক্রিয় রয়েছে। পুলিশ এখন ধৃতদের জেরা করে খতিয়ে দেখছে, এর পিছনে কোনও বড় মাথা আছে কিনা এবং অস্ত্র পাচারের মূল নেটওয়ার্ক কতটা বিস্তৃত। সব মিলিয়ে বলা যায়, কলকাতা পুলিশের সতর্কতা এবং দ্রুত পদক্ষেপ বাংলার ভোটের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করছে। এই অভিযান শুধু অস্ত্র পাচার রুখতেই নয়, বরং ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এক বড় পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর তৃণমূল বলবে আর ভোটে লড়ব না: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটে কোনও নির্দেশ জারি করা হয়নি; সেখানে কেবল নিয়ম সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কমিশনের দাবি, প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাখ্যা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে মাত্র। পাশাপাশি কোন সূত্রে গ্রুপের তথ্য বাইরে ছড়াচ্ছে, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

এই আবহে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষের সুরে বলেন, একটা কথাই বলব, দেখবি আর জ্বলবি, লুচির মতো ফুলবি। ব্রেকফাস্টে গিয়েছে ৫৮ লক্ষ, লাঞ্চে প্রায় ১১ লক্ষ চলে গিয়েছে। আর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা যখন হবে, সূর্য ডুববে। বিকেলের চা, সঙ্গে বিস্কিট বা সিঙ্গাড়া থাকবে। তারপর তৃণমূল বলবে, আর ভোটে লড়ব না। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির বৈধ ভোটারদের নামও বাদ পড়ছে। জবাবে শুভেন্দুর বক্তব্য, আমাদের ভোটার নিয়ে ওদের ভাবতে হবে না। ওদের অসুবিধা কী? আমাদের ভোটার বাদ গেলে ওদের তো খুশি হওয়া উচিত! এত টুইট, কালো চাদর, ভূত সাজা, এইসবের দরকার নেই তো! প্রতিদিন নবান্নে বসে চিৎকার চেঁচামেচি করছেন। পায়ে কাঁটা ফুটলে যেমন লাফায়, ঠিক সেই ভাবে লাফাচ্ছেন।

এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ক্রিনশট প্রকাশ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তোলেন, এভাবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কি অমান্য করা যায়? দেশের সর্বোচ্চ আদালত বার বার স্বচ্ছতা, সঠিক প্রক্রিয়া এবং সরকারি ভাবে

যোগাযোগ রক্ষার কথা বলেছে। তারপরও আমরা দেখতে পাচ্ছি, আনুষ্ঠানিক, সন্ধানযোগ্য, দায়িত্বশীল প্রক্রিয়ার পরিবর্তে, হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আরও উদ্বেগজনক রিপোর্ট উঠে আসছে যে, নাম মোছা বাড়াতে, স্পেশ্যাল রোল অবজার্ভার সি মুরুগান জন্মের শংসাপত্র নিয়ে মাইক্রো অবজার্ভারদের সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশ দিচ্ছেন।

অন্যদিকে, ভগবানপুরে মনীষীদের মূর্তি ভাঙচুর, তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুললেন শুভেন্দু। পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর ২ ব্লকের গড়বাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি পুরনো ক্লাব ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের সূচনা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। সামাজিক মাধ্যমে তিনি অভিযোগ তোলেন, শাসকদলের এক অঞ্চল নেতৃত্ব স্থানীয় একটি ক্লাবঘর খালি করাতে চেয়ে রাতের অন্ধকারে সেখানে স্থাপিত মনীষীদের আবক্ষ মূর্তি নষ্ট করার ঘটনায় যুক্ত।

ওই ক্লাবটি প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এলাকায় সক্রিয় ছিল বলে দাবি। শুভেন্দুর কথায়, অর্থের লোভ দেখলেই এদের বিবেক কাজ করে না। মনীষীদের সম্মানও তখন বিসর্জন যায়। তিনি আরও লেখেন, বাঙালির আত্মসম্মানের কথা বললেও বাস্তবে মুনাফাই এদের একমাত্র লক্ষ্য।

অভিযোগ অনুযায়ী, প্রতিবাদে সরব হন গ্রামবাসীরা। তাঁদের তৎপরতায় অভিযুক্তরা সরে পড়ে বলে দাবি করা হয়েছে। স্থানীয়দের পক্ষ থেকে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানানো হয়েছে, যদিও এখনো পর্যন্ত সরকারি পদক্ষেপের খবর মেলেনি। ভাঙচুর করা হয় স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের মূর্তি। শুভেন্দুর মন্তব্য, এই অপমানের জবাব আইন ও গণতান্ত্রিক পথেই দেওয়া হবে। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হয়েছে জেলাজুড়ে।

ভোটার তালিকায় গাফিলতি, চাপ বাড়াল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে একাধিক অনিয়ম ধরা পড়ায় চাপে প্রশাসন। বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে উঠে আসছে, প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র ছাড়াই বহু আবেদন অনুমোদনের ছাপ পেয়েছে। পরে সেই একই নাম আবার পুনর্বিবেচনার তালিকায় ঢুকে পড়ছে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়ে।

নির্বাচনী নথি পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য অসম্পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসাররা যাচাই সম্পন্ন বলে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তী স্তরে অসঙ্গতি ধরা পড়ায় রোল পর্যবেক্ষকদের লগ-ইন থেকে সেই নামগুলিকে পুনরায় খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। একটি জেলায় এক রাতের ব্যবধানে এমন আবেদনকারীর সংখ্যা কয়েক হাজারে পৌঁছেছে বলে সূত্রের দাবি।

অভিযোগ উঠেছে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে আসা বহু নামের ক্ষেত্রেই এমন জটিলতা তৈরি হচ্ছে। যদিও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, নির্ধারিত নথির বাইরে কাগজ জমা পড়লে বা সংযুক্ত প্রমাণ না মিললে ত্রুটি থেকেই যেতে পারে। যাচাই প্রক্রিয়ায় অসঙ্গতি থাকলে তা সংশোধন করা হচ্ছে। এদিকে একাধিক ক্ষেত্রে জন্মতারিখ ও নথিভুক্তির সময়ের অসামঞ্জস্যও সামনে এসেছে। কমিশন আনুষ্ঠানিক মন্তব্য না করলেও, দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগে কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সম্ভাব্য নাম বাদ পড়ার আশঙ্কায় উদ্বেগ বাড়ছে রাজনৈতিক মহলে।

ব্যারাকপুরে আক্রান্ত অবসরপ্রাপ্ত নৌসেনা কর্মী, ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মাংস কিনতে এসে আক্রান্ত হলেন অবসরপ্রাপ্ত এক নৌসেনা কর্মী। বুধবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে, ব্যারাকপুর মোহনপুর থানার মোহনপুর মোড়ে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে একটি খাসির মাংসের দোকানে। আক্রান্ত অবসরপ্রাপ্ত নৌ সেনা কর্মী ৬০ বছরের দীপঙ্কর সরকার সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যদিও মোহনপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত ২৫ বছর বয়সি শ্যাম পাসোয়ান নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে মোহনপুর পঞ্চাননতলার বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত নৌ সেনা কর্মী দীপঙ্কর সরকার মাংস কিনতে এসেছিলেন। সেখানে হাজির হয় ওই যুবক। অভিযোগ, কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাংসের দোকানে থাকা একটি চপার তুলে নিয়েই দীপঙ্কর বাবুর পেটে ঢুকিয়ে দেয় ওই যুবক। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে ব্যারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাঁকে ব্যারাকপুর সেনা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত যুবককে পাকড়াও করেছে। ঘটনা নিয়ে মোহনপুর পঞ্চায়েতের

প্রধান নির্মল কর জানান, আক্রান্ত অবসরপ্রাপ্ত নৌ সেনা কর্মীর সঙ্গে অভিযুক্ত যুবকের কোনও যোগাযোগই নেই। দু'জনেই কেউ কাউকে চেনেও না। তাঁর দাবি, নেশাখোড় যুবক হঠাৎ মাংসের দোকান থেকে চপার তুলে নিয়ে ওই নিরীহ ব্যক্তির পেটে ঢুকিয়ে দেয়। পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্ত যুবকের মা শান্তি দেবী বলেন, মাঝে মধ্যেই ছেলের মাথা খারাপ হয়ে যায়। সেইজন্য বেশিরভাগ সময় ওকে ঘরে আটকে রাখা হয়। তাঁর দাবি, পাঁচ-ছয়দিন ধরে ছেলে অত্যাধিক পাগলামি করছিল। এদিন সকালে নজর এড়িয়ে ছেলে কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, তা তিনি জানেন না। পরে তিনি জানতে পারেন, মাংসের দোকানে ছেলে একজনকে মেরেছে।

সরাসরি কর্মসংস্থানের দাবিকে সামনে আনতে চায় বিজেপির 'যুব আড্ডা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: 'যুবসাথী'-র মাধ্যমে যে বার্তা ছড়ানো হচ্ছে, তার বিপরীতে বিজেপি-র যুব-রা সরাসরি কর্মসংস্থানের দাবিকে সামনে আনতে চায় যুব আড্ডার মাধ্যমে। যাদবপুরের ৮বি বাসস্ট্যান্ড চত্বরে বুধবার আয়োজিত হল বিজেপির যুব আড্ডা কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আয়োজন করে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার যাদবপুর শাখা। উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি ডঃ ইন্দ্রনীল খাঁ। সঙ্গে ছিলেন দীপ বিশ্বাস, সায়ন লাহিড়ী সহ অন্যান্য সদস্যরা।

মঞ্চ থেকে তাঁদের বক্তব্য, ভাতা দিয়ে নয়, স্থায়ী চাকরির সুযোগ তৈরি করেই যুব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

যুবসাথী প্রকল্পকে কটাক্ষ করে তাঁরা দাবি করেন, এতে সাময়িক আর্থিক সহায়তা মিললেও দীর্ঘমেয়াদে তা আত্মনির্ভরতার পথ দেখাবে না।

মা নয়, সন্তানকে বড় করার দায়িত্ব বাবার কাঁধে দিল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা : মা না বাবা কার কাছে নিরাপদে থাকবে শিশু তা নিয়েই মামলা গড়ায় হাইকোর্টে। আর এই মামলায় সন্তান লালনে মায়ের চিরায়ত ভূমিকার বিপরীতে হেঁটে যুগান্তকারী রায় দিল হাইকোর্ট। বাবার কাঁধেই ন্যস্ত হল সন্তানকে 'মানুষ' করার ভার। এদিকে নিম্ন আদালত রায় দিয়েছিল, শিশুর দায়িত্ব থাকবে মায়ের কাছে। তবে কলকাতা হাইকোর্ট হাঁটল উলটোপথে। সন্তানের হেপাজতের প্রশ্নে ভারতীয় আইন মূলত গার্ডিয়ান অ্যান্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট ১৮৯০ এবং হিন্দু মাইনরিটি অ্যান্ড গার্ডিয়ানশিপ অ্যাক্ট ১৯৫৬ এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই আইনগুলোতে বলা হয়েছে, শিশুর হেপাজতের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে বিবেচ্য বিষয় হল 'ওয়েলফেয়ার অফ দ্য চাইল্ড' বা শিশুর সর্বোচ্চ কল্যাণ। অর্থাৎ, মা বা বাবার সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা আর্থিক অবস্থার চেয়ে শিশুর মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক বিকাশকে আদালত প্রধান্য দেয়। এদিকে প্রচলিতভাবে আদালত মনে করে, বিশেষ করে অল্প বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে মায়ের কাছে থাকা অধিকতর নিরাপদ। হিন্দু মাইনরিটি অ্যান্ড গার্ডিয়ানশিপ অ্যাক্ট অনুসারে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুর হেপাজত সাধারণত মায়ের কাছেই থাকে। আর আইন অনুযায়ী বাবা ন্যাচারাল গার্ডিয়ান হলেও, আদালত শিশুর কল্যাণের স্বার্থে মায়ের কাছে হেপাজত দিতে পারে।

তবে এই মামলায় নিম্ন আদালত প্রচলিত ধারা অনুসরণ করে শিশুর দায়িত্ব মায়ের হাতে তুলে দিয়েছিল। যুক্তি ছিল, মা উচ্চ শিক্ষিতা এবং বাবার পেশা মাছ ব্যবসা। কিন্তু হাইকোর্ট বলেছে, শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পেশা একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বাবা-মায়ের মধ্যে ইগো লড়াই চলছে এবং এই পরিস্থিতিতে শিশুর মানসিক নিরাপত্তা বাবার কাছে থাকলেই বেশি সুরক্ষিত হবে। আর এই রায় স্পষ্ট করেছে যে আদালত 'ওয়েলফেয়ার প্রিন্সিপল'কেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে। ফলে প্রচলিত ধারণা; 'মায়ের কাছে শিশুই নিরাপদ'; এখন আর এই ভাবনা অটল নয়। আদালত বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাবাকেও সমান দায়িত্বশীল অভিভাবক হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, নিম্ন আদালত রায় দেওয়ার আগে যুক্তি দিয়েছিল, মায়ের অপূর্ণতা দাগ কাটতে পারে শিশুমনে। তবে সেই বক্তব্য মানতে নারাজ কলকাতা হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতের রায়কে স্থগিত করে বাবাকেই শিশুর দেখভালের দায়িত্ব দিলেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। কোর্টের রায়, শিক্ষিকা মা নয়, বরং শিশু সন্তান থাকবে মাছ ব্যবসায়ী বাবার কাছেই। এর পাশাপাশি আদালত রায়ে আরও জানিয়েছে, এদিন হাইকোর্টের রায়ে আপাতত মা প্রতি সপ্তাহে শনিবার বিকেলে ছেলেকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন। রবিবার সন্ধে সাতটায় বাবার বাড়িতেই ফেরাতে হবে ছেলেকে। আর বাবা-মায়ের বয়স যেহেতু কম, তাই সব বিবাদ মিটিয়ে নিয়ে আপাতত হাইকোর্টের কাউন্সেলিং কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে তাঁদের।

রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আদালতের নির্দেশে স্বস্তিতে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বস্তিতে রাজ্য। রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের শারীরিক উচ্চতা যাচাই পরীক্ষা পুনরায় গ্রহণের একাধিক আবেদন জমা পড়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। বুধবার এই আবেদনগুলি খারিজ করে দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এই সিদ্ধান্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত, নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রায় ৪৩ হাজার প্রার্থী ফিজিক্যাল

মেজারমেন্ট টেস্ট বা পিএমটি-তে বাদ পড়েন। তাঁদের উচ্চতা অটোমেটিক স্টেডিও মিটার ব্যবহার করে মাপা হয়েছিল। আদালতের মতে, একই মানদণ্ডে সবার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। যদি কয়েকজনকে পুনরায় সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নতুন করে জটিলতা তৈরি হবে এবং প্রক্রিয়া বিলম্বিত হবে। এদিকে আবেদনকারীদের দাবি ছিল, পরীক্ষার দিন ব্যাপক বিশৃঙ্খলা হয়েছিল এবং তাঁদের বক্তব্য শোনা হয়নি। তবে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, প্রত্যেক প্রার্থীকে সেদিনই আপিলের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা সেই সুযোগ গ্রহণ না করায় পরবর্তীতে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। রাজ্যের পক্ষ থেকে আইনজীবী বিমল কুমার শাহি যুক্তি দেন যে, প্রায় ৩৯ হাজার প্রার্থী এই পর্যায়ে বাদ পড়েছেন। যদি আদালত ফের উচ্চতা মাপার নির্দেশ দেয়, তাহলে নতুন করে 'ফ্ল্যাডগেট' খুলে যাবে এবং সবাই আপিল করতে আসবে। এর ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও পিছিয়ে যাবে। আদালত এই যুক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে আবেদন খারিজ করে দেয়। ফলে হাইকোর্টের এই নির্দেশ রাজ্য সরকারের কাছে স্বস্তিদায়ক। কারণ, এর আগে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত নম্বর প্রকাশ এবং কয়েকজন প্রার্থীর উচ্চতা পুনরায় যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে রাজ্য ইতিমধ্যেই ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেছে। চলতি সপ্তাহে সেই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পশ্চিমি ঝঞ্ঝার জেরে দক্ষিণবঙ্গ-সহ কলকাতায় বাড়বে তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এখনও পর্যন্ত রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় এক থেকে দুই ডিগ্রি নিচে রয়েছে বেশ কয়েকটি জেলায়। তবে এবার তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কিছুটা বাড়বে। সপ্তাহের শেষদিকে এক ধাক্কায় দু' থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া অফিস। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, শুক্রবার থেকে রবিবারের মধ্যে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার তাপমাত্রা ১৮ থেকে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেড়ে পৌঁছতে পারে ৩০ ডিগ্রিতে। উপকূলবর্তী জেলার তাপমাত্রা ১৭ থেকে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে বলেই খবর। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১৫ থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। আর এরজন্য দায়ী করা হচ্ছে মূলত পশ্চিমি ঝঞ্ঝাকে। এর জন্যই উত্তরে হাওয়ার জোগানে পড়েছে কোপ। যার ফলে রোদের তেজে আরও বাড়বে বলছে আবহাওয়া অফিস। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফে এও জানানো হয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এলাকার নিম্নচাপ শক্তি বাড়াচ্ছে। এটি শক্তিশালী হয়ে পূর্ব ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করবে। তবে এর জেরে বৃষ্টি হবে কি না তা এখনও জানা যায়নি। তবে চলতি সপ্তাহে কোনও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই।

এর পাশাপাশি আলিপুরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় এক থেকে দুই ডিগ্রি মতো নীচে রয়েছে। তবে সেটাও ধীরে ধীরে কিছুটা বাড়বে। সপ্তাহের

শেষের দিকে দু-তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। আর পশ্চিমের জেলা যেমন-বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামে তাপমাত্রা ১৫ থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাপমাত্রা পৌঁছে যাবে।

সকালের দিকে হালকা শিশির কিংবা কুয়াশা। কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া। এই সপ্তাহে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে সপ্তাহের শেষে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দুটোই বাড়তে পারে। দার্জিলিং ও সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় আগামী কয়েক দিনে ৬ থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। কালিম্পং-সহ সমতল সংলগ্ন এলাকায় ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। শিলিগুড়ি, মালদা ও সংলগ্ন জেলাতে ১৭ থেকে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এদিকে বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর আগে মঙ্গলবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

যুব সাথী রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্পে সাধারণের ভিড়। রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পার্কে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

১৯ ফেব্রুয়ারি: বজবজে স্বামীজি ও ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়

অরিন্দম ঘোষ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো ধর্ম মহাসভা সমাপ্ত করার পর দেশ - বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের সুখ্যাতি। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রোমা রোলার মন্তব্য এক্ষেত্রে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ‘ যীশুখ্রিস্টের আহ্বানে মৃত ল্যাজারাস যেমন কবর থেকে উঠে এসেছিলেন , স্বামীজির আহ্বানেও তেমনই গোটা ভারতবর্ষ কুম্ভকর্ণের মহা নিদ্রা ত্যাগ করে জেগে উঠেছিল। ‘ শিকাগোর বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের অভাবনীয় সাফল্য নিয়ে যখন সমগ্র মার্কিন ভূবন উত্তাল , তখন কলকাতার ‘ ইন্ডিয়ান মিরর ‘ সংবাদপত্রে এই ঘটনা ফলাও করে প্রকাশিত হতে লাগল।

১৮৯৩ সালের ৩০ জুলাই থেকে বেশ কয়েক বছর মার্কিন দেশ ও অন্যান্য স্থানে অতিবাহিত করার পর স্বামীজি ভারতবর্ষের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন । মাদ্রাজ থেকে ১৮৯৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ‘ এস মোম্বাসা ‘ নামক জাহাজ চেপে বসলেন তিনি। বঙ্গোপসাগর পার হয়ে তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছাবেন ত্ত এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ১৮৯৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি , শুক্রবার ‘ এস মোম্বাসা ‘ জাহাজ বজবজের জেটিতে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু সন্ধে নেমে এসেছে সুতরাং ঐদিন কোনোভাবেই কলকাতা প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়। উপায়ান্তর না দেখে রাতে তিনি জাহাজে থাকবেন বলেই মনস্থির করলেন।

পরদিন ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনি তাঁর সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন বজবজ স্টেশনে। কিন্তু সেখানেও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কারণ অভ্যর্থনা কমিটি তখন শিয়ালদহে। কলকাতা মহানগরীর বাইরে বজবজের কথা সেদিন কেউই বিশেষভাবে ভাবেননি। স্বামীজিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্পেশাল ট্রেন তখনও এসে পৌঁছায়নি। স্টেশন মাস্টার অবশ্য বিশ্বজয়ী সন্ন্যাসীকে তাঁর ঘরের একটি চেয়ারে বসতে দিলেন । স্বামীজীর ব্যবহৃত সেই চেয়ার বর্তমানে কলকাতার ফেয়ারলি রেল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে । অরবিন্দ ঘোষ তাঁর ‘ প্রজ্জ্বলিত সূর্য ‘ গ্রন্থে লিখছেন বজবজ থেকেও শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর ঐতিহাসিকও চিরস্মরণীয় যাত্রার কথা , ‘ রিসেপশন কমিটির আয়োজিত বিশেষ বিশেষ ট্রেনে করে স্বামীজি রওনা দিলেন কলকাতার পথে। সঙ্গে ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার , জেসুয়া গুডুইন, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামীজীর তিন প্রধান মাদ্রাজি শিষ্য ত্ত আলসিঙ্গা, জি জি ও কি ডি।’

শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেন থামতেই স্বামীজি এক অবিস্মরণীয় সংবর্ধনার মুখোমুখি হলেন। একসময় তিনি বলেছিলেন , ‘ আমি যখন ফিরে আসব তখন সমাজের ওপর বোমার মত ফেটে পড়ব।’ আর সেদিন হয়েছিলও তাই । সমগ্র প্ল্যাটফর্ম জুড়ে লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের জায়গা মাত্র নেই। কোনোরকমে প্লাটফর্মে

নামতেই সংবর্ধনা কমিটির পক্ষ থেকে বাবু নগেন্দ্রনাথ সেন এগিয়ে এলেন। স্বামীজির গলায় গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে স্বাগত জানালেন । স্টেশন থেকে বের হওয়ার পর আরও বিস্ময় সেদিন অপেক্ষা করছিল এই মহামানবের জন্য। একটা ফিটন গাড়িতে তুলে স্বামীজিকে নিয়ে রওনা হলো সংবর্ধনা কমিটির লোকজন । হ্যারিসন রোড পেরিয়ে যখন রিপন কলেজের গেটের সামনে শোভাযাত্রা এসে পৌঁছালো , স্বামীজিকে এক মুহূর্ত দেখার জন্য তখন কাতারে কাতারে লোকজন অপেক্ষা করছেন অধীর আগ্রহে । রিপন কলেজে অভ্যর্থনার পর দলবলসহ বাগবাজারের পশুপতিনাথ বসুর প্রাসাদতুল্য বাড়িতে নিয়ে আসা হলো মধ্যাহ্নভোজের উদ্দেশ্যে। সেখানে দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর বিকেলবেলায় সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে কাশীপুরের গঙ্গার পাড়ে বাবু গোপীনাথ শীলের বাগানবাড়িতে উপস্থিত হলেন । এখানেও হাজার হাজার উদ্বেলিত জনতা স্বামীজির আসার অপেক্ষায় ছিলেন। স্বামীজির মন তখন ছটফট করছিল আলমবাজার মাঠে যাওয়ার জন্য। সন্ধ্যা নামার আগেই স্বামী শিবানন্দ আর বিরাজানন্দের সঙ্গে আলমবাজার মঠের দিকে রওনা দিলেন তিনি। সেখানে প্রবেশের পর রামকৃষ্ণদেবের ছবির সামনে প্রণাম করলেন। ঠাকুরের ছবিটির স্পর্শ করে সেই হাত মাথায় দিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। বজবজ নতুন স্টেশনের বর্তমান নাম কোমাগাতামারু বজবজ । আর পুরনো সেই রেল স্টেশন যার তৎকালীন নাম ছিল বজবজ ত্ত সেটি অনাদরে, অবহেলায় আজও এক কোণে মুখ লুকিয়ে বসে আছে। স্টেশনের যে ঘরে স্বামীজি সেদিন বসেছিলেন তার বাইরে কেবল একটা স্মৃতিফলক র বসেছে ১৯৮৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বজবজ পৌরসভার তৎকালীন উপ পৌরপ্রধান গণেশ ঘোষের উদ্যোগে, জনমানবহীন পরিতক্ত স্বামীজীর সেই বিশ্রাম কক্ষের বাইরে প্রতিষ্ঠিত ফলকের দিকে তাকালে চোখে পড়ে এই লেখাটি, ‘ চিকাগো ধর্ম সম্মেলন প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বজবজ রেলস্টেশন থেকে কলকাতা যাত্রা করেন। ‘ রেলের হেরিটেজ কমিটি বিবেকানন্দের কিছুক্ষণের জন্য অবস্থানরত ঘরটিকে বিবেকানন্দের বিশ্রাম কক্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছে ।প্রতিবছর ১৯ ফেব্রুয়ারি বিবেকানন্দের বজবজ পুরনো স্টেশনে বিশ্রাম কক্ষে ক্ষণিক অবস্থানকে স্মরণ করে বজবজ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত একটি বিশেষ ট্রেন চালানো হয় । তবে দুঃখের বিষয় যথার্থ পরিচর্যার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে কোনোরকমে বেঁচে রয়েছে এই জীর্ণ বিশ্রামকক্ষ। স্বামীজির পদধূলিধন্য সেই স্থান আজও হেরিটেজের মর্যাদা পায়নি। স্বামীজির বিশ্রাম কক্ষে তাঁর একটি আবাক্ষমূর্তি ছাড়া আর বিশেষভাবে তেমন কিছুই চোখে পড়ল না । বিবেকানন্দের অনুরাগীরা আজও প্রতীক্ষায় বসে আছেন যে কবে এই বিশ্রামকক্ষকে সুসজ্জিত কক্ষে পরিণত করে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে সংরক্ষণ করা যাবে সেই লক্ষ্যে।

একুশের প্রাসঙ্গিকতা না প্রহসন? বিশ্বায়নের চাপে এপার বাংলায় মাতৃভাষার ভবিষ্যৎ

বেবি চক্রবর্তী

ভাষা আমাদের অমূল্য সম্পদ। শব্দ হল অলংকার। শিক্ষা হল জ্ঞানের সঞ্চিত ভান্ডার। এককথায় অন্ধকারে প্রজ্বলিত আলো। ভাষা মানুষকে শুধু কথা বলার ক্ষমতা দেয় না; ভাষাই মানুষকে মানুষ করে তোলে। মানুষ তার অস্তিত্ব, চেতনা, স্মৃতি, অনুভূতি ও আত্মপরিচয়কে ভাষার মধ্য দিয়েই প্রকাশ করে। ভাষা না থাকলে চিন্তার রূপ নেই, অনুভূতির ব্যঞ্জনা নেই, ইতিহাসের ধারাবাহিকতাও নেই। ব্যক্তি-সত্তার জাগরণ যেমন ভাষার মাধ্যমে, তেমনি একটি জাতির সত্তার বিকাশও ভাষাকেন্দ্রিক। আমাদের শৈশবের ঘুম নেমে আসে মাতৃভাষার ছন্দে, রাতের নিরালা মাতৃভাষার আদরে শান্ত হয়, আবার ভোরের আলোও জেগে ওঠে সেই ভাষার কোমল উচ্চারণে। তাই মাতৃভাষা কেবল উচ্চারণের বিষয় নয়;তা অস্তিত্বের ভিত্তি।

এই কারণেই একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির কাছে কেবল একটি তারিখ নয়, এক আবেগময় ইতিহাস। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মদানের স্মৃতি বাঙালির চেতনায় আজও উজ্জ্বল। পৃথিবীর সব জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে;এপার বাংলায় এই দিবসের উদযাপন কতটা বাস্তবসম্মত, কতটা আন্তরিক, কতটা কার্যকর?

বাস্তব পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাক্ষেত্র, প্রশাসন;বহু জায়গায় বাংলা ভাষা আজও উপেক্ষিত। বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজির আন্তর্জাতিক প্রভাব স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে, চীনা, জাপানি, কোরিয়, থাই, তামিল, তেলেগু কিংবা হিন্দিভাষী মানুষ নিজেদের মাতৃভাষাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁরা বিশ্বসংযোগ বজায় রেখেও মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট। অথচ আমাদের শিক্ষিত সমাজের এক বড় অংশের কাছে ইংরেজির মর্যাদা বাংলার তুলনায় অনেক বেশি। এমনকি সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মানুষেরাও ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট। ফলে বাংলা ভাষা ধীরে ধীরে প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। ভাষা-সচেতনতার যে গভীরতা থাকা উচিত, তা আমাদের

তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত সমাজেও বিরল।

একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটি এলে ফুলে-ফুলে ভরে ওঠে শহিদ বেদি, আবেগঘন বক্তব্যে মুখরিত হয় মঞ্চ। কিন্তু বছরের বাকি দিনগুলোতে সেই ভাষা-প্রেমের ধারাবাহিকতা কোথায়? ভাসা-ভাসা ভাষাপ্রীতি নিয়ে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়, অথচ দৈনন্দিন জীবনে বাংলার ব্যবহার ক্রমশ সীমিত হয়ে পড়ে। তবুও বাঙালি সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত নয় বলেই বারাক উপত্যকার ‘উনিশ’ আর কাঁটাতারের ওপারের ‘একুশ’;এই দুই প্রান্ত মিলিয়ে ভাষার এক ঐতিহাসিক সেতুবন্ধন আজও অটুট রয়েছে।

বিশ্বপরিসরে ভাষার সংকট আরও গভীর। একটি সমীক্ষা জানাচ্ছে, পৃথিবীতে প্রায় ৬ হাজার ভাষা প্রচলিত, যার মধ্যে প্রায় অর্ধেক আজ বিলুপ্তির পথে। বিশ্বায়নের জাঁতাকলে প্রতিনিয়ত বহু ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য অসমে প্রায় প্রতিদিন কোনও না কোনও ভাষার অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে;এ বাস্তবতা ভবিষ্যতের জন্য সতর্কবার্তা। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মাতৃভাষার সুরক্ষা আদৌ কতটা সম্ভব;তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক।

ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে সংস্কৃতির সারস্বতবৃত্ত। ভাষা হারালে সংস্কৃতিও দুর্বল হয়ে পড়ে। বৈচিত্র্যের স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই গড়ে উঠতে পারে বিশ্বমানবের নতুন সংস্কৃতি। কিন্তু বাজারকেন্দ্রিক বিশ্বায়ন আজ সংস্কৃতিহীনতার এক আবহ তৈরি করছে। মুনাফাভিত্তিক এই অভিযানে ছোট ভাষাগুলি যেমন আক্রান্ত, তেমনি প্রভাবশালী ভাষাগুলিও ভিন্নভাবে প্রভাবিত। ফলে যে কোনও ভাষা-সংস্কৃতিকে টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন সচেতন প্রতিরোধ ও আত্মসম্মানের চর্চা।

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি কেবল বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন নয়;এটি বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস। এটি আত্মপরিচয়ের লড়াইয়ের প্রতীক, বিশ্বের সব ভাষার মর্যাদা রক্ষার দিন। এই আন্দোলন কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়; এটি নিজের ভাষাকে সুরক্ষিত রাখার আন্দোলন।

কিন্তু এপার বাংলার সমাজবাস্তবতা ভিন্ন কথা বলছে। জীবিকা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইংরেজির ওপর নির্ভরশীলতা ক্রমশ বাড়ছে। বিনোদন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দির উত্থানও স্পষ্ট। এই দুইয়ের প্রভাবে বাংলার সামাজিক গুরুত্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। বাংলা অর্থনীতির ভাষা নয়, সর্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষা নয়, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রধান ভাষাও নয়;এই ধারণা সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত। ফলে অনেকেই মনে করছেন, সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হলে ইংরেজিকেই আয়ত্ত করতে হবে; বাংলাকে আঁকড়ে থাকলে চলবে না।

এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে অনেকের কাছে একুশ আজ অপ্রাসঙ্গিক। যে সমাজে মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে বিদেশি ভাষার পেছনে ছুটে চলাই প্রগতির চিহ্ন, সেখানে একুশের চেতনা কতটা কার্যকর;সে প্রশ্ন অস্বাভাবিক নয়। বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস অনেকের কাছে কেবল ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ। তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তৃত জগতে বাংলার ভূমিকা নেই; এমন ধারণাও জোরদার হচ্ছে। ফলে ১৯৫২-র একুশ কিংবা আজকের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস;কাঁটাতারের এপারের বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় আরও ঘনীভূত।

এই সংশয়ই আসলে একুশের মূল প্রশ্ন। ভাষা হারালে আত্মপরিচয় হারায়, আত্মপরিচয় হারালে জাতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই একুশের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিতর্ক যতই থাকুক, একুশের জিজ্ঞাসা আজও জীবন্ত;এপার বাংলার বিবেককে নাড়া দেওয়ার মতোই জীবন্ত।

সম্পাদকীয়

ধর্ষিতাদের ন্যায়বিচার দিতেও উদাসীন রাজ্য সরকার

বছরের পর বছর ধরে আদালতে পড়ে রয়েছে ধর্ষণের মত গুরুতর অপরাধের মামলা। বিশেষ করে নিম্ন আদালতে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অভিযোগ, এক একটা ধর্ষণের মামলা শুধু শুরুই হয়, শেষ কবে, কটা হয় বলা কঠিন। তারিখ মেলে। শুনানি হয়, কিন্তু যেটা হয় না, সেটা হল রায়। ফলে বছরের পর বছর ন্যায় বিচারের আশায় আদালতের দরজায় ঘুরে বেড়ান ধর্ষিতা ও তাঁর পরিবার। রাজ্য প্রশাসন থেকে পুলিশ, কারও কোনও হেলদোল নেই। অথচ এই সরকার নাকি ধর্ষণ রুখতে অপরাজিতা বিল আনতে চায়। কিন্তু রাজ্যপালের বিরোধিতায় তা হচ্ছে না, এমনই দাবি শাসক দলের। এইরকম একটা সরকার আর তার পুলিশ থাকা সত্বেও কেন বিচার পাচ্ছে না ধর্ষিতারা, এর জবাব তো তাঁদেরই দিতে হবে। বাস্তব বলছে, ধর্ষিতাদের পরিবারের তরফে বেশিরভাগ অভিযোগই পুলিশের বিরুদ্ধে। তাঁদের ভূমিকা নাকি যথেষ্ট ঢিলেঢালা। ওপর থেকে চাপ না আসলে, অথবা কোনও প্রভাবশালী যোগ না থাকলে পুলিশ নাকি বেশি নড়াচড়া করতে চায় না। তবে আশার কথা গোটা পরিস্থিতি দেখে এবার পদক্ষেপ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। সম্প্রতি আট বছর আগে সন্দেশখালির একটি ধর্ষণের মামলায় রাজ্য সরকারকে নোডাল অফিসার নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। ধর্ষণের মতো একটি স্পর্শকাতর মামলার বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে এবং নজরদারি চালাতে রাজ্যকে এই নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মামলার শুনানি চলাকালীন জানা যায় যে, নিম্ন-আদালতে বিচার প্রক্রিয়া তখনও শেষ হয়নি। এতদিনেও কেন বিচার শেষ হয়নি তাই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। স্পষ্ট করে বলেন, শুধু সন্দেশখালি নয় এরকম কত সন্দেশখালি আছে রাজ্য জুড়ে যার বিচার প্রক্রিয়া আট-দশ বছরেও শেষ হয়নি। নিম্ন আদালতে শম্বুক গতিতে চলা বিচার প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন খোদ বিচারপতি। এরপরই তিনি রাজ্যের সব জেলায় স্পর্শকাতর অপরাধের মামলাগুলি দ্রুত শেষ করতে নোডাল অফিসার নিয়োগের নির্দেশ দেন। ধর্ষিতাদের ন্যায়বিচার দিতে আদালতকে কেন নির্দেশ দিতে হবে, এ প্রশ্নও থাকলো।

শব্দছক ৭৭

রবি দাস

১	২		৩	■	■	৪	৫
৬		■	৭		৮	■	
	■	৯		■	১০		
১১				■		■	■
■	■		■	১২			১৩
১৪			■	১৫		■	
	■	১৬			■	১৭	
১৮		■	■	১৯			

পাশাপাশি: ১. যার বিনাশ নেই ৪. চাষীর মাথায় কঞ্চির টুপি ৬. শাপলাশালুক ৭. কিরাত ৯. আধখানা ১০. রামকৃষ্ণদেবের গৃহিনী ১১. তপস্যায় যে ধীর থাকে ১২. বেয়াড়াগোচের ১৪. বাঁশের লম্বা পাত ১৫. শক ... দল পাঠান মোঘল ১৬. হসপিটাল-এর বাংলাত তর্জমা ১৭. ক্ষুদ্র পতঙ্গ ১৮. বিনয়ী ১৯. পুরুষ-স্ত্রী

ওপর-নিচ: ১. জগৎ ২. অতীব নিন্ননীয় ৩. মোটা ৪. ঝাল শক্তি ৫. মূল্য ৬. ছাগ ৭. বিশালাকার বৃক্ষ ৮. শিব ৯. ভ্রান্তি ১১. বৃক্ষের ছায়াঘেরা অঞ্চল১২ . বরের গৃহিনী ১৫. পাঁক-যুক্ত ১৬. মার্জনা ১৭. গন্ধ

সমাধান ৭৬ — পাশাপাশি: ১. বিভাজন ২. গোপাল ৫. দাদা ৬. অন্যতম ৯. ভুজ ১০. বাহার ১১. তলব ১৩. গরু ১৪. উপলক্ষ ১৮. তপ্ত ১৯. সম্বল ২০. পালকি

ওপর-নিচ : ১. বিশ্ব ২. জঘন্য ৩. গোদা ৪. লঙ্কা ৫. দাম ৬. অজ ৭. তমাল ৮. মহাকাল ৯. ভুল ১১. তরুতল ১২. বউ ১৫. পঙ্কিল ১৬. ক্ষমা ১৭. বাস

আজকের দিন

- **১৯৪৫** — মার্কিন মেরিনরা ইও জিমায় অবতরণ করে, জাপানি বাহিনীর বিরুদ্ধে এক মাসব্যাপী বড় যুদ্ধ শুরু করে।
- **১৯৮৬** — সোভিয়েত ইউনিয়ন মীর মহাকাশ স্টেশন উৎক্ষেপণ করে ।
- **২০০৮** — প্রায় ৫০ বছর ক্ষমতায় থাকার পর ফিদেল কাস্ত্রো কিউবার রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

জন্মদিন

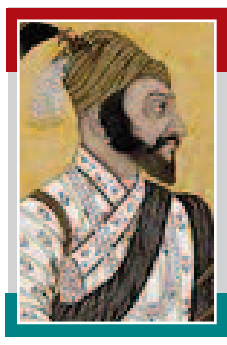

১৬৩০ মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর জন্মদিন।
১৯১৭ আরএসএসের ২য় প্রধান এম এস গোলওয়ালকরের জন্মদিন।
১৯৫৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী বীনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

শিবাজি

চর্চাবাসর ৮২

বাংলা শব্দ ‘কেরানি’। যার অর্থ কেরানি বা অফিস কর্মী, সংস্কৃত মূল ‘করণিক’ (করণিক) থেকে উদ্ভূত , যা এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি রেকর্ড রাখেন, নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করেন বা লেখক হিসেবে কাজ করেন। এটি প্রায়শই ফার্সি থেকে উদ্ভূত শব্দ ‘মুন্সি’ এর পাশাপাশি ব্যবহৃত হত বা প্রতিস্থাপিত হত ।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিডিওর নাম নিয়ে ফোন করে টাকা চাওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: সরকারি আধিকারিকের পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষকে সর্বস্বান্ত করার এক নতুন কৌশলের সাক্ষী থাকল পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর। খোদ বিডিও-র নাম করে সাইবার প্রতারণার শিকার হলেন এক গৃহবধূ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, জামালপুরের পাঁড়া এলাকার বাসিন্দা অরবিন্দ বৈরাগ্যের স্ত্রীর সাথে এই প্রতারণার ঘটনাটি ঘটে। প্রতারকরা বিডিওর পরিচয় দিয়ে অরবিন্দবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। সরকারি কোনও সুযোগ-সুবিধা বা প্রকল্পের নাম করে তাঁকে বিভ্রান্ত করা হয় এবং কৌশলে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হয়। মুহূর্তের মধ্যেই ওই মহিলার অ্যাকাউন্ট থেকে ৪ হাজার টাকা গায়েব হয়ে যায়। টাকা খোয়া যাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পেরেই তড়িঘড়ি জামালপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, কোনও সাইবার অপরাধী চক্র এই কাজ করেছে। প্রতারণার খবর জানাজানি হতেই নড়েচড়ে বসে ব্লক প্রশাসন। জামালপুর ব্লকের অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া পেজ থেকে বিডিওর পক্ষ থেকে একটি জরুরি সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বিডিও বা ব্লকের কোনও আধিকারিক কখনও ফোন করে ব্যক্তিগত ব্যাঙ্কিং তথ্য বা ওটিপি চান না। অচেনা নম্বর থেকে আসা ফোন বা মেসেজের লিঙ্কে ক্লিক না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সরকারি কোনও প্রকল্পের জন্য সরাসরি ব্লক অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাসিন্দাদের ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে আরও সচেতন হওয়ার এবং যে কোনও সন্দেহজনক ফোন কল এলে দ্রুত পুলিশকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সদাচারী ব্রাহ্মণ, হিন্দু সমাজের সনাতন বর্ণপ্রথার চতুর্বর্ণের ঐতিহ্যগত ভাবে যাজক, শিক্ষক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানরক্ষক পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মহা সংগঠন 'মাতৃভূমি সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টে'র পক্ষ থেকে বৈদিক প্রতীক ইন্দ্রনীল মুখার্জি ও সংগঠনের সভাপতি নির্মল শর্মা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ সুব্রত বক্সিকে আচার্য সম্মান প্রদান করলেন। প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য, অরূপ পাল, অর্ঘ চক্রবর্তী-সহ প্রায় শতাধিক বৈদিক ব্রাহ্মণ পুরোহিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, এস্টেট ডিপার্টমেন্ট
৪৪৬/এ, আমন্ত্রিত এভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধান নগর - ৭১৩২১২
যোগাযোগ নং - ৬৯৬৭৬৪৬৭৬৬ ইমেল - Bardhaman.Estate@bankofindia.bank.in

ভাড়া/লিজে প্রেমিসেস আবশ্যক

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বর্ধমান জোনাল অফিস সুনির্দিষ্ট বাণিজ্যিক প্রেমিসেস লিজের ভিত্তিতে **১২৫০ থেকে ১৫৫০ বর্গ ফুট (আনুমানিক) একতলা/এবং দোতলায় যুগ্মভাবে বোলপুর জেলা - বীরভূম** এর জন্য আবশ্যক। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.bankofindia.bank.in** 'টেন্ডার' অধীনে বা আমাদের উক্ত জোনাল অফিস ঠিকানায় দেখুন।
দুই ডাক ব্যবস্থায় সিলকরা খামে আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ **১০ মার্চ ২০২৬ বিকেল ৪টা** পর্যন্ত। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল ডাক বাতিলের অধিকার রাখে।

জোনাল ম্যানেজার
বিওআই বর্ধমান জোন

মদ্যপ পুলকারের চালকই,পড়ুয়াদের নিরাপদে বাড়ি পাঠাল ট্র্যাফিক পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মদ্যপ চালকের হাত থেকে উদ্ধার করে খুদেদের বাড়ি পৌঁছে দিলেন ট্র্যাফিকের ওসি চিন্ময় ব্যানার্জি ও ট্র্যাফিক পুলিশকর্মীরা। চিন্ময়বাবুর তৎপরতায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেল একদল শিশু।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার হঠাৎই আলিশা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় একটি প্রি নার্সারি স্কুলে ছুটি হওয়ার পর খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে বাড়ি ফিরছিল একটি পুলকার। ডিউটিরত পুলিশকর্মীরা গাড়িটি থামিয়ে চালকের 'ব্রেথ অ্যানালাইজার' টেস্ট করতেই দেখা যায় চালক মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছেন। গাড়ির চালককে তৎক্ষণাৎ আটক করা হলেও, পড়ুয়াদের নিরাপত্তা এবং তাদের সময়মতো বাড়ি পৌঁছনো নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। সেই সময় এগিয়ে আসেন ট্র্যাফিকের ওসি চিন্ময় ব্যানার্জিই। ওসির নির্দেশে পুলিশ নিজেই গাড়ির দায়িত্ব নেয় এবং প্রতিটি শিশুকে সুরক্ষিতভাবে তাদের নিজের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। ফলে শহরে বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা পায় স্কুলপড়ুয়ারা।

স্কুল কর্তৃপক্ষের নজরদারি এবং চালকদের দায়িত্ববোধ নিয়ে আবারও বড় প্রশ্ন তুলে দিল এই ঘটনা। ট্র্যাফিক

পুলিশের তৎপরতায় অনেকগুলো পরিবারের মুখে হাসি বজায় থাকল। অভিভাবকরা ট্র্যাফিক পুলিশ বিভাগকে তাদের এই কাজের জন্য প্রশংসা করেছেন।

"ফর্ম নং আইএনসি- ২৬"
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন,
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি আইনের (ইনকর্পোরেশন) রুলস এর রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
এম বি ভেঞ্চার্স প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U29248WB2010PTC148853
রেজিস্টার্ড অফিস : চেম্বার নং ২১১, ৩য় তল, গভর্নমেন্ট প্লেস, উত্তর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০০১
বিষয় সম্পর্কিত
..... আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **বুধবার ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে** কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে"** রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নির্ধারণের জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধার ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বিনিয়োগকারীর অভিযোগের ফর্ম পূরণ করে বা হাতে হাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে তার আপত্তি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা- ৭০০১৩৫** ঠিকানায় এবং একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে নোটিশ প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে : চেম্বার নং ২১১, ৩য় তল, গভর্নমেন্ট প্লেস, উত্তর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০০১

এম বি ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
তন্ময় মোদি
(ডিরেক্টরস)
ডিন : ০০৪২০৯৭৮
নিবাস : শ্রীনিবাস, স্পোর্টস কলেজ রোড, জাঙ্গল নাকাহ নং ১, বাসারাতপুর,গোরক্ষপুর, উত্তর প্রদেশ -২৭৩০০৪

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৯.০২.২০২৬

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা (০৫১৭১), কলকাতা
জীবন দীপ বিল্ডিং, ১২তম তল,
১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট এই সংবাদপত্রের ০৩.০২.২০২৬ সংস্করণে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি অধীনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে **(ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী ভারত সিং)। সম্পত্তি ২ : 'ভেহিকেল নং জেএইচ-১০-সিটি-৬৪১৭' পড়তে হবে - 'ভেহিকেল নং জেএইচ-১০-সিটি-৩৩২১'** এর পরিবর্তে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

মিনোল্টা ফিনান্স লিমিটেড (Minolta)
CIN : L67120RJ1982PLC002438
রেজিস্টার্ড অফিস : ইউনিক পার্ল, বিএল-এ, হাতিয়ারা, রায় পাড়া, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৫৭
টেলিফোন : ০২২ ২২৪৮৫৭৯৪ | **ওয়েবসাইট :** www.mintola.co.in | **ইমেল আইডি :** mintolafinance@gmail.com

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ

[২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮ এবং ১১০ এবং তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২২ অনুসারে]

প্রিয় সদস্য(গণ),
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এর ধারা ১০৮, ধারা ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, এর বিধান অনুসারে, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ ("নিয়ম") এর বিধি ২০ এবং বিধি ২২ এর সাথে পঠিত হয়, যার মধ্যে আপাতত বলবৎ কোনও বিধিবদ্ধ সংশোধন (গুলি), পরিবর্তন (গুলি) বিকল্প(গুলি) বা পুনর্প্রণয়ন (গুলি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") কর্তৃক সাধারণ সভা আয়োজন/রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য সময়ে সময়ে এমসিএ কর্তৃক জারি করা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) বিধি, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস"), ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা ("এসএস-২") সংক্রান্ত সচিবালয় স্ট্যান্ডার্ড - ২ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও বিধি, যদি থাকে, নীচে সংযুক্ত প্রস্তাবগুলি অনুমোদিত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। কোম্পানির সদস্যরা, শুধুমাত্র ডাক ব্যালট, বা বৈদ্যুতিন ভোটের মাধ্যমে ("দূরবর্তী ই-ভোটিং")

ক্রম নং	এজেন্ডা আইটেম
১	কোম্পানির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ১০,২০,০০,০০০ টাকা (দশ কোটি কুড়ি লাখ টাকা) থেকে ৭০,২০,০০,০০০ টাকা (সত্তর কোটি কুড়ি লাখ টাকা) বৃদ্ধির অনুমোদন, উপযুক্ত অভিহিত মূল্যের অতিরিক্ত ইক্যুইটি শেয়ার তৈরি করে, কোম্পানির বিদ্যমান ইক্যুইটি শেয়ারের সাথে সমান্তরালভাবে র‍্যাঙ্কিং করে, এবং স্মারকলিপিতে মূলধন ধারার পরিবর্তন করে, যা প্রয়োজনে শেয়ারহোল্ডার এবং প্রযোজ্য আইনী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে।

এমসিএ সার্কুলার মেনে, কোম্পানি শুক্রবার, ৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোম্পানির সেইসব সদস্যদের কাছে ডাক ব্যালট নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের নাম যথাক্রমে কোম্পানি/ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যদের নিবন্ধন/সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় শুক্রবার, ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের কার্যকালের শেষের দিকে ('কাট-অফ তারিখ') উপস্থিত ছিল এবং যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। ডাক ব্যালট নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.mintola.co.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথাক্রমে বিএসই-এর ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং সিএসই-এর ওয়েবসাইট **www.cse-india.com**-এ এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**-এ পাওয়া যাবে।
কাট-অফ তারিখে সদস্যদের নিবন্ধন/সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় যাদের নাম উপস্থিত ছিল তারা ডাক ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত রেজোলিউশনে ভোট দেওয়ার অধিকারী। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে তাদের ধারণকৃত পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে গণনা করা হবে। কাট-অফ তারিখে সদস্য না থাকা ব্যক্তি পোস্টাল ব্যালট নোটিশকে কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেন।
এমসিএ সার্কুলার মেনে, কোম্পানি তার সদস্যদের শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে, যাতে তারা ভৌত পোস্টাল ব্যালট ফর্ম জমা দেওয়ার পরিবর্তে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারে। সদস্যদের সম্মতি বা ভিন্নমতের যোগাযোগ কেবল দূরবর্তী এ-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমেই করা হবে। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি এনএসডিএলের সাথে একটি চুক্তিতে প্রবেশ করেছে যাতে সদস্যরা কেবল ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন।
দূরবর্তী ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী পোস্টাল ব্যালট নোটিশে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং রবিবার, ২২ মার্চ, ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। উপরোক্ত ভোটদানের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর এনএসডিএল কর্তৃক ভোটদানের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হবে।
পোস্টাল ব্যালটের জন্য সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য শ্রীমতী অমৃতা জিরাড়কারকে যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ভোটদানের শেষ তারিখ থেকে দুই কর্মদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে এবং একই সাথে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হবে। ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.mintola.co.in**-এ আপলোড করা হবে এবং বিএসই -কে **www.bseindia.com** এবং সিএসই-কে **www.cse-india.com**-এ অবহিত করা হবে।
ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি দেখুন। কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি **www.evoting.nsdl.com** এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন। ই-ভোটিং সুবিধা সম্পর্কিত যেকোনো অভিযোগের জন্য, অনুগ্রহ করে শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এনএসডিএল, ৩০১, ৪র্থ তল, নমন চেম্বারস, প্লট সি-৩২, জি-ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা পূর্ব, মুম্বই, মহারাষ্ট্র - ৪০০ ০৫১, ই-মেইল **evoting@nsdl.co.in** যোগাযোগ +৯১ ২২ ৪৮৮৬ ৭০০০/+৯১ ২২ ২৪৯৯ ৭০০০ -এর সাথে যোগাযোগ করুন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
মিনোল্টা ফিনান্স লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
শেফালি গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি/কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : মুম্বই
তারিখ : ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN : L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস: "ঝিল মিল", সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ফোন: (০৩৩) ৬৫২১ ৫৫১৮/০৪
ই-মেল: niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

ফিজিকাল শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2) 2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 তারিখের ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬, **"Ease of Doing Investment - Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities"** শিরোনামে, সকল শেয়ারহোল্ডার, যাদের কাছে ফিজিক্যাল শেয়ার আছে, তাদের অবহিত করা হচ্ছে যে, সেবি ০৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত ১ (এক) বছরের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো প্রদান করেছে, যা ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে বিক্রি/ক্রয় করা কিন্তু ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া হয়েছে এমন ফিজিক্যাল শেয়ার এর স্থানান্তর এবং ডিম্যাটারিয়ালাইজেশন ("ডিম্যাট") এর জন্য প্রযোজ্য।
এই বিশেষ উইন্ডো অনুসারে স্থানান্তরিত শেয়ারগুলি বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাটারালাইজড (ডিম্যাট) আকারে জমা করা হবে এবং স্থানান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে ১ (এক) বছরের জন্য লক-ইন সাপেক্ষে। উক্ত লক-ইন সময়কালে, এই ধরণের সিকিউরিটিজ স্থানান্তর/ লিয়েন-মার্ক/ বন্ধক করা হবে না। উক্ত সময়কালে, যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তরের অনুরোধ কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে জমা দিতে পারবেন।
পুনঃলজমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

শ্রী রাহুল মিত্র ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লি. 'ঝিল মিল', সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০১০৬ ফোন : ০৩৩ ৬৫২১ ৫৫১৮/৫৫০৪/৫৫২৮ ইমেল : rahul@niccoparks.com	আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রা. লি. রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) ১৫/সি, নরেশ মিত্র সরণি (পূর্বতন বেলতলা রোড) কলকাতা - ৭০০ ০২৬ ফোন : ০৩৩ ২৪১৯ ২৬৪১/২৬৪২ ইমেল : info@rdinfotech.net

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
(ডিন : ০৭১১৯৮৮১)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০২.২০২৬

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
ইউনিট কনস্ট্রাকশন কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**ইউনিট কনস্ট্রাকশন কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১১.০৮.১৯৪৮
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U55101WB1948PTC016997
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	**রেজি অফিস : ইউনিট হাউস, পি-৪০, ব্লক বি, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩**
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১২.০২.২০২৬ (এনসিএলটি নির্দেশের তারিখ) ১৬.০২.২০২৬ (নির্দেশ গ্রহণের তারিখ)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	**১১.০৮.২০২৬**
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	সন্তোষ ভাটিয়া রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P01750/2019-2020/12668
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	ডি-১১০১, লোধা মেরিডিয়া, ফর্থ ফেজ, কেপিএইচবি কলোনি, জেএনটিইউ কুকাতপল্লী, হায়দরাবাদ - ৫০০০৭২ **ইমেল : casantoshbhatia@gmail.com**
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ডি-১১০১, লোধা মেরিডিয়া, ফর্থ ফেজ, কেপিএইচবি কলোনি, জেএনটিইউ কুকাতপল্লী, হায়দরাবাদ - ৫০০০৭২ **ইমেল : casantoshbhatia@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০২.০৩.২০২৬
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে,সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	**Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads** সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে **ইউনিট কনস্ট্রাকশন কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার **১২.০২.২০২৬ (এনসিএলটি নির্দেশের তারিখ) ১৬.০২.২০২৬ (নির্দেশ গ্রহণের তারিখ)।**
ইউনিট কনস্ট্রাকশন কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **০২.০৩.২০২৬** তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

তারিখ : ১৭.০২.২০২৬ **অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার এর নাম এবং স্বাক্ষর : সন্তোষ ভাটিয়া**
স্থান : হায়দ্রাবাদ **রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P01750/2019- 2020/12668**

ফর্ম নং ইউআরসি- ২
অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি বিষয়ে নোটিশ প্রদানের বিজ্ঞপ্তি
(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অনুযায়ী)
১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **'দেশকো ইনভেস্টমেন্ট'**, ব্যবসায়িক সংস্থা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় -২১ এর অংশ -১ অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ এর উপ ধারা (২) অধীনে পনেরো দিনের পর কিন্তু ত্রিশ দিন উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে রেজিস্টার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নোক্ত মতে :
ক. অধিগ্রহণ, গ্রাহকভুক্তি, বিনিয়োগ, ধারণ, মালিকানা, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর, দায়বদ্ধকরণ বা অন্যভাবে, শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার স্টক, বন্ড, ইউনিট, সিকিউরিটিজ, ডেরিভেটিভস এবং অন্যান্য আর্থিক বিষয়ে ব্যবসা এবং ইস্যু বা গ্যারান্টি কোম্পানি কর্তৃক, কর্পোরেশন, সরকার, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, বা অন্যান্য সংস্থা ভারতে বা বিদেশে।
খ. বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক ডেরিভেটিভ ইনস্টুমেন্ট, কিন্তু সীমাবদ্ধ ভবিষ্যৎ নয়, বিকল্প, সোয়াপ, ফরোয়ার্ড, যোগাযোগ ফারাকের জন্য এবং অন্যান্য স্ট্রাকচার্ড ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্ট, লেনদেন চিহ্নিত বিনিময় বা ওভার দ্য কাউন্টার মার্কেটে, প্রযোজ্য আইন এবং রেগুলেশন সাপেক্ষে লেনদেন।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া মেমোরান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন পর্যবেক্ষণ করা যাবে ১৯, এন এস রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা -৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ অফিস ঠিকানায় কাজের দিন সকাল ১০ টা থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট আবেদনের বিষয়ে কোনও আপত্তি থাকলে লিখিতভাবে রেজিস্টার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ) প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিনকোড - ১২২০৫০, নোটিশ প্রকাশের ২১(একুশ) দিনের মধ্যে একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে সহ পাঠাতে পারেন।

দেশকো ইনভেস্টমেন্ট এর পক্ষে
স্বা/-
অলোক আগরওয়াল
তারিখ : ১৯.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং ইউআরসি- ২
অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি বিষয়ে নোটিশ প্রদানের বিজ্ঞপ্তি
(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অনুযায়ী)
১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **'সম্যক হোল্ডিংস'**, ব্যবসায়িক সংস্থা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় -২১ এর অংশ -১ অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ এর উপ ধারা (২) অধীনে পনেরো দিনের পর কিন্তু ত্রিশ দিন উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে রেজিস্টার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নোক্ত মতে :
ক. অধিগ্রহণ, গ্রাহকভুক্তি, বিনিয়োগ, ধারণ, মালিকানা, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর, দায়বদ্ধকরণ বা অন্যভাবে, শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার স্টক, বন্ড, ইউনিট, সিকিউরিটিজ, ডেরিভেটিভস এবং অন্যান্য আর্থিক বিষয়ে ব্যবসা এবং ইস্যু বা গ্যারান্টি কোম্পানি কর্তৃক, কর্পোরেশন, সরকার, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, বা অন্যান্য সংস্থা ভারতে বা বিদেশে।
খ. বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক ডেরিভেটিভ ইনস্টুমেন্ট, কিন্তু সীমাবদ্ধ ভবিষ্যৎ নয়, বিকল্প, সোয়াপ, ফরোয়ার্ড, যোগাযোগ ফারাকের জন্য এবং অন্যান্য স্ট্রাকচার্ড ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্ট, লেনদেন চিহ্নিত বিনিময় বা ওভার দ্য কাউন্টার মার্কেটে, প্রযোজ্য আইন এবং রেগুলেশন সাপেক্ষে লেনদেন।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া মেমোরান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন পর্যবেক্ষণ করা যাবে শপ নং ১৭, ৩য় তল, দ্য প্ল্যানেট, নর্থ সিটির বিপরীতে, কসমস মল, ২.৫ মাইল সেবক রোড, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ অফিস ঠিকানায় কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট আবেদনের বিষয়ে কোনও আপত্তি থাকলে লিখিতভাবে রেজিস্টার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ) প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন -কোড - ১২২০৫০, নোটিশ প্রকাশের ২১(একুশ) দিনের মধ্যে একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে সহ পাঠাতে পারেন।

সম্যক হোল্ডিংস এর পক্ষে
স্বা/-
অভিষেক মোর
তারিখ : ১৯.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা

PUBLIC NOTICE

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, মেসার্স পি.এস. গ্রুপ রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড-কে পশ্চিমবঙ্গ স্টেট এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি (WBSEIAA), এর পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা জেলার প্রগতি ময়দান থানার অন্তর্গত, প্রিমাইস নং ১২২/ডি/৫, মাঠেশ্বরতলা রোড, ওয়ার্ড নং ৬৬, বরো নং VII, কলকাতা ৭০০০৪৬ এলাকায় প্রস্তাবিত আবাসিক কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র, ইসি শনাক্তকরণ নম্বর EC২৫C৩৮০১WB৫৪১৬২৪৯N অনুসারে ১৩.০২.২০২৬ তারিখে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ছাড়পত্রের অনুলিপি MoEF&CC-এর PARIVESH পোর্টালে উপলব্ধ রয়েছে।

SBI এসবিআই দাঁতন শাখা (০৪৭৮২)
গ্রাম- ছাউলিয়া, পোঃঅঃ- দাঁতন, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন- ৭২১৪২৬, ই-মেল আইডি: sbi.04782@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী রাজীব মাইতি, যিনি **এসবিআই দাঁতন শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) **২৪.০২.২০২৬ বিকেল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ **২৫.০২.২০২৬** বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী রাজীব মাইতি

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৫.০২.২০২৬	দুপুর ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৩৪.০০০ গ্রাম নিট ওজন ২২.৫০০ গ্রাম	২টি হার
২.	২৫.০২.২০২৬	দুপুর ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ২০.৬০০ গ্রাম নিট ওজন ২০.০০০ গ্রাম	২টি কানের দুল
৩.	২৫.০২.২০২৬	দুপুর ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৬.৩০০ গ্রাম নিট ওজন ৬.০০০ গ্রাম	৩টি হাতের আংটি
৪.	২৫.০২.২০২৬	দুপুর ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ২৬.৪০০ গ্রাম নিট ওজন ২৬.০০০ গ্রাম	২টি পলা পাত + ২টি চুড়
৫.	২৫.০২.২০২৬	দুপুর ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৪.৫০০ গ্রাম নিট ওজন ৫.০০০ গ্রাম	১টি লকেট

তারিখ: ১৯.০২.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: দাঁতন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ফর্ম নং ইউআরসি- ২
অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি বিষয়ে নোটিশ প্রদানের বিজ্ঞপ্তি
(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অনুযায়ী)
১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মেসার্স গুজরাল কর্পোরেট সার্ভিসেস ব্যবসায়িক সংস্থা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় -২১ এর অংশ -১ অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ এর উপ ধারা (২) অধীনে পনেরো দিনের পর কিন্তু ত্রিশ দিন উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে রেজিস্টার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ :
ব্যক্তি, পর্যটক, কর্পোরেট ক্লায়েন্ট এবং অন্যান্য গ্রাহকদের বিমানবন্দর স্থানান্তর, ট্যুর, ইভেন্ট, সম্মেলন, ব্যবসায়িক ভ্রমণ এবং অন্যান্য পরিবহন উদ্দেশ্যে চালক-চালিত গাড়ি, বাণিজ্যিক গাড়ি, বিলাসবহুল গাড়ি, ইভি যানবাহন, ব্যক্তিগত গাড়ি, বিলাসবহুল যানবাহন, বাস, কোচ, ভ্যান এবং অন্যান্য পরিবহন যানবাহন ভাড়া, লিজ এবং ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা পরিচালনা করা, স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে, সরাসরি অথবা যানবাহন মালিক, অপারেটর বা ফ্লিট পরিষেবা প্রদানকারীদের সাথে চুক্তির মাধ্যমে।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া সমিতির স্মারকলিপি এবং সমিতির নিবন্ধের একটি অনুলিপি রুম ৩০৪, ৪র্থ তল, ২৫এ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬-এর অফিসে পরিদর্শন করা যাবে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে চাইলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), কর্পোরেট ভবন, চতুর্থ/পঞ্চম তল, প্লট নং IIIF/১৬, এএ-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫-এর রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে পারেন।

আবেদনকারীর নাম
মেসার্স গুজরাল কর্পোরেট সার্ভিসেস এর পক্ষে
স্বা/-
মনমোহন সিং গুজরাল
জস্কিরথ সিং গুজরাল
তারিখ ১৯/০২/২০২৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, অধীনে
সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : L18101WB1994PLC063733
রেজিস্টার্ড অফিস : ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর নং - ৪, ফলতা, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)-৭৪৩৫০৪, পশ্চিমবঙ্গ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে এবং বিধিমালা অধীনে সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) **(কর্পোরেট ডেটর) (পূর্বতন প্যাসিফিক কটস্পিন লিমিটেড)** এর সম্পদ চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রির প্রস্তাব করা হয়েছে রেগুলেশন ৩২,-ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলশেনস ২০১৬ অধীনে, **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং "পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে। উক্ত প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই। নিম্নোক্ত সারণিতে বর্ণিত সম্পদ এর ডাক সম্পাদিত হবে ব্যাঙ্কনেট, এক বৈদ্যুতিন নিলাম প্ল্যাটফর্ম বোর্ড কর্তৃক তালিকাভুক্ত ভায়া ওয়েবসাইট **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi** মাধ্যমে।

আবশ্যক ফর্ম, হলফনামা, ঘোষণা ইত্যাদি দাখিল	১৯.০২.২০২৬ থেকে ২৪.০২.২০২৬ পর্যন্ত
সাইট পর্যবেক্ষণ/পর্যবেক্ষণ তারিখ	১৯.০২.২০২৬ থেকে ২৪.০২.২০২৬ (সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত সকল কাজের দিনে)
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	২৫.০২.২০২৬ সকাল ১১টার মধ্যে।

নিম্নোক্ত সম্পদ ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ -২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলশেনসের রেগুলেশন ৩২ অধীনে :

নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৭.০২.২০২৬, সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত
(প্রতিটি অসীমায়িত ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)

সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	বায়না জমা দাখিল (আইএনআর)	বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)	সময়
বিকল্প ১ (ব্লক-এ) পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কারখানা এলাকার জমি সহ সমগ্র সম্পদের বিক্রয়।	১৫,৩৯,০০,০০০	১,৫৩,৯০,০০০	৫,০০,০০০	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত।
বিকল্প ২ (ব্লক বি (১)- প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি বৈদ্যুতিক সম্পদ সহ-বৈদ্যুতিক বন্টন ব্যবস্থা -সমুদয় লট বৈদ্যুতিক কেবলস, কন্ট্রোল প্যানেলস, ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, ২ টি, ২০০০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্ল্যান্টের জন্য, সমুদয় নন-আরসিসি ফ্যাক্টরি শেড -ক্রিয়ার -স্প্যান মেটাল স্ট্রাকচারাল এবং সিটিং, ওয়ার্কশপ মেশিনারি,-টুলস এবং স্পেয়ারস, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি, ল্যাব সরঞ্জাম/স্ক্র্যাপ, অফিস সরঞ্জাম/স্ক্র্যাপ, অফিস আসবাব এবং সমুদয় পড়ে থাকা স্ক্র্যাপ এবং একটি ভেহিকেল (আরসিসি ফ্যাক্টরি ভবন এবং ২ টি গুদাম) ব্যতীত)। **সফল নিলাম ক্রেতাকে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যুর পর সর্বোচ্চ ৪ মাসের মেয়াদে সমুদয় ব্লক বি-(১) সম্পদ এবং প্রেমিসেস খালি করার সময় অনুমোদন করা হবে।**	১২,৫০,৬৪,০০০	১,২৫,০৬,৪০০	৫,০০,০০০	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
বিকল্প ৩ (ব্লক বি-(২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজধারী জমি (৯৯ বছরের লিজ শুরু ৬ অক্টোবর ১৯৯৪ থেকে) এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ৪.৯৩১২ একর (কমবেশি) জমি এবং তদস্থিত আরসিসি ফ্যাক্টরি ভবন এবং ২ টি গুদাম অবস্থিত ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর -৪ মৌজা : রামনগর, জেএল নং ১৮, গ্রাম পঞ্চায়েত -কলাতলাহাট, থানা : রামনগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজধারী জমি এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ১.০১৪৭ একর (কমবেশি) জমি এবং তদস্থিত সমুদয় পূর্ত নির্মাণ, অবস্থিত প্লট নং এল ৫,এল ৬, এল ৭, এল ১৩, এল ১৪ এবং এল ১৫, ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর -৪, মৌজা : রামনগর, জেএল নং ১৮, গ্রাম পঞ্চায়েত-কলাতলাহাট, থানা : রামনগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সফল নিলাম ক্রেতা প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ক্রেতার থেকে পৃথক, সংশ্লিষ্ট জমি হস্তান্তর করা হবে চারমাস পরে, প্রেমিসেস থেকে ব্লক বি-(১) অধীন সম্পদ অপসারণের পর।** **১ শতাংশ হস্তান্তর ফি লিজধারী জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিস্তারিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া জ্ঞাতব্য নথিতথ্যে উল্লেখ থাকবে।**	৫,৮৩,২০,০০০	৫৮,৩২,০০০	৫,০০,০০০	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত

***এতদ্বারা বিশ্লেষণাত্মক মতে পছন্দ ১(ব্লক এ) এর সম্পদের জন্য ই-নিলাম,অর্থাৎ সমুদয় কর্পোরেট ডেটরের বিক্রয় চালু সংস্থা হিসেবে সফল হয় তবে সমুদয় সম্পদ পছন্দ ২ এবং পছন্দ ৩ এর ই-নিলাম করা হবে না।**
আগ্রহী আবেদনকারীদের ই-নিলাম বিড আবেদনপত্র, ঘোষণাপত্র এবং আন্ডারটেকিং, অন্যান্য ফর্ম এবং সম্পদ বিক্রয় সম্পর্কিত শর্তাবলী সম্পর্কিত বিশদ সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিটি দেখতে হবে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত নথিপত্র, প্রযোজ্য সমস্ত শর্তাবলী সহ সম্ভাব্য দরদাতারা BAANKNET ওয়েবসাইট https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi-এর মাধ্যমে অথবা silvertonspinners.liquidation@gmail.com-এ একটি ইমেল লিখে পেতে পারেন। সফল দরদাতার ইএমডি বিক্রয় বিবেচনার অংশ হিসাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং ব্যর্থ দরদাতাদের ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডি -তে কোনও সুদ থাকবে না। সফল বিডের পরিমাণের পেমেন্ট সময়সূচীর জন্য অনুগ্রহ করে ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিটি দেখুন।
সম্ভাব্য দরদাতাদের একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তারা কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে কোনও অযোগ্যতার সম্মুখীন নন এবং যদি কোনও পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো সময় যেকোনো দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করার অথবা ই-নিলামের যেকোনো শর্তাবলী সম্প্রসারণ বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো সময় ই-নিলাম বাতিল করার অধিকারও সংরক্ষণ করেন। ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, স্থান পরিদর্শনের সময় সম্পদের মালিকানা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চার্জ, যদি থাকে, সম্পর্কে তাদের স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত এবং তাদের নিজস্ব খরচে সম্পদ পরিদর্শন করে নিজেদের সন্তুষ্ট করা উচিত।

প্রতীম বয়াল
সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড-
লিকুইডেটর বিষয় সম্পর্কিত
রেজি. নং **IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-19/12385**
প্রকল্প-নির্দিষ্ট যোগাযোগের ঠিকানা :
৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০
যোগাযোগ নম্বর : (+৯১) ৯৯০৩৮৮৬৭৮২
ইমেল আইডি (প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট) **silvertonspinners.liquidation@gmail.com**

রেজি. অফিস ঠিকানা :
ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর নং - ৪, ফলতা, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)৭৪৩৫০৪ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ : ১৯.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা ঠাকুরপুকুর শাখা (Bank of Baroda)
১৪৮/৩, ডি.এইচ. রোড, কলকাতা-৭০০০৬৩
ইমেল : thakol@bankofbaroda.com
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ঠাকুরপুকুর শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৩.১১.২০২৫** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **মেসার্স মুন প্লাস্টিক প্রোডাক্টস,** এইচ৩/৫০/৫/নিউ, জোত শিবরামপুর রোড, সুকান্ত পার্ক সরকারপুল, কলকাতা- ৭০০১৪৩; যার ব্যবসায়িক ইউনিটের ঠিকানা- গ্রাম - জালান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, থানা - সাঁকরাইল, পোঃ- অর্গোরি, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৩০২, এবং **(১) অংশীদার - শ্রী ধনঞ্জয় প্রসাদ,** পিতা - মহেন্দ্র প্রসাদ, সুকান্তপার্ক, গোপালপুর, সরকারপুল, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৪৩, **(২) অংশীদার - শ্রী সোনু কুমার,** ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৩য় ফ্লোর, ব্লক এ, অক্সফোর্ড অ্যাপার্টমেন্ট, অর্গোরি মোড়, সেবায়ন নার্সিং হোমের কাছে, আন্দুল রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৩০২ এবং **জামিনদার - শ্রীমতী উমরাবতী দেবী,** স্বামী - শ্রী ধনঞ্জয় প্রসাদ, গোপালপুর, সরকারপুল, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৪৩ -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **৬২,৭৪,৮৬৭.৯৯/- টাকা (বাষট্টি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আটশত সাতষট্টি টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা মাত্র) ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি চুক্তি অনুযায়ী আরও সুদ, চার্জ , ব্যয় ইত্যাদি বকেয়া টাকা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/অংশীদার (গণ) টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/অংশীদার (গণ)কে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল উক্ত এক্ট-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/অংশীদার (গণ) ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৬২,৭৪,৮৬৭.৯৯/- টাকা (বাষট্টি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আটশত সাতষট্টি টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা মাত্র) ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি চুক্তি অনুযায়ী আরও সুদ, চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি বকেয়া টাকা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/অংশীদার (গণ)এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

শ্রীমতী উমরাবতী দেবী, স্বামী- শ্রী ধনঞ্জয় প্রসাদ-এর নামে মৌজা গোপালপুর, থানা- বেহালা (পূর্বে মহেশতলা), পরগনা- বালিয়া, জে.এল. নং ১ (এলআরআরওআর ১০১ অনুযায়ী), আর.এস. নং ৮৬, জেলা কালেক্টর তৌজি নং ৩৪৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৫১৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৩৪৩, দাগ নং ২৭১৯-এর অন্তর্ভুক্ত মহেশতলা পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং এইচ৩/৫০/৫/নিউ, জোত শিবরামপুর রোড, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৪৩-এ অবস্থিত প্রায় **২ কাঠা ৩০ বর্গফুট (৩ ডেসিমেলের** সমতুল্য) বাস্তু জমি এবং তদুপরি স্থিত দুই তলা ভবন সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক।
সম্পত্তির চতুঃসীমা:- উত্তরে- ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ, **দক্ষিণে-** ২৭১৯ দাগের অংশ, **পূর্বে-** ১০-০ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ, **পশ্চিমে-** ২৭১৯ দাগের অংশ।

তারিখ: ১৭.০২.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: ঠাকুরপুকুর ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

চাঁচলে গাছ চুরি রুখতে গিয়ে বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সরকারি জায়গা থেকে গাছ চুরির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে গিয়ে এক কাঠ চেরাই মিল মালিক ও তাঁর ছেলের হামলায় গুরুতর জখম হলেন চাঁচল বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার। তাঁকে বাঁচাতে এসে আংশিক আহত হয়েছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বনকর্মী রমেন সরকার। সরকারি অফিসে ঢুকে লাঠি ও লোহার রড নিয়ে অফিসারের ওপর হামলার ঘটনার বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বুধবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল সদর শহর বনদপ্তরে। রক্তাক্ত অবস্থায় বন দপ্তরের ওই রেঞ্জ অফিসারকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। তাঁর মাথায় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর জখম রয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। এই ঘটনায় জখম অফিসার হামলাকারী মনিরুল ইসলাম এবং তাঁর ছেলে মিসারুল ইসলামের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। হামলাকারীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচলের বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসারের নাম দুলাল সরকার (৪২)। অভিযোগ, দশ দিন আগে চাঁচল পিডব্লিউডির একটি জায়গা থেকে অসংখ্য মূল্যবান গাছ কেটে ফেলে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চাঁচল পিডব্লিউডি কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট এলাকার বন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানান এবং তদন্তের আবেদন করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বন দপ্তরের পক্ষ থেকে শুরু হয় তদন্ত। তাতেই চাঁচলের এক কাঠ চেরাই মিল মালিক মনিরুল ইসলামের নাম উঠে আসে। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে বয়ান নেওয়া হয় এবং তাঁকে দোষী হিসাবে মামলার বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর এদিন দুপুরে মনিরুল এবং তার ছেলে মিসারুল ইসলাম বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসারের অফিসে যায়। সেখানে গিয়েই আধিকারিকের সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু করে দেয়। এরপর অফিসে থাকা লাঠি, লোহার রড দিয়ে রেঞ্জ অফিসার দুলাল সরকারকে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে বলে অভিযোগ।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বনকর্মী রমেন সরকার বলেন, 'চাঁচল পিডব্লিউডির একটি জায়গা থেকে কয়েক দিনের ব্যবধানে পরপর ১০টি পূর্ণবয়স্ক ইউক্যালিপটাস গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। বর্তমান বাজারে এক-একটি গাছের দাম প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। সেই গাছ চুরির ঘটনায় অভিযোগ আসতেই ওই মিল মালিক মনিরুল ইসলাম এর পিছনে জড়িত রয়েছে বলে জানতে পারা যায়। তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে আগে বয়ান নেওয়া হয়। এরপরই এদিন পরিকল্পনা করে অফিসে ঢুকে আচমকা রেঞ্জ অফিসারের ওপর হামলা চালায়। অফিসে লোহার রড, বাঁশ এবং লাঠি দিয়ে রেঞ্জ অফিসারের মাথায় ও শরীরে ব্যাপক আঘাত করা হয়। বড়বাবুকে বাঁচাতে গিয়ে আমাকে হেনস্তার শিকার হতে হয়। এরপর আমার চিৎকার চেঁচামেচিতে অভিযুক্ত ওই দু'জন পালিয়ে যায়।' আহত ওই রেঞ্জ অফিসার দুলাল সরকার জানিয়েছেন, 'বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে গিয়েছিলাম। তার জেরে এভাবেই আমার ওপর হামলা চালিয়েছে মনিরুল ও তার ছেলে। পুরো ঘটনার লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।' পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আক্রান্ত অফিসার লিখিত অভিযোগে মনিরুল ইসলাম এবং মিসারুল ইসলাম- দু'জনের নামে নালিশ জানিয়েছেন। অভিযুক্তদের ধরতে গোটা এলাকাজুড়ে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

দেওয়াল দখলে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ, আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এলাকা দখল করাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সংঘর্ষে জড়াল বিজেপি ও তৃণমূল। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান শহর ১২ নম্বর ওয়ার্ডে নীলপুর এলাকায়। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। আর বিধানসভা ভোটের আগেই দেওয়াল দখলকে কেন্দ্র করে গত দু'দিন ধরে দুই দলের লড়াইয়ে ক্রমশই চাপা উত্তেজনা বাড়ছিল এলাকায়।

বর্ধমান শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ড, কার দখলে থাকবে সেই নিয়েই শুরু হয় লড়াই। দেওয়ালে দেওয়ালে লাগানো হচ্ছিল বিজেপির স্টিকার আবার তৃণমূলের পক্ষ থেকেও চলছিল বিভিন্ন দেওয়ালে চুন করা। সেই দেওয়াল দখল নিয়েই অশান্তির সৃষ্টি হয়। মঙ্গলবার রাতে এই বিষয় নিয়েই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। বিজেপি ও তৃণমূল একে অপরকে দেখে স্লোগান দিতে থাকে। ঘটনার সূত্রপাত সেখান থেকেই। দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি। এর পরেই চলে ইট-পাটকেল, একে অপরকে রাস্তায় ফেলে চলে মারধর। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একজনকে আটক করে নিয়ে যায়।

বিজেপি নেতা শান্তরূপ দে জানিয়েছেন, তৃণমূল বহিরাগত গুন্ডাবাহিনী দিয়ে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালাচ্ছে। তারা বাড়ি বাড়ি প্রচার চালাচ্ছে, সেই প্রচারে বাধা দিচ্ছে। জোর করে দেওয়াল দখল করে নিচ্ছে তৃণমূল। অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যখন তাঁরা বাড়ি বাড়ি প্রচার চালাচ্ছিলেন, তখন তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাঁদের উপর হামলা চালায়। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা অন্যান্য কর্মীদের খবর দিলে সবাই একত্রিত হয়ে হামলার প্রতিরোধ করেন।

তৃণমূল নেতা শ্যামল রায় জানিয়েছেন, তাঁরা তাদের ওয়ার্ডে দেওয়াল চুন করার কাজ করছিলেন। হঠাৎ তাঁরা দেখেন বেশ কিছু যুবক মুখ ঢেকে বাইক নিয়ে এসে তাঁদের চুন করা বিভিন্ন দেওয়ালের উপর বিজেপির পোস্টার লাগিয়ে দিচ্ছিল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের নেতাদের নাম করে গালিগালাজ করছিল। তাঁরা বাধা দিতে গেলে উলটে তাঁদের মারধর করতে আসে। তখনই সংঘর্ষ বেধে যায়। তিনি অভিযোগ করেন, বহিরাগতদের দিয়ে বিজেপি বাংলা দখল করার চেষ্টা করছে, যা কখনই মানুষ মেনে নেবেন না।

আম্বেদকরের মূর্তি বসানোকে কেন্দ্র করে তৃণমূল-বিজেপির হাতাহাতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বুধবার ডঃ বিআর আম্বেদকরের মূর্তি বসানোকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে উত্তেজনা। আসানসোলের কুলটির নিয়ামতপুরের ঘটনা। কুলটির বিজেপি বিধায়ক ডঃ অজয় পোদ্দারের উদ্যোগে এবং ইস্কোর সহযোগিতায় কুলটির নিয়ামতপুর ইস্কোর রোডের পাশে ডঃ বিআর আম্বেদকরের আবক্ষ মূর্তি বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। মূর্তি বসানোর জায়গা আগের দিন অজয় পোদ্দার পরিদর্শন করেন। কিন্তু একই স্থানে তৃণমূলের উদ্যোগে ডঃ বিআর আম্বেদকরের মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিন আসানসোল পৌরনিগমের মেয়র পারিষদ সদস্য ইন্দ্রাণী মিশ্র নারকেল ফাটিয়ে এবং ছবি লাগিয়ে শিলান্যাস করেন।

ইন্দ্রাণী মিশ্র জানিয়েছেন, 'এই মূর্তি বসানোর পরিকল্পনা দীর্ঘদিনের। এটা বিজেপি হাইজ্যাক করেছিল। তাই আমরা এদিন শিলান্যাস করলাম। আগামী ১৪ই এপ্রিল এখানে বিআর আম্বেদকরের মূর্তি বসানো হবে।' কিন্তু অন্য দিকে কুলটির বিজেপি বিধায়ক ডঃ অজয় পোদ্দার কটাক্ষ করে জানিয়েছেন, এটা ইস্কোর উদ্যোগে করা হচ্ছে। তাই আগামী ২০ ফেব্রয়ারি ওখানেই বিআর আম্বেদকরের মূর্তি বসানো হবে। যদি কোনও গন্ডগোল হয়, তার জন্য প্রশাসন দায়ী থাকবে।

এদিন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি দুই দলের সমর্থকরা একে অপরের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে কুলটি থানার অন্তর্গত নিয়ামতপুর পুলিশ ফাঁড়ির বাহিনী। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

টানা দ্বিতীয়বার রাজ্যের সেরা বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতালগুলোর পরিচ্ছন্নতা ও সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত 'কায়াকল্প' মূল্যায়নে টানা দ্বিতীয় বছরের মতো রাজ্যে প্রথম স্থান অর্জন করল বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল। ২০২৫ সালের এই মূল্যায়নে রাজ্যের সমস্ত জেলা হাসপাতালের মধ্যে শীর্ষস্থান ধরে রেখে বালুরঘাট জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এক অনন্য নজির সৃষ্টি করল।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বার্ষিক উদ্যোগ 'কায়াকল্প' কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল সরকারি হাসপাতালগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি, স্যানিটেশন এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার মান যাচাই করা। যদিও এই কর্মসূচি সরাসরি চিকিৎসার গুণমান বিচার করে না, তবে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, এটি মূলত আটটি নির্দিষ্ট মাপকাঠির ওপর ভিত্তি করে হাসপাতালের পারফরম্যান্স পরিমাপ করে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ২০২৫ সালের এই সমীক্ষায় মূল জেলা হাসপাতাল ভবন এবং এর সঙ্গে যুক্ত সুপার স্পেশ্যালিটি বিভাগ; উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। গত বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবারও বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল রাজ্যের অন্য সব জেলা হাসপাতালকে পেছনে ফেলে শীর্ষস্থান দখল করেছে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালেও জেলা স্তরের হাসপাতালগুলোর মধ্যে বালুরঘাট প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। এর আগে ২০২৩ সালে এই হাসপাতালটি জাতীয় স্তরে শীর্ষস্থানে জায়গা করে নিয়েছিল এবং ২০২২ ও ২০২৪ সালেও একই উদ্যোগের অধীনে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করেছিল।

এই সাফল্য প্রসঙ্গে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমওএইচ) ডাঃ সুদীপ দাস বলেন, 'সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচ্ছন্নতা ছাড়াও আরও ছয়টি প্যারামিটার এখানে কাজ করে। ই-প্রেসক্রিপশন ব্যবস্থা চালু আছে কি না এবং চিকিৎসকরা ওষুধের জেনেরিক নাম লিখছেন কি না; মূল্যায়নের সময় এসব বিষয়ও খতিয়ে দেখা হয়। রাজ্যের অন্যান্য জেলা হাসপাতালের সঙ্গে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। এটা অত্যন্ত আনন্দের যে আমরা আমাদের মান ধরে রাখতে পেরেছি।' স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল তাদের এই কৃতিত্ব বজায় রাখতে এবং জেলায় জনস্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করতে নিরন্তর কাজ করে যাবে।

ভোটের আগেই দেওয়াল লিখনে এগিয়ে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোগলা: ২০২৬-এর বিধানসভার ভোটের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। তবে ভোটের আগে প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে প্রায় সব রাজনৈতিক দলগুলি। তার মধ্যে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস দেওয়াল লিখনে এগিয়ে। প্রার্থীর নাম না থাকলেও দেওয়াল বুকিং করে শুরু করে দিয়েছে দেদার লিখন। প্রার্থীর নাম না থাকলেও বড় বড় করে জ্বলজ্বল করছে তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, 'ঝড় হোক বা বন্যা, মানুষের পাশে অগ্নিকন্যা'। গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও শুরু করে দিয়েছেন দেওয়াল লিখন। তাতে প্রার্থীর নাম না থাকলেও তাঁরা আশাবাদী পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় আবার প্রার্থী হবেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন। এখন শুধু অপেক্ষা প্রার্থীর নাম ঘোষণার। তারপরেই দেওয়ালে জ্বলজ্বল করবে প্রার্থীর নাম।

স্কুলে খাদ্যমেলার মাধ্যমে শিশুশিক্ষা ও সচেতনতার পাঠ পুরপিতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: স্কুলে কচিকাঁচাদের খাদ্যমেলার মধ্যে দিয়ে অভিনব শিশুশিক্ষা ও সচেতনতার পাঠ পুরপিতার। বারাসাত পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের চিকিৎসক পুরপিতা ডাঃ সুমিতকুমার সাহা বরাবরই ব্যতিক্রমী কাজ করে এসেছেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে রামকৃষ্ণপুর ফ্রি প্রাইমারি স্কুল (নিউ) স্কুলের ছোট-ছোট পড়ুয়ারা বুধবার তাদের স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজন করেছিল 'খাদ্যমেলা ২০২৬'। যা ছিল অচলায়তন ভেঙে মুক্তশিক্ষার অঙ্গন। স্কুলের শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মী ও অভিভাবকদের সহায়তায় খাদ্যমেলার স্টল চালাল খুদে পড়ুয়ারা। শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে খাদ্যাভাস, সুষম খাবার, পরিবেশ রক্ষা, খাবারের মাধ্যমে আসা রোগ-জীবাণু-সহ বহু পাঠও দেওয়া হল।

মেলার মধ্যেই দেখা মিলল খুদের সাজে নিপা ভাইরাস, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর মশাদের। পাঠও দেওয়া হল তাদের থেকে বাঁচার। এছাড়া মাঠেই দেখা গেল শিশু মনের অন্তরে থাকা কার্টুন চরিত্র মোটু পাতলু, গোপাল ভাঁড়-সহ অন্যান্যদের। তাদের দিয়ে অনুষ্ঠিত হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এককথায়, খাদ্যমেলা নামকে রূপক ধরে শিশুশিক্ষার মধ্যে দিয়ে সু ও সচেতন নাগরিক গড়ে তোলায় এক অভিনব ও ব্যতিক্রমী উদ্যোগের দেখা মিলল মেলার মাঠের প্রতিটি কোণে। আর সে কারণেই মেলায় আসা ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান দেবব্রত সরকার, উপপুরপ্রধান তাপস দাসগুপ্ত, প্রাক্তন পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি, পুরপিতা পান্নালাল বসু, সমীর কুন্ডুরা এককথায় জানিয়ে দিলেন, এমন উদ্যোগ জেলায় প্রথম।

দেবব্রত সরকার জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিশুদের খুব ভালোবাসেন। শিশু পড়ুয়াদের সামগ্রিক উন্নয়নে তিনি এমনটাই চেয়ে এসেছেন। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও চান শিশুদের এভাবেই পাঠ দেওয়া হোক। এই উদ্যোগের অন্যতম কারিগর চিকিৎসক পুরপিতা ডাঃ সুমিতকুমার সাহা জানান, 'দলনেত্রী তথা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদাই মানুষের উন্নয়নে ব্যতিক্রমী কাজ করে চলেছেন। আমার অনুপ্রেরণা তাঁরাই। তাঁদের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই ছোট্ট উদ্যোগ নিয়েছিলাম। ছোট থেকেই শিশুদের আত্মনির্ভর ও শিক্ষাকে আরও বাস্তবমুখী করাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য।

আরামবাগ মহকুমায় 'দুয়ারে রেশন' পরিষেবা স্তব্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় আচমকাই বন্ধ হয়ে গেল 'দুয়ারে রেশন'-এর চাল সরবরাহ। খাদ্য দপ্তর থেকে চাল না পৌঁছনোয় রেশন ডিলাররা বাধ্য হয়ে পরিষেবা স্থগিত রেখেছেন। ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ গ্রাহকেরা। পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। জানা গিয়েছে, সালেপুর ১, সালেপুর ২, কিশোরপুর ১, কিশোরপুর ২, গৌরহাটি ২-সহ এর কিছু অংশে এই সমস্যা প্রকট আকার নিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে রেশন না পাওয়ায় বহু পরিবার অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, দ্রুত সমাধান না হলে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।

একাধিক রেশন ডিলারের অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরে খাদ্য দপ্তর বা সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে চাল সরবরাহ আসছে না। এক রেশন ডিলার জানান, 'আমাদের গুদামে পর্যাপ্ত চাল নেই। উপরের দিক থেকে সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমরা গ্রাহকদের রেশন দিতে পারছি না। গ্রাহকেরা আমাদের উপর ক্ষোভ দেখাচ্ছেন, কিন্তু বাস্তবে আমাদের হাত-পা বাঁধা।' আর এক ডিলারের কথায়, 'সরকারি নির্দেশ মেনেই আমরা কাজ করি। চাল না এলে কীভাবে দেব? প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। ফলে আমরাও দোটানায় রয়েছি।' ডিলারদের দাবি, দ্রুত চাল সরবরাহ শুরু না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে। তাঁরা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

অন্য দিকে, সাধারণ মানুষ চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এক গ্রাহকের বক্তব্য, 'প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিনে রেশন পাই। হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল কেন, তা কেউ জানাচ্ছে না। আমাদের মতো নিম্নআয়ের মানুষের জন্য এই রেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' আর একজন বলেন, 'ডিলারদের দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু সমস্যার সমাধান তো চাই। বাজারে চালের দাম বেশি। রেশন না পেলে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়বে।'

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট অংশে

ডিস্ট্রিবিউটার বা খাদ্য দপ্তর থেকে চাল সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তবে কবে থেকে পুনরায় সরবরাহ শুরু হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ঘোষণা এখনও মেলেনি। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, দ্রুত সমস্যা মিটিয়ে স্বাভাবিক পরিষেবা চালু করা হোক। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের ইঙ্গিতও দিচ্ছেন অনেকে। বর্তমানে আরামবাগ মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 'দুয়ারে রেশন' বন্ধ থাকায় ডিলার ও গ্রাহক; উভয় পক্ষই চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এখন দেখার, প্রশাসন কত দ্রুত পদক্ষেপ নেয় এবং কবে স্বাভাবিক হয় রেশন পরিষেবা।

বিজেপি কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখা: মিনাখার বামনপুকুর এলাকায় বিজেপির দলীয় কার্যালয় মিটিং চলাকালীন হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনী মারধর এবং বাইক ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে মিনাখা থানার পুলিশ যায়। এই ঘটনায় যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। পাশাপাশি তৃণমূল বলে, এটি বিজেপির সাজানো নাটক। এতে কোনও ভাবেই তৃণমূল যুক্ত নয়। ২০২৬-এ বিজেপি হেরে যাবে, তৃণমূল জিতবে, তাই আগে থেকে হারার ভয়ে এই ধরনের মিথ্যা সাজানো নাটক করছে বিজেপি। রাজ্য বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের সহ-সভাপতি কাশেম আলি তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, মিনাখায় তৃণমূলের উপর মানুষের আস্থা কমেছে। তাই বিজেপিকে ভয় পাচ্ছে। নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে বিজেপির উপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

SBI — এসবিআই এইচএলসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
১ম ফ্লোর, 'উইন্ডসর হাইটস' ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালি, ই.এম. বাইপাস
কলকাতা-৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল: sbi.16286@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি, দক্ষিণ কলকাতা** -র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক আহ্বান জানায়, ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে ঋণগ্রহীতাদের সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি, দক্ষিণ কলকাতা** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা (গণ)-এর নাম ও ঠিকানা এবং এ/সি নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা** **শ্রী পাপ্পু শ'** পিতা- বিজয় শ', ৫৪৩/৯ কালিকাপুর রোড, কলকাতা - ৭০০০৯৯। **অ্যাকাউন্ট নং-** **৪২৩০৫৯৪৪৩৯৫ (এইচবিএল),** **৪২৩০৬০৭৭৯৭৪ (সুরক্ষা)**	মৌজা - পারবাংলা, পরগনা - বালিয়া, জে.এল নং- ৪৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সাব-রেজিস্ট্রার আলিপুর (ডি.এস.আর. - আলিপুর) এবং এ.ডি.এস.আর. - বেহালা-এর এক্তিয়ারভুক্ত, মহেশতলা পৌরসভার অধীনে হোল্ডিং নং- এফ৪-৮/১৬৭/১-২, পারবাংলা বটতলা রোড, থানা - মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৪০-এ অবস্থিত 'ডিএসপি এলিট মহেশতলা' প্রকল্পের **'ধনিকতারা অ্যাপার্টমেন্ট'** -এর টাওয়ার ২, ব্লক নং- বি -এর ৩য় ফ্লোরের দক্ষিণ দিকের আবাসিক ফ্ল্যাট/ইউনিট **সি৩/২** -এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ফ্ল্যাট/ইউনিটটির মোট পরিমাপ কম-বেশি **৮৫০ বর্গফুট** (২১১ বর্গফুট সার্ভিস মেইনটেন্যান্স এরিয়া সহ), যার ইউনিট বিল্ট-আপ এরিয়া কম-বেশি **৬৩৮ বর্গফুট**। ফ্ল্যাটটিতে ২টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, ১টি সাধারণ বাথরুম, ১টি অ্যাটাচড বাথরুম, ১টি কিচেন এবং ১টি ব্যালকনি/বারান্দা রয়েছে। **সম্পত্তির চতুঃসীমা:- উত্তরে-** করিডোর, চলাচলের পথ এবং সিঁড়ি, **দক্ষিণে-** খোলা আকাশ, **পূর্বে-** ফ্ল্যাট/ইউনিট নং সি২/২, **পশ্চিমে-** ফ্ল্যাট/ইউনিট নং সি৪/২। **সম্পত্তিটি শ্রী পাপ্পু শ', পিতা- বিজয় শ'-এর নামে রয়েছে,** যা ২০২৩ সালের দলিল নং ১৬০৩১৪১৫৫ (বই নং- আই, ভলিউম নং ১৬০৩-২০২৩, পৃষ্ঠা নং ৩৭৭২৪৬ থেকে ৩৭৭৩২৯) অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সাব-রেজিস্ট্রার (ডি.এস.আর.-৩)-এ নিবন্ধিত।	১) ০৮.১২.২০২৫ ২) ১৩.০২.২০২৬ ৩) **৩৪,৯৯,৭২৯.০০ টাকা** (চৌত্রিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার সাতশত উনত্রিশ টাকা মাত্র), যা **০৮.১২.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী এবং সেই সাথে তদুপরি **০৯.১২.২০২৫** থেকে পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, চার্জ ও খরচাদি।
২.	**ঋণগ্রহীতা** **শ্রী অরুণ শর্মা** পিতা- প্রয়াত ধনিক শর্মা এবং **শ্রীমতী অনুরাধা শর্মা** স্বামী- শ্রী অরুণ শর্মা, ৪৯এম সুইনহো লেন, তালবাগান, কসবা, কলকাতা - ৭০০০৪২ **অ্যাকাউন্ট নং-** **৪০৮৮৪৩৭৭৮০২ (এইচবিএল),** **৪০৮৮৪৫১৬৭০২ (সুরক্ষা),** **৪০৮৮৪৫০০৪৫২ (টপ আপ),** **৪০৯৬৯৪২৫৮৯৯ (টপ আপ)**	মৌজা- মাদুরদহ, আর.এস. দাগ নং ৪১১, আর.এস. খতিয়ান নং ১৪-এর অন্তর্ভুক্ত এবং জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস শিয়ালদহ, জে.এল. নং ১২, তৌজি নং ২৯৯৮-এর এক্তিয়ারভুক্ত বর্তমানে কলকাতা পৌরসংস্থার ১০৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত মাদুরদহ প্রাঙ্গণ নং ১৬৭৭-এ অবস্থিত স্কিম প্লট নং- ৩৩-এর উপর প্রায় **২ কাঠা ১১ ছটাক ২৮ বর্গফুট** জমি এবং তদুপরি স্থিত সম্পূর্ণ ৩ ফ্লোর (জি+২) ভবন (গ্রাউন্ড ফ্লোর- **১০৯৬ বর্গফুট,** প্রথম ফ্লোর- **১০৯৬ বর্গফুট,** দ্বিতীয় ফ্লোর- **১০৯৬ বর্গফুট**), যা মার্বেল মেঝে বিশিষ্ট এবং ৮টি বেডরুম, ৪টি টয়লেট কাম বাথ প্রিভি রুম, ২টি ব্যালকনি, ৩টি লিভিং কাম ড্রয়িং ও ডাইনিং রুম সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এই সম্পত্তিটি কলকাতা পৌরসংস্থার অ্যাসেসি নং ৩১১০৮০৫২১৯০৩-এর অধীনে এবং এর সাথে জড়িত সকল ইজমেন্ট অধিকার এই দলিলের অংশ হিসেবে গণ্য হবে। **সম্পত্তির চতুঃসীমা:- উত্তরে-** স্কিম প্লট নং ৩৪, **দক্ষিণে-** ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, **পূর্বে-** স্কিম প্লট নং ৩২, **পশ্চিমে-** ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা। **সম্পত্তিটি শ্রী অরুণ শর্মা, পিতা- প্রয়াত ধনিক শর্মা এবং শ্রীমতী অনুরাধা শর্মা, স্বামী- শ্রী অরুণ শর্মা-এর নামে রয়েছে,** যা ২০১৬ সালের দলিল নং ১৬০৩০৫৯৬৯ (বই নং- আই, ভলিউম নং ১৬০৩-২০১৬, পৃষ্ঠা নং ১৭৩৫৩৫ থেকে ১৭৩৫৬৩) অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সাব-রেজিস্ট্রার (ডি.এস.আর.-৩)-এ নিবন্ধিত।	১) ০৩.১২.২০২৫ ২) ১৭.০২.২০২৬ ৩) **১,৯২,৪১,৯৯৭.০০ টাকা (এক কোটি বিরানব্বই লক্ষ একচল্লিশ হাজার নয়শত সাতানব্বই টাকা মাত্র), যা ০৩.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং সেই সাথে তদুপরি আনুষঙ্গিক ব্যয়, চার্জ ও খরচাদি।
৩.	**ঋণগ্রহীতা** **শ্রীমতী জয়া শ'** স্বামী- শ্রী পাপ্পু শ', ৫৪৩/৯ কালিকাপুর রোড, কলকাতা - ৭০০০৯৯। **অ্যাকাউন্ট নং-** **৪২৩০৫৭৬১৮১০ (এইচবিএল),** **৪২৩০৫৮৮৯২০৭ (সুরক্ষা)**	মৌজা - পারবাংলা, পরগনা - বালিয়া, জে.এল নং- ৪৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সাব-রেজিস্ট্রার আলিপুর (ডি.এস.আর. - আলিপুর) এবং এ.ডি.এস.আর. - বেহালা-এর এক্তিয়ারভুক্ত, মহেশতলা পৌরসভার অধীনে হোল্ডিং নং- এফ৪-৮/১৬৭/১-২, পারবাংলা বটতলা রোড, থানা - মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৪০-এ অবস্থিত 'ডিএসপি এলিট মহেশতলা' প্রকল্পের **'ধনিকতারা অ্যাপার্টমেন্ট'** -এর টাওয়ার ২, ব্লক নং- বি -এর ৩য় ফ্লোরে দক্ষিণ দিকের আবাসিক ফ্ল্যাট/ইউনিট **সি২/২** -এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ফ্ল্যাট/ইউনিটটির মোট পরিমাপ কম-বেশি **৮৫০ বর্গফুট** (২১১ বর্গফুট সার্ভিস মেইনটেন্যান্স এরিয়া সহ), যার ইউনিট বিল্ট-আপ এরিয়া কম-বেশি **৬৩৮ বর্গফুট**। ফ্ল্যাটটিতে ২টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, ১টি সাধারণ বাথরুম, ১টি অ্যাটাচড বাথরুম, ১টি কিচেন এবং ১টি ব্যালকনি/বারান্দা রয়েছে। **সম্পত্তির চতুঃসীমা:- উত্তরে-** করিডোর, চলাচলের পথ এবং সিঁড়ি, **দক্ষিণে-** খোলা আকাশ, **পূর্বে-** ফ্ল্যাট/ইউনিট নং সি১/২, **পশ্চিমে-** ফ্ল্যাট/ইউনিট নং সি৩/২। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী জয়া শ', স্বামী- শ্রী পাপ্পু শ'-এর নামে রয়েছে,** যা ২০২৩ সালের দলিল নং ১৬০৩১৪১৫৬ (বই নং- আই, ভলিউম নং ১৬০৩-২০২৩, পৃষ্ঠা নং ৩৭৭১৬১ থেকে ৩৭৭২৪৫) অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সাব-রেজিস্ট্রার (ডি.এস.আর.-৩)-এ নিবন্ধিত।	১) ০৮.১২.২০২৫ ২) ১৩.০২.২০২৬ ৩) **৩৪,৯৩,৫৫৮.০০ টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশত আটান্ন টাকা মাত্র), যা ০৮.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং সেই সাথে তদুপরি ০৯.১২.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, চার্জ ও খরচাদি।

তারিখ: ১৩.০২.২০২৬ এবং ১৭.০২.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ (এসএএমএল)
কলকাতা শাখা,১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় তল,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, কলকাতা , ৭০০ ০০১
ই-মেইল: samlkolkata@indianbank.bank.in
ফোন নং: (০৩৩) ২২৩১ ১৪৭১

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৯(১) ও ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন (প্রযোজ্য হিসাবে)]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১) ও ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকিকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তিগুলির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএএম লার্জ কলকাতা শাখার (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১০.০৩.২০২৬** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএএম লার্জ কলকাতা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)**-এর বকেয়া পাওনা অর্থ **৫,৫১,৭৮,২৩৬.০০ টাকা** (পাঁচ কোটি একান্ন লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশত ছত্রিশ টাকা মাত্র) **০৩.০৫.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ **মেসার্স দাতা বাবা ফুড প্রোডাক্টস (ঋণগ্রহীতা),** শ্যামসুন্দর (ডাক্তার ঢাল), পোঃ - শ্যামসুন্দর, থানা - রায়না, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ-এর কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করার জন্য।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর /অস্থাবর সম্পত্তি (সমূহ)-র বিশদ বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) **১. মেসার্স দাতা বাবা ফুড প্রোডাক্টস (ঋণগ্রহীতা),** শ্যামসুন্দর (ডাক্তার ঢাল), পোঃ - শ্যামসুন্দর, থানা - রায়না, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ। **২. জনাব শেখ সবুর আলী (অংশীদার, বন্ধকদাতা এবং জামিনদার)** বহরমপুর, পোঃ - শ্যামসুন্দর, থানা - রায়না, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ। **৩. জনাবা ফিরোজা বেগম (অংশীদার এবং জামিনদার),** বহরমপুর, পোঃ - শ্যামসুন্দর, থানা - রায়না, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ। **৪. শ্রী বাপন রায় (বন্ধকদাতা এবং জামিনদার)** বহরমপুর, পোঃ - শ্যামসুন্দর, থানা - রায়না, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ। **৫. জনাব সফিকুল ইসলাম শেখ (বন্ধকদাতা এবং জামিনদার)** বহরমপুর, পোঃ - শ্যামসুন্দর, থানা - রায়না, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ। **৬. শ্রী অমিত ভৌমিক (বন্ধকদাতা এবং জামিনদার)** ওল্ড জি. টি. রোড, পোঃ - শক্তিগড়, থানা - বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ১০১, পশ্চিমবঙ্গ। **৭. শ্রী রাজীব ভৌমিক (বন্ধকদাতা এবং জামিনদার),** ধান্যঘোরী বন্দর, হুগলী, খানাকুল - ২, পিন - ৭১২ ৪১৭, পশ্চিমবঙ্গ। **এছাড়াও-** শক্তিগড় দক্ষিণ বাজার, বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা শাখা**	**সম্পত্তি ১: ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন; মেসার্স দাতা বাবা ফুড প্রোডাক্টস-এর নামে** অবস্থিত এবং চিহ্নিত জমি, যা মৌজা - শ্যামসুন্দর, জে.এল নং ৭২, এলআর খতিয়ান নং ৪৭৯৭, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৪০ ও ৩৫৭২, শ্যামসুন্দর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, থানা - রায়না, পিন - ৭১৩ ৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। এখানে ১৮৮০ দাগের অধীনে কমবেশি ৬০ ডেসিমেল/শতক জমি এবং ২৫০৪ দাগের অধীনে কমবেশি ৫০ ডেসিমেল/শতক জমি, সেই সাথে ৩৪২০.৫৩ বর্গফুট মিলিং ইউনিট, ২২২৭.১২ বর্গফুট ধানের গুদাম, ২০৩১ বর্গফুট অ্যাসবেস্টস শেড (মিলিং ইউনিটের পিছনের অংশ), ১৫৯৯.৬৯ বর্গফুট চালের গুদাম, দুই তলা অফিস ভবন যার আরসিসি ছাদ বিশিষ্ট গ্রাউন্ড ফ্লোর ৪৯১.৫১ বর্গফুট ও আরসিসি ছাদ বিশিষ্ট দ্বিতীয় ফ্লোর ৫২৩.৯৮ বর্গফুট, ৬৩৯.৭৮ বর্গফুট লিন-টু শেড ৬৫১.৫৮ বর্গফুট আরসিসি ছাদ বিশিষ্ট ইলেকট্রিক বিল্ডিং, ১০৫২.৯১ বর্গফুট লোডিং ও আনলোডিং শেড এবং কমবেশি ৪০০.৪৯ বর্গফুটের লেবার শেড-সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা নিম্নলিখিত দলিলমূলে বিদ্যমান- ১. রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ০৪৩৬৮/২০১২ তারিখ ৩১.১০.২০১২, ২. দানপত্র দলিল ৪৫৩৬/১২ তারিখ ১৪.১১.২০১২ ৩. রেজিস্টার্ড দানপত্র দলিল ৪৫৩৭/১২ তারিখ ১৪.১১.২০১২ ৪. রেজিস্টার্ড দানপত্র দলিল ৪৫৩৮/১২ তারিখ ১৪.১১.২০১২ ৫. রেজিস্টার্ড দানপত্র দলিল ৪৫৩৯/১২ তারিখ ১৪.১১.২০১২ ৬. রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ৩৯৪৯/২০১৩ তারিখ ০২.০৮.২০১৩ ৭. রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ৩৯৫০/২০১৩ তারিখ ০২.০৮.২০১৩ ৮. রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ৪৬৭৯/২০১৬ তারিখ ২৮.১০.২০১৬ ৯. রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ৪৬৮১/২০১৬ তারিখ ২৮.১০.২০১৬। **সম্পত্তির চতুঃসীমা:** উত্তরে- অন্যদের ফাঁকা জমি দ্বারা, দক্ষিণে- অন্যদের ফাঁকা জমি দ্বারা, পূর্বে- অন্যদের ফাঁকা জমি দ্বারা, পশ্চিমে- শ্যামসুন্দর-রায়না রোড ও অন্যদের ফাঁকা জমি দ্বারা। **সম্পত্তি ২: প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি :** শ্যামসুন্দর গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন মৌজা- শ্যামসুন্দর, থানা - রায়না, জেলা - পূর্ব বর্ধমান (উল্লেখ্য- মূল টেক্সটে পিন ৭১৩ ৪২৪-এর সাথে জেলা হুগলি থাকলেও এটি বর্ধমান জেলা নির্দেশিত), **মেসার্স দাতা বাবা ফুড প্রোডাক্টস-এর নামে অবস্থিত** প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তি ৩: জনাব সবুর আলীর নামে অবস্থিত জমি এবং ভবন;** যা মৌজা - নান্দাল, জে.এল নং ২২, আরএস ও এলআর দাগ নং ২১৩৬/২৬৩৭, এলআর খতিয়ান নং ১৪০৩, নারুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা - রায়না, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত ৯ (নয়) ডেসিমেল = ০.০৯ একর বাস্তু জমি এবং তদুপরি ভবন সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা ১৫.০৬.২০১৫ তারিখের দলিল নং আই-২১৭৭ মূলে বিদ্যমান। **সম্পত্তির চতুঃসীমা-** উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা এবং শেখ নাসির ও শেখ হিয়াকত আলীর বাড়ি দ্বারা, দক্ষিণে- অন্যদের ফাঁকা জমি দ্বারা, পূর্বে- শওকত আলীর বাড়ি দ্বারা, পশ্চিমে- অন্যদের কৃষি জমি দ্বারা। **সম্পত্তি ৪ : শ্রী বাপন রায়,** পিতা- শ্রী রবীন্দ্রনাথ রায় -এর নামে অবস্থিত জমি এবং কাঠামো; যা মৌজা - বহরমপুর, পোঃ - শ্যামসুন্দর, থানা - রায়না, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, আরএস ও এলআর দাগ নং ২৩৮, এলআর খতিয়ান নং ১৯৭৮, জে.এল নং ৫০-এ অবস্থিত ০.০৪ একর বাস্তু শ্রেণিতে পরিবর্তিত জমি সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা ০৪.০৩.২০১৫ তারিখের দলিল নং আই-৮৫৪ মূলে বিদ্যমান। **সম্পত্তির চতুঃসীমা-** উত্তরে- গঙ্গাধর রায়ের বাড়ি দ্বারা, দক্ষিণে- মনীন্দ্রনাথ রায়ের বাড়ি দ্বারা, পূর্বে- পুকুর দ্বারা, পশ্চিমে- পঞ্চায়েত কংক্রিট রাস্তা দ্বারা।	**৫,৫১,৭৮,২৩৬.০০ টাকা** (পাঁচ কোটি একান্ন লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশত ছত্রিশ টাকা মাত্র) **০৩.০৫.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	সম্পত্তি ১: **ক) ২,১৮,০০,০০০.০০ টাকা ( )** (দুই কোটি আঠারো লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ২১,৮০,০০০.০০ টাকা** (একুশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ২৫,০০০.০০ টাকা** (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30101909643A** **সম্পত্তি ২ :** **ক) ১০,০০,০০০.০০ টাকা ( )** (দশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30101909643B** **সম্পত্তি ৩ :** **ক) ১৯,২৭,০০০.০০ টাকা ( )** (উনিশ লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৯২,৭০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার সাতশত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30101909643C** **সম্পত্তি ৪ :** **ক) ৯,৯২,০০০.০০ টাকা ( )** (নয় লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৯৯,২০০.০০ টাকা** (নিরানব্বই হাজার দুইশত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30101909643D** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোচ্চ জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে, সম্পত্তির উপর কোনো দায়ভার নেই।** **চ) গঠনমূলক দখল**

যোগাযোগের ব্যক্তি: কুনওয়ার জীতেন্দ্র সিং (অনুমোদিত অফিসার), মোবাইল নং - ৯৩২৪১ ৬৮৪৬৬

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ১৭.০২.২০২৬ থেকে ০৫.০৩.২০২৬; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বেলা ০৩.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১০.০৩.২০২৬; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: (**https://baanknet.com**) এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ অংশীদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৬.০২.২০২৬/ স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

‘দেশের নিরাপত্তার জন্য রাহুল গান্ধি বিপজ্জনক’

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি: দেশের নিরাপত্তার জন্য ভীষণ বিপজ্জনক কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। লোকসভায় বিরোধী দলনেতাকে এই ভাষাতেই আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। এমনকি তাঁর সঙ্গে ভারত-বিরোধী শক্তি এবং মাওবাদীদের যোগ রয়েছে বলে দাবি করেন রিজিজু।

সম্প্রতি সংবাদমাধ্যম এএনআই-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে রিজিজু বলেন, ‘সংসদীয় গণতন্ত্রে সর্বদাই হট্টগোল এবং গোলমাল থাকবে। প্রতিটি দলের নিজস্ব এজেন্ডা থাকে এবং তারা সংসদে তা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে এসবের মাঝে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে তা-ও দেখতে হবে। বিরোধী দলে থাকাকালীন আমরা স্পিকারের দিকে কাগজপত্র ছুঁড়ে মারিনি।’ এরপরই রাহুলকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘একজন বিরোধী দলনেতা গোটা বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। সংসদের বাইরে চলে যাওয়া, মানুষজনকে বিশ্বাসঘাতক বলা, অপ্রকাশিত বই থেকে লাইন উদ্ধৃত করা, এই সবই শিশুসুলভ আচরণ।’

এপস্টেইন ফাইলসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম নিয়ে সম্প্রতি রাহুলকে বিরোধিতা করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গটিও উথ্থাপন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

তাঁর কথায়, ‘রাহুল সর্বদা মিথ্যা কথা বলেন। যদি প্রধানমন্ত্রী কারও সঙ্গে দেখা করে থাকেন, অথবা যদি কোনও নথি থাকে, তাহলে তা উপস্থাপন করা হোক। জোর করে প্রধানমন্ত্রীর নাম সংযোজন করা হচ্ছে। এটা চরম হতাশার।’ এরপরই রিজিজু বলেন, ‘ভারতের নিরাপত্তার জন্য রাহুল ভীষণ বিপজ্জনক। তাঁর সঙ্গে ভারত-বিরোধী শক্তি, মাওবাদী এবং চরমপন্থীদের যোগ রয়েছে। জর্জ সোরোসের মতো ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন।’

এখনই দেশে ফিরছেন না পলাতক শিল্পপতি বিজয় মাল্য

মুম্বই, ১৮ ফেব্রুয়ারি: দেশে কবে ফিরতে পারবেন, তা নির্দিষ্ট ভাবে বলা সম্ভব নয়। আদালতে এমনটাই জানালেন করলেন পলাতক শিল্পপতি বিজয় মাল্য। ‘কিংফিশার’-এর প্রাক্তন কর্ণধার বর্তমানে ব্রিটেনের লন্ডনে রয়েছেন। বুধবার বম্বে হাইকোর্টের এক মামলায় আইনজীবী মারফত তিনি জানান, বর্তমানে তাঁর ইংল্যান্ড এবং ওয়েল্স ছেড়ে বেরোনোর অনুমতি নেই। তাই কবে ভারতে ফিরতে পারবেন, তা-ও বলা সম্ভব নয়। মাল্যের বিরুদ্ধে পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী আইন-এর আওতায় মামলা চলছে। ওই মামলার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন শিল্পপতি। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী চন্দ্রশেখর এবং বিচারপতি গৌতম ওয়াংখেড়ের বেঞ্চে মামলাটি চলেছে। আদালত জানায়, মাল্য যদি চান যে তাঁর আবেদনটি বিবেচনা করে দেখা হোক, তবে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হবে।

মাল্যের আইনজীবী বলেন, ‘ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ছেড়ে যাওয়া বা ছাড়ার চেষ্টা করার কোনও অনুমতি নেই তাঁর (মাল্যের)। অন্য দেশে সফরের জন্য প্রয়োজনীয় নথির আবেদন করার বা নিজের কাছে রাখারও অনুমতি নেই। ফলে মাল্য কবে ভারতে ফিরবেন, তা নির্দিষ্ট ভাবে বলা যাচ্ছে না।’ মাল্যের আইনজীবী সওয়াল করেন, পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী আইনের মামলাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য তাঁর মক্কেলের সশরীরে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই। পাশাপাশি, তাঁর মক্কেলকে নিম্ন আদালত যে পলাতক ঘোষণা করেছে, সেই নির্দেশকেও চ্যালেঞ্জ করে একটি মামলা দায়ের করেছেন আইনজীবী। এই মামলায় কেন্দ্রকে নিজেদের বক্তব্য জানানোর জন্য বলেছে বম্বে হাইকোর্ট।

আদালতের ওই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বুধবার মাল্যের আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেল বর্তমানে দেশে ফেরার পরিস্থিতিতে নেই। পলাতক শিল্পপতির একটি লিখিত বক্তব্য তিনি এজলাসে পাঠ করেন। সেখানে মাল্য ভারতে ফিরতে না পারার কারণ হিসাবে আদালতে জানানো হয়, ২০১৬ সালে তাঁর ভারতীয় পাসপোর্ট বাতিল করে দেয় সরকার। ফলে তাঁর কাছে এখন কোনও ভারতীয় পাসপোর্ট নেই। তা ছাড়া ব্রিটিশ আদালতও তাঁর দেশত্যাগের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফের এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

খুনের চেষ্টা হচ্ছে ইমরানকে!

ইসলামাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি: খুন করার চেষ্টা হচ্ছে ইমরান খানকে! আর সেই চেষ্টা করছেন মহসিন নকভি ও আসিম মুনির। এরকমই বিস্ফোরক অভিযোগ পাকিস্তানের বিশ্বজয়ী অধিনায়কের বোনেদের। সম্প্রতি ইমরানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ডঃ উজমা খান ও আলিমা খান অভিযোগের আঙুল তুলছেন দু’জনের দিকে। মহসিন নকভি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং আসিম মুনির সেদেশের সেনা সর্বাধিনায়ক।

একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ২০২৩ সালে ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করেছিল শাহবাজ সরকার। বর্তমানে ৭৩ বছর বয়সি ইমরান বন্দি রয়েছেন আদিয়ালা জেলে। গত কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল জেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ইমরান। জানা যাচ্ছে, ৮৫ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন ইমরান। চিকিৎসার জন্য তাঁকে জেল থেকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরিকল্পনা চলছে। সেখানে স্ত্রী বুসরা বিবির সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে নকভি ও মুনির মিলে ‘কাপ্তান’কে খুনের চক্রান্ত করছেন বলে অভিযোগ বোনেদের। ইতিমধ্যে পাঁচটি দেশের ১৪ জন প্রাক্তন অধিনায়ক যৌথভাবে চিঠি লিখেছেন পাক সরকারকে। সুনীল গাভাসকর-কপিল দেব ছাড়াও সেখানে সই করেছেন মাইকেল আথারটন, অ্যালান বর্ডার, মাইকেল ব্রিয়ারলি, গ্রেগ চ্যাপেল, ইয়ান চ্যাপেল, বেলিন্ডা ক্লার্ক, ডেভিড গাওয়ার, কিম হিউজ, নাসের হুসেন, ক্লাইভ লয়েড, স্টিভ ওয়া, জন রাইটরা। তাঁদের বক্তব্য, ‘ক্রিকেটদুনিয়ায় ইমরান একজন কিংবদন্তি। সম্প্রতি ইমরানের স্বাস্থ্য নিয়ে যা খবর ছড়িয়েছে, বিশেষত জেলে থাকাকালীন তাঁর দৃষ্টিশক্তি কার্যত শেষ হতে বসেছে-সেসব শুনে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আমরা মনে করি ইমরানের মতো বড়মাপের মানুষকে সম্মান এবং মৌলিক অধিকার দেওয়া অবশ্যই উচিত। পাক সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, অবিলম্বে ইমরানের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।’

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক চালু করল ‘হ্যালো ক্যাশব্যাক’ ক্রেডিট কার্ড

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি: প্রথমবারের মতো ক্রেডিট ব্যবহারকারী এবং ডিজিটালি সক্রিয় ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সিদের জন্য ‘হ্যালো ক্যাশব্যাক’ ক্রেডিট কার্ড চালু করল আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক। ফিক্সড ডিপোজিট সমর্থিত এই ক্রেডিট কার্ডের লক্ষ্য হলো নতুন গ্রাহকদের সহজে ক্রেডিট ব্যবস্থার আওতায় আনা।

এই কার্ডে রয়েছে ধাপে ধাপে ক্যাশব্যাক সুবিধা। অনলাইনে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত খরচে মিলবে ৩ শতাংশ ক্যাশব্যাক। ১০,০০০-টাকার বেশি অতিরিক্ত অনলাইন খরচে ৫ শতাংশ ক্যাশব্যাক দেওয়া হবে, যা প্রতি বিলিং চক্রে সর্বোচ্চ ১,০০০ টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। ইন-স্টোর, ইউপিআই এবং প্রয়োজনীয় খাতে, যেমন ইউটিলিটি বিল, শিক্ষা ও বিমা, খরচে মিলবে ১ শতাংশ ক্যাশব্যাক। ব্যাংকের অ্যাপের মাধ্যমে ট্রাভেল বুকিং করলে সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ পর্যন্ত মোট ক্যাশব্যাক পাওয়া যাবে। তবে মাসিক মোট ক্যাশব্যাকের সর্বোচ্চ সীমা রাখা হয়েছে ১,৫০০ টাকা। ন্যূনতম ১০,০০০ টাকার ফিক্সড ডিপোজিটের বিপরীতে এই কার্ড নেওয়া যাবে। এতে গ্রাহকরা পাবেন ১০০ শতাংশ এফডি-সংযুক্ত ক্রেডিট লিমিট, যার মাধ্যমে এফডি-র সুদ উপভোগ করার পাশাপাশি নিজেদের ক্রেডিট হিস্ট্রি গড়ে তুলতে পারবেন। কার্ডটির যোগদানের ফি ১,০০০ টাকা, যা ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত চালু থাকবে। এছাড়া বছরে ২ লক্ষ টাকা খরচ করলে ১,০০০ টাকা বার্ষিক ফিও সম্পূর্ণ মকুব হবে।

ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড, ফাস্ট্যাগ ও লয়্যালটি বিভাগের প্রধান শিরীষ ভান্ডারি জানান, তরুণ প্রজন্ম যারা অনলাইন-প্রথম ও ইউপিআই-নির্ভর লেনদেনে অভ্যস্ত, তাদের কথা মাথায় রেখেই এই কার্ডটি তৈরি করা হয়েছে। শুরু থেকেই ডিজিটাল পেমেন্টে আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।

সম্পূর্ণ ডিজিটাল এই ক্রেডিট কার্ডের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে আবেদন করা যাবে।

কুনোয় ৫ শাবকের জন্ম দিল জেমিনি

ভোপাল, ১৮ ফেব্রুয়ারি: মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে দক্ষিণ আফ্রিকার চিতা জেমিনি জন্ম দিল তিনটি চিতার। বুধবার সকালে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এই খবর জানিয়েছেন। এই নিয়ে কুনোয় জন্ম নেওয়ার শাবকের সংখ্যা পৌঁছল ৯-এ। জানা গিয়েছে, জেমিনি দ্বিতীয়বার শাবকের জন্ম দিল।উল্লেখ্য, দ্বিতীয়বার মসনদে ফিরে ভারতের জঙ্গলে পুনরায় চিতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ‘প্রজেক্ট চিতা’র আওতায় ২০২২ সালে নামিবিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মোট ১০টি চিতা আনা হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে। সেই প্রকল্প অনুযায়ী, ২০২২-২৩-এর মধ্যে আফ্রিকার নামিবিয়া-সহ নানা দেশ থেকে মোট ২০টি চিতাকে ভারতে আনা হয়েছিল। সেই চিতাদের কুনো জাতীয় উদ্যানে ছাড়েন প্রধানমন্ত্রী। তাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি হয় সেখানে। তার মধ্যে নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে যে চিতারা এখনও বেঁচে, তা গড় হারের চেয়ে বেশি। বিশেষজ্ঞদের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নতুন পরিবেশে মাত্র ৪০ শতাংশ চিতাই বাঁচতে পারে।

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2086/25-26 Dated 17.02.2026	Construction of Concrete Road beside Pranab Das House at Sarat Sarani Ganashakti more in Ward No.-09 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,79,656.00

Bid Submission end date: **27.02.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-74/2025-26 Dated 29.01.2026 (Sl. No. 1 & 2)
ADDA/DGP/ED/N-76/2025-26 Dated 06.02.2026 (Sl. No. 1)

Time Extension Notice

The Last date of online submission has been extend up to 25.02.2026 in place of 16.02.2026 for **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_995507_1 **(2)** Tender ID No. 2026_ADDA_995535_1 **(3)** Tender ID No. 2026_ADDA_1000583_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA. **Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA**

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331

E-TENDER

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Invites e-tender for execution of 1 (One) no. of Civil work from all Govt. contractors having credential of similar nature of work.
NIT No.: WBMAD/ ULB/DHM/NIT-06/370 (e)/2025-26. Dated-18.02.2026.
Bid Submission Start Date-**19.02.2026**
Bid Submission End Date: **26.02.2026**
Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

BONGAON MUNICIPALITY

1. Construction of Surface Drain
Tender reference: 342/B.M./2025-26/APAS
Date: 18-02-2026.
1. Last date and time receiving application- **21.02.2026 at 14.00.** 2. Last date and time of purchasing for tender documents- **24.02.2026 at 14.00.** 3. Date & time and place for dropping of tender documents- **26.02.2026 at 14.00.** 4. Date & time and place for Opening of tender document- **26.02.2026 at 16.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

Kanachi Gram Panchayat
Under May-1 Dev. Block
Vill-Kharasinpur,<P.O.- Katigram, P.S.-Mallarpur, Dist.- Birbhum, Pin-731216

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide eNit No.-**WB/BIR/MAY1/KAN/42/2025-26 dated 18/02/2026** bid submission date is **19/02/2026 from 5:00 PM** onwards to Last date **03/03/2026 till 5.00 PM.** For more information Visit to www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Prodhan
Kanach Gram Panchayat
P.O.- Katigram, Dist- Birbhum

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 2nd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 69/WS/Eng/26 Dt. 16-01-26
N.I.E. EQ. No. 44/WS/Eng/26 Dt. 09-01-26
Bid Submission period: 25.02.26 instead of 17.02.26
Bid Submission period: 25.02.26 instead of 16.02.26
2nd Call 4th Corrigendum Notice
N.I.E. ET. 44/WS/Eng/25 Dt. 02-09-25
Bid Submission period: 25.02.26 instead of 18.02.26
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC. **Sd/- SE,**
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER & TENDER
3rd Call
N.I.E. ET. No. 90/PW/Eng/APAS/25 Dt. 11-11-25 & T- 150, 136, 143, 148, 138/PW/Eng/APAS/25-26 (2nd Call) Dt. 30-01-26, 31-12-25, 19-01-26, 28-01-26, 09-01-26
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

GANGASAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Gangasagar, P.S.: Gangasagar Coastal ,Dist.: 24 pgs (S)

ABRIDGE NIT

On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs dist. invites bids for 2no.BP road, 1no. tube well, 3 nos. community latrine,2 nos cc road,1 no. renovation toilet, 3 nos. renovation sluice, 1 no. hume pipe, upgradation rest shed 1no. under Gangasagar GP (vide NIT NO.34). The Estimated Cost of each scheme including GST & L. Cess is Rs 249794, Rs. 349102, Rs.349410, Rs. 349410, Rs. 349410, Rs. 349621, Rs.196701, Rs. 145020, Rs. Rs.331997, Rs. 165999, Rs.165999, Rs. 345892, Rs. 115562 respectively. The last bid submission date is **25/02/2026 till 06:00 pm.** Visit to our GP Office.
Sd/- Pradhan
Gangasagar Gram Panchayat

e-Tender No.- DHE/NC/NIeT-10 of 2025-26

Online Bid is invited by Nistarini College, Purulia for- **NIeT-10 of 2025-26 for Laboratory Equipments.** All NIeTs documents download and bid submission starting date (online)- **18.02.2026 from 1.00 P.M.** and bid submission end date (online)- **25.02.2026 upto 01.00 P.M.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.
Sd/-
Principal
Nistarini College
Purulia, WB

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-QUOTATION
N.I.E. EQ. No. 54/WS/Eng/26 Dt. 17-02-26
N.I.E. EQ. No. 55/WS/Eng/26 Dt. 17-02-26
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER
2nd Call
N.I.E. ET. No. 97, 98, 99, 109, 112, 112 (Part-1), 130, 94, 117, 92, 120, 129, 121, 125, 124, 122, 116, 123/PW/Eng/APAS/25 Dt. 14-11-25, 18-11-25, 21-11-25, 24-11-25, 03-12-25, 13-11-25, 26-11-25, 12-11-25, 27-11-25, 03-12-25, 27-11-25, 28-11-25, 26-11-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 602 and 604 to 613/2025-2026 Dated- 18-02-2026

e-Tenders are invited by the Executive Engineer/General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of supply works, Civil and Electrical works at district Alipurduar, Dakshin Dinajpur, North 24 Parganas, Burdwan, Jalpaiguri and Hooghly. Tender document may be downloaded from. **http:// wbtenders.gov.in.** Bid submission start date after **18-02-2026 06.30 pm.** Bid submission end date upto **25-02-2026, 28-02-2026, 13-02-2026 and 06-03-2026 upto 11.30 am. and 06.00 pm.**
Date: 18.02.2026 **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat
Under Sagardighi Dev. Block.
Vill,-Jotkamal,P.O –Megha-Sihara, Dist- Murshidabad.

NOTICE INVITING e-Tender

e-tender are invited through on-line bid system under following tender **NIT No -08/ BOKHARA-|| GP/15th FC/ 2025-26, Dated-12/02/2026**, The Last Date of application of tender is **20/02/2026 upto 15.00 hours.** For details please visit website **http:// wbtenders. gov.in**
Md. Safirul Islam
(Prodhan, Bokhara-II GP)

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Drain in Ward No. - 17 within Bongaon Municipality under the scheme of “AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)”.
Tender reference: WBMAD/NIeT/240/BM/2025-26/APAS(3rd.Call)
Date: 18.02.2026
Tender ID: 2026_MAD_5012376_1. Bid Submission Start date- **18.02.2026 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **23.02.2026 at 14:00.** 2. End date- **25.02.2026 at 18:55.** 3. Bid opening date- **27.02.2026 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Supply of Soft Starters for 15 MGD WTP at Angadpur and Piyala Pumping Station under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-175 /25-26
Tender ID : 2026_MAD_1009872_1
Last Date : 04th March 2026, up to 03:00 pm
2) Name of the Work: Run the Canteen within Durgapur Municipal Corporation Office Building on the basis of lease.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-299/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1010074_1
3) Name of the Work: Lease Contract for Jalkhabar Gali Pukur at Benachity, Durgapur for One Year.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-313/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1010107_1
4) Name of the Work: Lease Contract for running the Parking Zone including Sauchalay at Jalkhabar Gali, Benachity, Durgapur- 13 for One Year.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-314/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1010140_1
Last Date : 26th February 2026, up to 03:00 pm
For details : wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Engineer Durgapur Municipal Corporation

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of C.C. Road in Ward No. - 17 within Bongaon Municipality under the scheme of “AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)”.
Tender reference: WBMAD/NIeT/239/BM/2025-26/APAS(3rd.Call)
Date: 18.02.2026
Tender ID: 2026_MAD_5012377_1, 2026_MAD_5012377_2, 2026_MAD_5012377_3.
Bid Submission Start date- **18.02.2026 at 18:55.** 1. Prebid meeting date-**23.02.2026 at 14:00.** 2. End date- **25.02.2026 at 18:55.** 3. Bid opening date- **27.02.2026 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Constructional renovation of Ichhamati River ghat, in ward no.-05, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference: WBMAD/NIeT/229/BM/25-26/APAS/A 2ND CALL
Date: 18.02.2026
TENDER ID: 2026_MAD_5012437_1
1. Bid Submission Start date- **18.02.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date- **23.02.2026 at 14.00.** 3. End date- **25.02.2026 at 18.00.** 4. Bid opening date- **27.02.2026 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

Notice Inviting e-Tender & Corrigendum

The Block Development Officer, Bhatar Development Block & The Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti **Notice Ref. Notice Invites Corrigendum Ref. e-NIT No.- BHATAR BDO & PS/34/2025-26, Dated- 02/02/2026.** Last Date of Bid Submission : **23/02/2026.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer & Executive Officer
Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti
Bhatar : Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender & Corrigendum

The Block Development Officer, Bhatar Development Block & The Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti **Notice Ref. BHATAR PS/29/2025-26, Dated-17/02/2026, BHATAR PS/30/2025-26, Dated- 17/02/2026.** Last Date of Bid Submission : **25/02/2026.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer & Executive Officer
Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti
Bhatar : Purba Bardhaman

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/658/25-26/2nd Call dated : 17.02.2026	Construction of Concrete Road With Covered Drain and UC Bullah Pilling At Bangalpara, In Ward No-33 Under Rajpur Sonarpur Municipality i)From H/O Wohav to H/O Sahid Molla, ii)From H/O Matom to Abdul Mannan Molla,via Sahid Molla, iii)H/O Raju to H/O Chottu, iv)H/O Amin to H/O Ainal Mondal.	Rs. 14,79,815.00
WBMAD/ULB/RSM/685/25-26/2nd Call Dated 17.02.2026	Construction of Concrete Road from Sarad Pally Hanuman Mandir to Deshbandhu Park Auto Stand Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 21,15,494.00
WBMAD/ULB/RSM/2087/25-26 Dated 17.02.2026	Construction of Two Storied Ward Office Building in Ward No. 14, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 32,79,530.00

Bid Submission end date: **09.03.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Notice Inviting e-Tender & Corrigendum

The Block Development Officer, Bhatar Development Block & The Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti **Notice Ref. Notice Invites Corrigendum Ref. e-NIT No.- BHATAR BDO & PS/32/2025-26, Dated- 19/01/2026, e-NIT No.- BHATAR BDO & PS/33/2025-26, Dated- 30/01/2026 4th Call.** Last Date of Bid Submission : **20/02/2026.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer & Executive Officer
Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti
Bhatar : Purba Bardhaman

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত
গ্রাম- লায়েকপুর, পোঃ ভালকুটি,
ব্লক-লাভপুর, জেলা- বীরভূম

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন সংসদে 4টি ঢালাই রাস্তা, 6টি ঢালাই ড্রেন, 2টি সাবমার্শিবল পাম্প, 1টি বোড প্রটেকশন ওয়াল মোট-13টি কাজের জন্য 15th FC হইতে নির্মানের জন্য অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিডারদের কাছ হইতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে যার NIT NO-16-18/HGP/2025-26 যার মোট টেন্ডার মূল্য = 31,80,000/=
আবেদনকারীদের কাছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরণের জন্য https//wbtenders.gov.in এবং অফিসের নোটিশ বোর্ড অনুসরণ করুন।
স্বা/- প্রধান
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ওয়াকি-ভিএইচএফ-এইচডব্লুএইচ-২৫, তারিখ ১৭.০২.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ওয়াকি-ভিএইচএফ-এইচডব্লুএইচ-২৫**-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে ৫ ওয়াট ওয়াকিটকি এবং ২৫ ওয়াট ভিএইচএফ সিস্টেমের সম্প্রসারণ। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৪৮,৫১,৯৯১.৫৮ টাকা। **বায়না অর্থ/ দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৯৭,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৬ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ২৯ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ২৭.০২.২০২৬। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www.ireps.gov.in**
HWH-628/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৬.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৮৪-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহ-র অধিক্ষেত্রের অধীনে এসএসই/পিডব্লু/ শিয়ালদহ শাখায় এনসিসি পিট লাইন নং. ২, ৫, ৭, ৮ এবং এনএসএস ইয়ার্ড লাইন নং. ২, ৪, ৫, ৬, ৮ -এ বিএলটি ট্র্যাক শক্তিশালী করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯১,০৫,৩৮৫.৭০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৮২,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps. gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
SDAH-401/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

চমকের অপেক্ষায় বিশ্ব ক্রিকেট?

আইসিসির অ্যাসোসিয়েট দেশগুলোর ভবিষ্যৎ কোন পথে?

বিট্টু দত্ত

ক্রিকেট বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য আজও স্পষ্টভাবে একপেশে। একদিকে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মতো পরাশক্তি; অন্য দিকে পরিশ্রমী কিন্তু সীমিত সুযোগে আটকে থাকা অ্যাসোসিয়েট দেশগুলো। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি বহু বছর ধরেই বিশ্বজুড়ে খেলাটিকে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে; কথা ও বাস্তবের ফারাক কতটা? অ্যাসোসিয়েট দেশগুলো কি সত্যিই যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছে বড় দলগুলোর বিরুদ্ধে নিজেদের প্রমাণ করার?

বর্তমানে আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশ সংখ্যা সীমিত, আর অ্যাসোসিয়েট সদস্য সংখ্যা একশোর বেশি। কিন্তু আন্তর্জাতিক সূচি এমনভাবে সাজানো যে বড় দলগুলো মূলত নিজেদের মধ্যেই সিরিজ খেলে। অর্থনৈতিক বাস্তবতা, সম্প্রচার স্বার্থ এবং দর্শকসংখ্যা; সব মিলিয়ে ভারত-অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ড-পাকিস্তান সিরিজ যে বেশি লাভজনক, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু এর ফলে নেপাল, স্কটল্যান্ড, ওমান কিংবা সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো দেশগুলো বছরের পর বছর বড় দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলত তাদের উন্নতির গতি স্বাভাবিকভাবেই মন্থর হয়ে পড়ে।

তবুও যখনই সুযোগ এসেছে, অ্যাসোসিয়েট দলগুলো প্রমাণ করেছে যে তারা কেবল অংশগ্রহণকারী নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীও হতে পারে। ২০০৭ বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ড পাকিস্তানকে হারিয়ে চমক দিয়েছিল। সেই ধাক্কা পাকিস্তানের ক্রিকেটে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। আবার আফগানিস্তান খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের শক্তিশালী দলে পরিণত করে পূর্ণ সদস্যপদ অর্জন করেছে। তাদের উত্থান দেখিয়ে দেয়, নিয়মিত প্রতিযোগিতা ও বড় দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেলে উন্নতি অসম্ভব নয়। আজ আফগানিস্তান বড় টুর্নামেন্টে ধারাবাহিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, যা প্রমাণ করে যে সুযোগই আসল চাবিকাঠি।

আসলে বড় দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ শুধু অভিজ্ঞতা নয়, আত্মবিশ্বাসও বাড়ায়। একজন তরুণ বোলার যখন বিরাট কোহলি বা জো রুটের মতো ব্যাটসম্যানকে বল করেন, তখন তার শেখার পরিধি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ড্রেসিংরুম সংস্কৃতি, ফিটনেস মানদণ্ড, কৌশলগত পরিকল্পনা; সব কিছু কাছ থেকে দেখা যায়।

এই শিক্ষা কোনও ঘরোয়া টুর্নামেন্টে সম্ভব নয়। আবার বড় দলগুলোর জন্যও এই ম্যাচগুলো অপ্রয়োজনীয় নয়। নতুন কন্ডিশনে খেলা, ভিন্ন কৌশল রপ্ত করা এবং বিশ্ব ক্রিকেটকে প্রসারিত করার নৈতিক দায়িত্ব; সব মিলিয়ে এটি পারস্পরিক লাভের সমীকরণ।

অর্থনৈতিক যুক্তি অবশ্যই বড় বাধা। বড় দলগুলোর বোর্ড মনে করে, অ্যাসোসিয়েট দলের বিরুদ্ধে সিরিজে দর্শক আগ্রহ কম হবে। কিন্তু সাম্প্রতিক টি-২০ যুগে এই ধারণা পুরোপুরি সত্য নয়। বিশ্বকাপে ছোট দলগুলোর অপ্রত্যাশিত জয় দর্শকসংখ্যা বাড়িয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা তৈরি করেছে এবং ক্রিকেটের রোমাঞ্চ বাড়িয়েছে। প্রতিযোগিতার অনিশ্চয়তাই তো খেলাধূলার প্রাণ। যদি সব সময় একই কয়েকটি দলই আধিপত্য বিস্তার করে, তবে বিশ্ব ক্রিকেটের বিস্তার থেমে যাবে।

এখানে আইসিসির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা চাইলে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের সূচিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ম্যাচ অ্যাসোসিয়েট দেশের জন্য বাধ্যতামূলক করতে পারে। যেমন ফুটবলে ফিফা র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রীতি ম্যাচের সুযোগ থাকে, তেমন ক্রিকেটেও নির্দিষ্ট উইন্ডো তৈরি করা যেতে পারে।

তা ছাড়া আঞ্চলিক লিগ বা আন্তঃমহাদেশীয় কাপের মতো টুর্নামেন্ট বাড়ানো যেতে পারে, যেখানে পূর্ণ সদস্য ও অ্যাসোসিয়েট দল একসঙ্গে অংশ নেবে। এতে প্রতিযোগিতার মান বাড়বে এবং বাজারও প্রসারিত হবে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বিশ্বকাপের কাঠামো। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বকাপের দলসংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, যা ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে শুধু বিশ্বকাপেই সুযোগ দিয়ে দায়িত্ব শেষ করা যায় না। চার বছরে একবার বড় টুর্নামেন্ট খেলে ধারাবাহিক উন্নতি সম্ভব নয়। প্রয়োজন নিয়মিত প্রতিযোগিতা, ধারাবাহিকতা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। অ্যাসোসিয়েট দেশগুলোকে যদি বছরে অন্তত কয়েকটি উচ্চমানের সিরিজ খেলতে দেওয়া হয়, তবে তাদের খেলোয়াড়রা পেশাদার মানে উন্নীত হতে পারবে।

সমালোচকরা অবশ্য বলেন, বড় দলগুলোর ক্যালেন্ডার এতটাই ব্যস্ত যে অতিরিক্ত সিরিজের জায়গা নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, ব্যস্ততা কি শুধুই বাণিজ্যিক সিরিজের জন্য? ক্রিকেট যদি সত্যিই বিশ্বায়নের পথে হাঁটতে চায়, তবে আর্থিক লাভের বাইরে ভাবতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে নতুন বাজার তৈরি হওয়া মানেই ভবিষ্যতের লাভ। আজ যদি নেপাল বা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে ক্রিকেট জনপ্রিয় হয়, আগামী দশকে সেই বাজারই বড় দলের জন্য লাভজনক হতে পারে। সব মিলিয়ে উত্তরটা স্পষ্ট; হ্যাঁ, অ্যাসোসিয়েট দেশগুলোর আরও বেশি করে বড় দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পাওয়া উচিত। এটি শুধু ন্যায্যতার প্রশ্ন নয়, ক্রিকেটের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। প্রতিযোগিতা যত বিস্তৃত হবে, মান তত বাড়বে। বিশ্ব ক্রিকেট তখনই সত্যিকার অর্থে বৈশ্বিক হবে, যখন সুযোগের সমতা থাকবে। বড় দলগুলোর আধিপত্য ভাঙা নয়, বরং সেই আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানানোর পরিবেশ তৈরি করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ, শেষ পর্যন্ত খেলাধূলার সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে অপ্রত্যাশিত জয়ে, নতুন নায়কের উত্থানে এবং সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার সাহসে। অ্যাসোসিয়েট দেশগুলোকে যদি সেই মঞ্চ দেওয়া যায়, তবে ক্রিকেটের মানচিত্র আরও রঙিন ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে।

আইএসএলের বিদেশিদের দাপটে ফুল ফোটাতে পারেন যে দেশীয় তারারা

ঋতিকা চক্রবর্তী

ভারতীয় ফুটবল এখন ধীর গতিতে চলছে। বিশ্বের দরবারে ভারতীয় ফুটবল নিয়ে নেতিবাচক বিজ্ঞাপন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৪১, ক্রমশ অবনতি হচ্ছে ভারতীয় ফুটবলের অবস্থা। বিশ্বের বাকি দেশগুলির কাছে নেতিবাচক বার্তা যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবল নিয়ে। অনেক বৈঠক, ক্লাবগুলির হস্তক্ষেপের পর কোনওরকমে আইএসএল আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। আগের মতো জৌলুসও নেই আইএসএলের। এত সব নেতিবাচকতার মাঝেও হচ্ছে আইএসএল। ফিরেছে ফুটবল, গ্যালারিতে ফিরেছেন সমর্থকরা। এবারের আইএসএলের অন্যতম ইতিবাচক দিক হল ভারতীয় ফুটবলাররা বেশি সুযোগ পাবেন। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের অনেকেই বলছিলেন, এবারের আইএসএল থেকে আমরা খুঁজে পেতে পারি ভবিষ্যতের সুনীল ছেত্রীকে। অর্থ সঙ্কটের জেরে বহু ক্লাব ছেড়ে দিয়েছে তাদের বিদেশি ফুটবলারদের। ভরসা এখন দেশীয় ফুটবলাররাই। অন্য দিকে, আইএসএলের ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনও দল সম্পূর্ণ দেশীয় স্কোয়াড নিয়ে খেলছে। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব একেবারে দেশীয় স্কোয়াড নিয়ে দুর্দান্ত লড়াই দিল তাদের প্রথম ম্যাচে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে।

সামনেই মার্চ মাসে রয়েছে ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডো। ভারতীয় শিবিরে ডাক পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে সুহেল ভাট, সায়ন ব্যানার্জিদের। এবারের আইএসএল দলগুলিতে বেশ কিছু ভারতীয় ফুটবলাররা রয়েছেন, যাঁরা নজর কাড়তে পারেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম এফসি গোয়ার ব্রাইসন ফের্ন্দান্দেজ। গত মরশুমে আইএসএলে দুর্দান্ত খেলেছিলেন তিনি। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২ -এ সৌদি আরবের দল আল নাসেরের বিরুদ্ধে প্রথম গোল করে নজর কেড়েছিলেন। ২৪ বছর বয়সী এই ফুটবলারের ক্ষমতা আছে গোল খুঁজে নেওয়ার। কোচ মানালো মারকুয়েজের সার্টিফিকেট রয়েছে ব্রাইসনের হাতে। গত মরশুমে আইএসএলের সেরা উদীয়মান প্রতিভা হিসেবে ব্রাইসন ২৪টি ম্যাচে সাতটি গোল ও দু'টি অ্যাসিস্ট করেছিলেন। সুনীল ছেত্রীর অনুপস্থিতিতে ভারতীয় দলে কে গোল করবে, সেই নিয়ে জোর চর্চা। একজন ভালো ফরোয়ার্ড খুঁজে বের করাই চ্যালেঞ্জ জাতীয় দলের কোচ খালিদ জামিলের কাছে। মোহনবাগানের তরুণ ফরোয়ার্ড সুহেল ভাটকে সুযোগ দেওয়াই যেতে পারে। অনূর্ধ্ব ২৩ জাতীয় দলে ছয় ম্যাচ খেলে তিনটি গোল করে ফেলেছেন। মোহনবাগানের জার্সিতে চারটি গোল রয়েছে সুহেলের নামে। তবে মোহনবাগানের তারকা সমৃদ্ধ দলে বেশিরভাগ সময় বেঞ্চেই কাটাতে হয় সুহেলকে। বিবিন মোহনান, কেরালা ব্লাস্টার্স মিডফিল্ডের অন্যতম ভরসা ছিলেন এক সময়ে। ২০২৩-২৪ মরশুমে বেশ নজর কেড়েছিলেন এই তরুণ মিডফিল্ডার। কেরালার তৎকালীন কোচ ইভান ভুকোমনোভিচের নেতৃত্বে আইএসএলে অভিষেক হয়েছিল বিবিনের। বল দখলের ক্ষমতা এবং লং শট খেলার দক্ষতার জন্য বেশ নজর কেড়েছিলেন তিনি। আইএসএল ২০২৫-২৬ শুরুর আগেই বিবিন ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের হয়ে আটটি ম্যাচ খেলে তিনটি গোল ও দু'টি অ্যাসিস্ট করেছেন। কেরালা দলে আদ্রিয়ান লুনা না থাকার ফলে বিবিনের কাছে বড় সুযোগ রয়েছে নিজেকে প্রমাণ করার। তবে ভারতীয় ফুটবলাররা সুযোগ পাচ্ছেন কম। বিদেশি কোচরা ফরোয়ার্ড লাইনে বেশিরভাগই বিদেশি ফুটবলারদের উপর নির্ভর করে। ফলে দেশীয় ফুটবলারদের নিজেদের প্রমাণের সুযোগও কম।

এক সেশনের ধসে বিদায় বাংলার, ইতিহাস গড়ে রঞ্জি ফাইনালে জম্মু-কাশ্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কল্যাণীর ঘরের মাঠে সব কিছুই যেন বাংলার পক্ষেই ছিল। গ্রুপ পর্বে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট সংগ্রহ, কোয়ার্টার ফাইনালে ইনিংসে জয়;সব মিলিয়ে আত্মবিশ্বাসে টগবগ করছিল দল। দেখে মনে হচ্ছিল, এ বার আর কেউ আটকাতে পারবে না বাংলাকে। কিন্তু ক্রিকেট এমনই খেলা, যেখানে একটি খারাপ সেশন পুরো মরসুমের পরিশ্রমে জল ঢেলে দিতে পারে। ঠিক সেটাই হল রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে। বাংলা ক্রিকেট দল হেরে বিদায় নিল, আর ইতিহাস গড়ে প্রথমবার ফাইনালে উঠল জম্মু-কাশ্মীর ক্রিকেট দল।

শেষ দিনের সকালে জম্মু-কাশ্মীরের জয়ের জন্য দরকার ছিল মাত্র ৮৩ রান, হাতে ছিল ৮ উইকেট। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছিল ম্যাচ কার্যত হাতছাড়া। তবু ক্রিকেটে শেষ বল পর্যন্ত আশা থাকে। দিনের শুরুতেই আকাশদীপ দুই গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়ে সেই আশার সঞ্চার করেছিলেন। এক সময় মনে হচ্ছিল, যদি আরও একটি-দুটি দ্রুত উইকেট পাওয়া যায়, তবে ম্যাচে ফিরে আসা অসম্ভব নয়। কিন্তু বাংলার বোলাররা সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলেন না। বংশরাজ শর্মা ও আব্দুল সামাদ দৃঢ়তা দেখালেন। বংশরাজ ৪৩ ও সামাদ ৩০ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন। বাংলার হতাশা তখন স্পষ্ট।

ম্যাচের মোড় ঘুরেছিল আসলে দ্বিতীয় ইনিংসেই। প্রথম ইনিংসে সুদীপ ঘরামির শতরানের সৌজন্যে বাংলা তোলে ৩২৮ রান। জবাবে জম্মু-কাশ্মীর করে ৩০২। মহম্মদ শামি একাই ৮ উইকেট নিয়ে দলকে ২৬ রানের লিড এনে দেন। সেই মুহূর্তে ম্যাচ পুরোপুরি বাংলার নিয়ন্ত্রণে ছিল। মনে হচ্ছিল, আরেকটি ভালো ব্যাটিং পারফরম্যান্সই ফাইনালের দরজা খুলে দেবে।

কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে নামতেই যেন ভেঙে পড়ে ব্যাটিং লাইনআপ। শুরু থেকেই পর পর উইকেট হারাতে থাকে বাংলা। অভিমন্যু ঈশ্বরণ ৫, সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ০, সুদীপ ঘরামি ০, অনুষ্টুপ মজুমদার ১২, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ১৪, সুমন্ত গুপ্ত ৮, হাবিব গান্ধীরা ১০;কেউই দায়িত্ব নিতে পারলেন না। চেনা পিচ, ঘরের মাঠ, পরিচিত পরিবেশ;কোনও কিছুই কাজে এল না। মাত্র ৯৯ রানে গুটিয়ে যায় গোটা দল। এক সেশনের এই ধসই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়।

কঠিন পরিস্থিতিতে কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেছিলেন শাহবাজ আহমেদ। তাঁর ২৪ রান সামান্য প্রতিরোধ গড়েছিল বটে, কিন্তু তা পর্যাপ্ত ছিল না। জম্মু-কাশ্মীরের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ১২৬ রান। প্রথম ইনিংসে শামির আগুনে বোলিং দেখা গেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে সেই ধার বজায় থাকল না। ৪ উইকেট হারালেও আত্মবিশ্বাস হারায়নি জম্মু-কাশ্মীর। ধীরে-সুস্থে রান তাড়া করে তারা পৌঁছে যায় ইতিহাসের দোরগোড়ায়।

প্রথমবার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে ওঠার পর জম্মু-কাশ্মীরের ক্রিকেটারদের উল্লাস ছিল দেখার মতো। পারশ ডোগরার নেতৃত্বে এই দল গত কয়েক মরসুমে স্বপ্নের মতো উত্থান ঘটিয়েছে। সারা বছর নিয়মিত ক্লাব ক্রিকেটের সুযোগ না থাকলেও, বিভিন্ন রাজ্যে খেলে নিজেদের গড়ে তুলেছেন ক্রিকেটাররা। সেই সংগ্রামের ফল মিলল বড় মঞ্চে।

অন্যদিকে বাংলার জন্য এই হার নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা। এত সুন্দরভাবে শুরু করা মরসুম এমনভাবে শেষ হবে, তা কেউ ভাবেনি। তবু ক্রিকেটের শিক্ষা এখানেই;একটি সেশন, একটি ভুল, একটি মুহূর্তই সব হিসাব পাল্টে দিতে পারে। বাংলা হয়তো এই হারের যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে চলবে কিছু দিন, কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ আবার আসবে। আর জম্মু-কাশ্মীরের জন্য শুরু হল এক নতুন অধ্যায়;স্বপ্নপূরণের পথে আর এক ধাপ এগোনোর গল্প।

আক্রমণের ধার বাড়াতে ইস্টবেঙ্গলে অ্যান্টন সোবার্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএসএলের প্রথম ম্যাচে জোড়া গোল করে নজর কেড়েছেন ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি ফরোয়ার্ড ইউসেফ এজ্জেজ্জারি। ইউসেফের সঙ্গী হিসেবে এবার আরও এক বিদেশি ফরোয়ার্ড ইস্টবেঙ্গল দলে যুক্ত হলেন।

বুধবার সকালেই শহরে পা রাখ লেন ইস্টবেঙ্গলের ষষ্ঠ বিদেশি। সোমবারই হাতে ভিসা পেয়ে বুধবারই চলে এলেন ড্যানিশ স্ট্রাইকার অ্যান্টন সোবার্গ। ইউসেফ এজ্জেজারির পরে আরও এক বিদেশি স্ট্রাইকার আসায় আক্রমণ আরও শক্তিশালী হল ইস্টবেঙ্গলের। ভারতে প্রথমবার ফুটবল খেলতে আসছেন ২৫ বছর বয়সী এই তরুণ।

ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়ার প্রসঙ্গে অ্যান্টন সোবার্গ বলেন, 'ম্যানেজমেন্ট আমাকে ইস্টবেঙ্গলের সুবিশাল ঐতিহ্যের ব্যাপারে আগেই জানিয়েছে। আমি এখানে এসেছি লড়াই করতে, গোল করতে এবং সতীর্থ ও ক্লাবকে তাদের আইএসএলের লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করতে। সমর্থকদের সামনে খেলার জন্য আমার আর তর সইছে না। জয় ইস্টবেঙ্গল!'

কোচ অস্কার ব্রুঁজোর কথায়, 'ইমামি ইস্টবেঙ্গল পরিবারে অ্যান্টনকে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এত অল্পবয়সী খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও ওর মধ্যে পরিপক্কতা, শারীরিক শক্তি এবং লড়াকু মানসিকতা রয়েছে। বিশেষ করে এই ধরনের স্বল্প দৈর্ঘ্যের লিগে, যেখানে প্রতিটি ম্যাচ এবং প্রতিটি মিনিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে ওর দক্ষতা, খেলার তীব্রতা এবং সঠিক মনোভাব আমাদের দলের জন্য খুবই মূল্যবান। ওর অফুরান শক্তি এবং জয়ের খিদে তাৎক্ষণিকভাবে দলের মান বাড়াতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি, আমাদের ক্লাবের পরিবেশে থেকে নিজেকে আরও উন্নত করার যথেষ্ট সুযোগ ওর সামনে রয়েছে এবং দলের বর্তমান ইতিবাচক ছন্দেও ও বিশেষ অবদান রাখতে পারবে।'

নিয়মরক্ষার ম্যাচেও লড়াকু নেদারল্যান্ডস, তবে অপরাজিত থেকেই গ্রুপ পর্ব শেষ ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ভারত বনাম নেদারল্যান্ডস ম্যাচটি ছিল নিয়মরক্ষার। আগেই সুপার এইটে জায়গা নিশ্চিত করে ফেলেছিল ভারত। তবুও ম্যাচটি সহজ হবে; এমনটা ভাবার সুযোগ দেয়নি নেদারল্যান্ডস। শেষ পর্যন্ত ১৭ রানে জিতলেও প্রত্যাশামতো একতরফা আধিপত্য দেখাতে পারেনি সূর্যকুমার যাদবের দল।নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। কিন্তু শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি ভারতের। অভিষেক শর্মা শূন্য রানে ফিরে যান। ঈশান কিষানও এদিন ব্যর্থ। দুই ওপেনারকেই ফিরিয়ে দেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডাচ বোলার আরিয়ান দত্ত। তিলক বর্মা ও সূর্যকুমারের ইনিংসও বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেনি। ১৪তম ওভারে ১১০ রানে চার উইকেট পড়ে গিয়ে চাপে পড়ে ভারত। সেই কঠিন পরিস্থিতিতে দলের হাল ধরেন শিবম দুবে। মাত্র ৩১ বলে ৬৬ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে ভারতীয় ব্যাটিংয়ে প্রাণ ফেরান তিনি। হার্দিক পাণ্ডিয়াও ৩০ রানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তবু 'দুর্বল' প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ২০০ রানের গণ্ডি পেরোতে পারেনি ভারত। নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৯৩ রান তোলে মেন ইন ব্লু। জয়ের জন্য ডাচদের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ১৯৪। রান তাড়া করতে নেমে মাইকেল লেভিট ও ম্যাক্স ও'ডিড ধীরে শুরু করেন। বড় জুটি গড়তে পারেননি কেউই। মাঝের ওভারে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন বরুণ চক্রবর্তী। তিন ওভারে মাত্র ১৪ রান দিয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন তিনি। তার ঘূর্ণিতেই চাপে পড়ে যায় নেদারল্যান্ডস। ওয়াশিংটন সুন্দর প্রভাব ফেলতে না পারলেও শেষ পর্যন্ত ভারতীয় বোলাররাই ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে রাখেন। তবে ভারতের ফিল্ডিং ছিল গড়পড়তা, কয়েকটি সুযোগ নষ্ট হয়।

শেষ ওভার পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায় নেদারল্যান্ডস। বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেও বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে সম্মানজনক লড়াই উপহার দেয় স্কট এডওয়ার্ডসের দল। নির্ধারিত ওভার শেষে তারা থামে ১৭৬ রানে। ফলে ১৭ রানের জয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করে অপরাজিত ভারত। ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপে এখনও হারেনি মেন ইন ব্লু, আর সেই আত্মবিশ্বাস নিয়েই তারা পা রাখছে সুপার এইটে।

আজকের ম্যাচ

১৯ ফেব্রুয়ারি

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইতালি
কলকাতা ১১.০০

শ্রীলঙ্কা বনাম জিম্বাবোয়ে
শ্রীলঙ্কা ৩.০০

আফগানিস্তান বনাম কানাডা
চেন্নাই ৭.০০